স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২

প্রকাশনায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও পদক্ষেপ বিষয়ে জনগণকে অবহিতকরণে এ প্রতিবেদন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের ইতিবাচক মনোভাবেরই একটি অংশ হিসাবে এই উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের জানাই অভিনন্দন।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সুস্থ সবল জাতি গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবা প্রদান, গ্রামাঞ্চলের জনগণের জন্য ওষুধ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদানসহ সেবার মান উন্নয়নে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ তথা অনলাইনে সেবা প্রদানে মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সফল অগ্রযাত্রা শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দূরদর্শী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুরস্কার ও স্বীকৃতির গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, হাসপাতালে চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নতুন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন ও আধুনিক চিকিৎসা সেবার বিকাশে উৎসাহ প্রদান এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগীকরণে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। স্বাস্থ্যবান ও দক্ষ জনশক্তি প্রতিটি দেশের জন্যই বিরাট সম্পদ। একটি সুস্থ ও সক্ষম জাতি গঠনের মাধ্যমে জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তনই আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি মানের উন্নয়ন, গড়আয়ু বৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতা সৃজনের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১৬) নামক একটি ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, সেবা প্রাপ্তি আরও সহজলভ্য এবং স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার কমানো এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিষ্ঠা, সততা, নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আর একবার দরকার
শেখ হাসিনার সরকার'

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এ উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নছিল ক্ষুধা আর দারিদ্রহীন একটি সমাজ গড়ার। আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই এ লক্ষ্যে মানুষের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। দেশ আজ পরিপূর্ণভাবে দারিদ্রমুক্ত না হলেও মানুষের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড়আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে। এ বিষয়ে পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশায় কাজ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্যসেবা সকলের জন্য সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। তাইতো দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য নেয়া হয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত সাড়ে তিন বছরে স্বাস্থ্য খাতে বাস্তবায়িত হয়েছে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। চিকিৎসা সেবার প্রতি মানুষের আস্থা অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাপক ও অভূতপূর্ব এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে এ আমাদের অঙ্গীকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জনসাধারনের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির এ ধারা নির্বিঘ্ন থাকবে এটা আমার প্রত্যাশা ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

(ডা. ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি)

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে গত ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এবারে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এক সাথে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশের সময়টাকে এগিয়ে আনার কারণে দুবছরের প্রতিবেদন একত্রে প্রকাশ করা হল। এটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের একটি পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণকে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ সেবা যাতে বিশেষ করে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির চাহিদা মেটাতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার সর্বোত্তম উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সচেষ্ট।

এ প্রকাশনায় মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থা সমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকান্ড ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সেবার মানোন্নয়নে, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা সকলে পাবেন বলে আশা রাখি।

এ প্রকাশনার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোন মতামত থাকলে তা আমাদের ইমেইলের মাধ্যমে জানাতে পারেন।

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)

প্রাককথন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অন্যতম বৃহৎ মন্ত্রণালয়। এর কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত। এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক কর্মকান্ড সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে হাল নাগাদ রাখার জন্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল।

ইতোপূর্বে নানা কারণে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ এর প্রতিবেদন বিগত বছরে এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ এর প্রতিবেদন এ বছর একসঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। অতীতের জট ভেঙ্গে আমরা নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সরকার আইনি কাঠামোর মধ্যে জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আমরা আশা করি প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি,** মাননীয় উপদেষ্টা **অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী** ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **ডা. ক্যাপ্টেন(অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি** এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় ও অনুপ্রেরণায় এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদকে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির এ প্রতিবেদনটি স্বল্প সময়ে প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাভুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই প্রতিবেদন। বিশেষ করে উপ-সচিব ডা. মোঃ সাজেদুল হাসান প্রতিবেদনটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সম্পাদনা পরিষদ তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেবা সরবরাহ এবং এর কর্মপরিধি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের ধারণা। দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনটি আরও বেশী সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ করে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না, ছিল সময়ের স্বল্পতা। এ বিবেচনায় পাঠক ভুল ত্রুটি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আমাদের দায়ভার লাঘব হবে বলে আশা রাখি।

প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও একই সাথে প্রকাশিত হবে। যারা এটি পড়বেন তাদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদন আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মাহমুদা আকতার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

উপদেষ্টা

প্রফেসর ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা

ডা. ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এমপি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	- সভাপতি
উপ-সচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (নির্মাণ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (হাসপাতাল-২ অধিশাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (পার-৪ অধিশাখা)	- সদস্য
সিস্টেম এনালিস্ট	- সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-১ শাখা)	- সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (পার-৫ শাখা)	- সদস্য
উপ-সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	- সদস্য সচিব

কৃতজ্ঞতায় ঃ
মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ আকন্দ, প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও
লাইন ডাইরেক্টর, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

প্রচ্ছদ ঃ
ডা. মোঃ সাজেদুল হাসান

প্রকাশকাল ঃ ৯ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণঃ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-vii
প্রথম অধ্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১-৭১
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭২-১০২
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১০৩-১১০
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	১১১-১১৩
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	১১৪-১১৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১১৭-১২৪
সপ্তম অধ্যায় ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)	১২৫-১৩২
অষ্টম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	১৩৩-১৪১
নবম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	১৪২-১৪৪
দশম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	১৪৫
একাদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তালিকা	১৪৬-১৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনি কাঠামোর মধ্যে জনগণের তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। সে অনুযায়ী সদ্য অতিক্রান্ত অর্থ-বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ সালের প্রতিবেদন বিগত বছরে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ এর প্রতিবেদন এ বছর একসঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অনুবিভাগ /অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলিত করে এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক, শৃংখলা, আর্থিক, অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্যসেবা ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৮টি অনুবিভাগ ও ৮টি সংস্থা রয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থাগুলোর অনুমোদিত পদ ১,৮৯,০৬৮টি, এর মধ্যে শূন্য পদ ৩২,৮৯০টি । শূন্যপদ পূরণ করার জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ৭৩,৪৭৩টি যা রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ২০১০- ১১ অর্থবছরে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৫৭৯ টি পদ এবং অন্যান্য ৬১৩টি পদ মিলিয়ে মোট ১১৯২টি রাজস্ব খাতের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে ৪০৫টি পদ এবং অন্যান্য ২৩৪টি পদ মিলিয়ে মোট ৬৩৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। ২০১০-১১ সালে পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৪৮৯টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ২৩৩টি। ২০১১-১২সালে পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলা ছিল ৪০০টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ১৯৭টি। বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে সরকারি কর্ম কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কমিশনের মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিভাগীয় মামলার ডাটাবেজ তৈরি করে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২০১১-১২সাল পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের পুঞ্জীভূত রিট পিটিশনের সংখ্যা ৯৩২টি, কনটেম্পট পিটিশনের সংখ্যা ০৪টি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/আপীল ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা ২৩৮টি এবং দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ১২৬টি। এত অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি দ্রুততর করার জন্য একটি আইন সেল গঠন করা প্রয়োজন যা আইন অধিশাখার পরিকল্পনায় রয়েছে। চলমান মামলা সমূহের উপর একটি ডাটাবেজ তৈরি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪। ২০১১-১২ সালে মোট পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২,৫৪৪টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ২,৯৪৬.৭৪ কোটি। নিষ্পত্তির সংখ্যা ৬৫৪টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ১৮৯.৬৪ কোটি। ২০১০-১১ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পাবলিক একাউন্টস (পিএ) কমিটির রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে

সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কর্মকর্তাদের পেনশন/আনুতোষিক হতে ইতোমধ্যে ৫৯,৯৩,৯৫০/১৪ (উনষাট লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা চৌদ্দ পয়সা) টাকা কর্তন/স্থগিত সাপেক্ষে অডিট ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সিভিল সার্জন অফিস/কার্যালয়সমূহে আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বৈদেশিক সাহয্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক ২০১০-১১ বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল-১৬টি, জড়িত টাকার পরিমান-২,৫৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা, নিষ্পত্তির সংখ্যা-২টি সম্পূর্ণ ও ১টি আংশিক, জড়িত টাকার পরিমান-৭৪৭.১২ লক্ষ টাকা, অনিষ্পন্ন আপত্তির জড়িত টাকার পরিমান ১,৮৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা। এ আপত্তির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ফাপাড কার্যালয়ে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫। ২০১০-১১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৪,৯০১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪,৭৫৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৭%। ২০১১-১২ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫,১৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪,০০৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭৮%। ২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভূক্ত চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৪টি, চলমান কারিগরি প্রকল্প ছিল ৪টি ও জেডিসিএফ প্রকল্প ৪টি, মোট বরাদ্দ ছিল ২,৭৩৫.৫২ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমান ছিল ২,৫৪০.১৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৩%। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে HPNSDP সহ ১৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি জেডিসিএফ এবং ৩টি চলতি কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমান ছিল ৩,০৩৫.৫৫ কোটি টাকা। ব্যয়ের পরিমান জুন/১২ পর্যন্ত ২,৬৬১.৬৩ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৭%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে বরাদ্দের পরিমান বাড়লেও নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম শুরু হওয়া এবং অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণে বাস্তবায়নের হার কিছুটা কম হয়েছে।

৬। বিভিন্ন প্রাকৃতিক,সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যু বর্তমানে ৫৩ প্রতি হাজার জীবিত জন্মে যা সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে। শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং দেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন। মাতৃমৃত্যু হ্রাসে বর্তমান সরকার প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তৎপর রয়েছে। ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ১৯৪ এ নেমে এসেছে ২০০১ সালেও যা ছিল ৩২০। দরিদ্র মহিলাদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার জন্য ১৮টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং ২০টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং ১৫২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু রয়েছে। এছাড়াও ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জন্মহার হ্রাস, নারীশিক্ষা, বিবাহের বয়সবৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৪৩ পৌঁছানোর জন্য আগামী ৩ বছরে বর্তমান কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে।

৭। জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশের জন্য গুরুতর একটি সমস্যা যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণ ২০০১ সালে ৩.২ হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.৩ এ দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার কারণে উল্লিখিত উন্নতি সাধন হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য সেবার ক্রমাগত উন্নতি বিশেষ করে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যান্সার, হৃদরোগের মত অসংক্রামক রোগের উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কারণে গড়আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৮। স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৯৩.৫৪ (ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত তিরানব্বই) কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development (HPNSDP) শীর্ষক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল জনগণ বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। এইচপিএনএসডিপি'র উল্লেখযোগ্য নতুন দিকগুলো হচ্ছে-

- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে একটি নতুন অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা ।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (unmet need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা (ই-হেলথ্) চালু করা।

এই কর্মসূচির আওতায় মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৬১.২৯ ভাগ উন্নয়ন সহযোগীরা প্রদান করবে।

৯। গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সালে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয়। যার মধ্যে প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০২-২০০৮ সাল মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কাযর্ক্রম কার্যতঃ বন্ধ থাকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) "রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিদ্যমান ১০,৬২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামতপূর্বক চালু করা, ২,৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা ও ১৩,৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার

প্রোভাইডার নিয়োগ প্রদান করা। ইতোমধ্যে ১৩,২৪০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ১,৫০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তম্মধ্যে ১,২১৭টি নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্টগুলির নির্মাণ অগ্রগতি ৯৭%। বতর্মানে সারাদেশে ১১,৮১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯১ কোটির টাকার ২৫ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয় । ২০১০-২০১১ অর্থ-বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১২৮কোটি টাকার ২৯ রকমের ঔষধ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে।

১০। ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে এ পর্যন্ত ৩,৮৮১ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪২১টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে প্রায় ২,০০০ শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাসপাতাল গুলিতে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহসহ বিগত দুই অর্থবছরে ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করছেন। এছাড়া খিলগাঁও ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই সেটি চালু করা হবে।

১১। হাসপাতাল সেবা উন্নীত করার জন্য ২০১০-১১ সালে ৭৯৪জন এবং২০১১-১২ সালে ৫৬১জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের সকলকেই পল্লী অঞ্চলে পদায়ন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসক পদায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রাসরণ ও চিকিৎসা জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করাসহ পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ১,৭৪৭জন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আরও ৭,০০০ চিকিৎসক ৫,০০০ নার্স ও ৩,০০০ মিডওয়াইফ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪,৬১৪ জন চিকিৎসককে উচ্চতর পদে এবং উচ্চতর স্কেলে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ২৩জন নার্সকে এমএসসি এবং ৫জন নার্সকে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

১২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পল্লীগান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় সেমিনার, কর্মশালা ও গণ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সহায়তায় অধিক জনসংখ্যার কুফল ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা)

গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩২,০০০, দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা: আইইউডি ২৭,০০০ এবং ইমপ্ল্যান্ট ২৫,০০০। ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এমসিএইচটিআই এবং এমএফএসটিসি থেকে ২,৩২,১৬১জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৫৯,৭৩৬জন মাকে প্রসবোত্তর সেবা, ৩৪,৬৯৭জন মাকে প্রসব সেবা, ৮,১৭১ জন মাকে সিজারিয়ান অপরেশনের মাধ্যমে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫ বছরের নিচে ৩,০৮,৯২৮ জন শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসমূহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ ৩৭৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই খাতে বিগত অর্থ বছরের তুলনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) কার্যক্রম সারাদেশে মূলধারার সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মাধ্যমে দেশব্যাপী পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ অতিদ্ররিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সর্বস্তরের জনগণকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত পুষ্টিসেবা পৌঁছানোর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিরাজমান ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য গত ২ জুন জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-২০১২ এর মাধ্যমে সারাদেশে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের ১টি করে নীল রঙের ক্যাপসুল (১,০০,০০০ আইইউ) এবং ১ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১টি করে লাল রঙের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আইইউ) খাওয়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫% এর উপরে উন্নীত হয়েছে। আয়রনের অভাবজনিত রক্ত স্বল্পতার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আনতে এনএনএস নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ সালে মোট ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ আয়রন ফলিক বড়ি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কোটি ৩০ লাখ বড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদান করা হয়েছে।

১৪। সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ শিল্পকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালের জুন পযর্ন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ঢাকার মহাখালীতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ঔষধের বেশির ভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। ঔষধ শিল্পের সামগ্রিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এবং কাঁচামাল সহজলভ্য ও সুলভ করার উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালায়ের রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এই খাতে ৫,৪২,৭৫,০০০ টাকা ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৮,৫৪,৮৯,১৪৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বাড়িয়ে এটি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।

১৫। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে। জনগণ এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে পারছেন। তাছাড়া মোবাইল ফোনে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন। সারাদেশে ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এর দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। ৮০০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার সরবরাহ করাসহ ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড তাৎক্ষণিকভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা ওয়েব পোর্টাল চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে।

১৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। অবকাঠামো উন্নয়ন খাত শক্তিশালী ও গতিশীলকরণের জন্য প্রাক্তন সিএমএমইউ-কে ২০১০ সালে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১০০ শয্যা পর্যন্ত হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। অন্যদিকে গণপূর্ত অধিদপ্তর ১০০ শয্যা ও তদুর্ধ্ব হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে থাকে। ২০১১-২০১২ সালে ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ৩২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ ৯৭%।

১৭। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভর্তি নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানবদেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইনকে সময়োপযোগী করে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিয়োগবিধি অনুমোদন করা হয়েছে। নির্মাণ এবং মেরামত ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

১৮। MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ''ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'' শীর্ষক সাউথ -সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ইপিআই কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৯তম সম্মেলনে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আ.ফ.ম. রুহুল হক-কে এশিয়ার ১১টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২-২০১৪ মেয়াদ GAVI বোর্ডের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের পক্ষে সফল স্বাস্থ্য মন্ত্রী অধ্যাপক আ.ফ.ম. রুহুল হক-কে Vaccination কার্যক্রমের ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য GAVI Award প্রদান করা হয়েছে।

১৯। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত আছে। জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারি সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০০টি নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং সকল জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। তিনস্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করে গড়ে তুলে এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং উচ্চতর রেফারেল সংযোগ। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে উর্বরতার হার (TFR) Replacement Level এ নেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। গরীব রোগীদের মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্যবীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

২০। সার্বিক ভাবে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর ছিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে একটি মাইল ফলক। মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন গতিশীলকরণ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন দেশের স্বাস্থ্য চিত্র অনেকাংশে বদলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশ গুলোর জন্য উদাহরণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকাঃ

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার। 'সুস্থ জাতি উন্নত দেশ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনগণের মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এদেশের মানুষের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সেক্টরে নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। বিগত ২০০৩-১১ সালে HNPSP শীর্ষক সেক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম Health Population Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) নামে পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে Multisectoral Approach এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী ভূমিকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'সাউথ সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সফলতার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ আ.ফ ম. রুহুল হক কে বাংলাদেশের পক্ষে GAVI Award প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ১১টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২০১২-২০১৪ সাল মেয়াদে GAVI Board এর সম্মানিত সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস আরও সুসংগঠিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মপরিধি নিম্নরূপ-

কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধিঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ

২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা

৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ

৪. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ

৫. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত

৭. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরি প্রাপ্ত , যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।

৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগের নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বীমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

৯. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

১০. মাদক নিয়ন্ত্রণ

১১. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১২. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১৩. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৪. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৫. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৬. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৭. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৮. হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ
১৯. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ
২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পুনর্বাসন
২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র
ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারী
খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারী এবং
গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন
২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts
২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ০৮ (আট) টি সংস্থা, যেমনঃ

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)
৪. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
৫. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬. সেবা পরিদপ্তর
৭. ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)
৮. যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

-এর কর্মকাণ্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব, মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

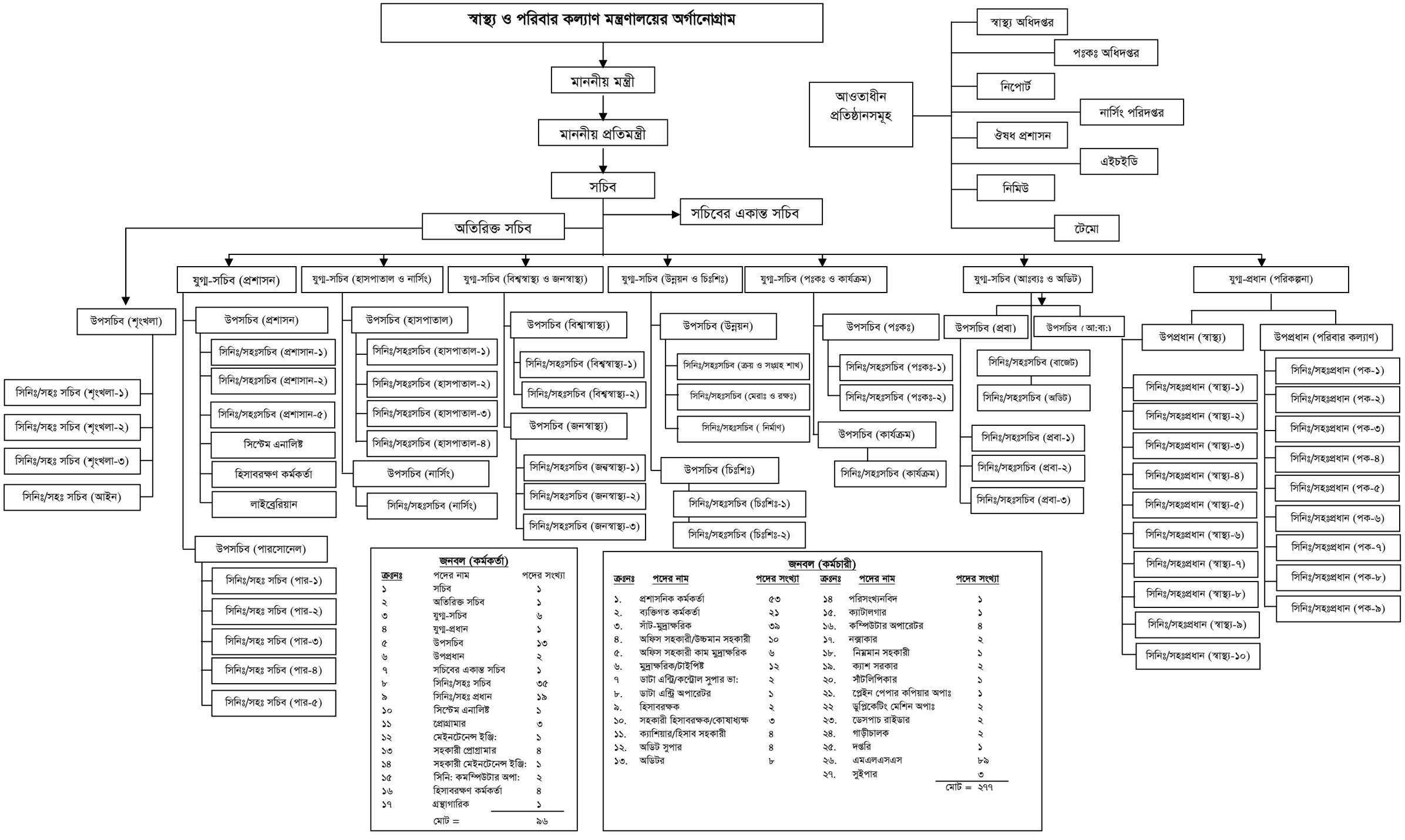

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্ম-সচিব	৬
৪	যুগ্ম-প্রধান	১
৫	উপসচিব	১৩
৬	উপপ্রধান	২
৭	সচিবের একান্ত সচিব	১
৮	সিনিঃ/সহঃ সচিব	৩৫
৯	সিনিঃ/সহঃ প্রধান	১৯
১০	সিস্টেম এনালিষ্ট	১
১১	প্রোগ্রামার	৩
১২	মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	৪
১৪	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৫	সিনি: কমম্পিউটার অপা:	২
১৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৪
১৭	গ্রন্থাগারিক	১
	মোট =	৯৬

জনবল (কর্মচারী)

ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা	ক্রঃনঃ	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৩	১৪	পরিসংখ্যনবিদ	১
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১	১৫.	ক্যাটালগার	১
৩.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৩৯	১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	৪
৪.	অফিস সহকারী/উচ্চমান সহকারী	১০	১৭.	নক্সাকার	২
৫.	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	৬	১৮.	নিম্নমান সহকারী	১
৬.	মুদ্রাক্ষরিক/টাইপিষ্ট	১২	১৯.	ক্যাশ সরকার	২
৭	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপার ভা:	২	২০.	সাঁটলিপিকার	১
৮.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	২১.	প্লেইন পেপার কপিয়ার অপাঃ	১
৯.	হিসাবরক্ষক	২	২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	২
১০.	সহকারী হিসাবরক্ষক/কোষাধ্যক্ষ	৩	২৩.	ভেসপাচ রাইডার	২
১১.	ক্যাশিয়ার/হিসাব সহকারী	৪	২৪.	গাড়ীচালক	২
১২.	অডিট সুপার	৪	২৫.	দপ্তরি	১
১৩.	অডিটর	৮	২৬.	এমএলএসএস	৮৯
			২৭.	সুইপার	৩
				মোট =	২৭৭

খ. জনবলঃ

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হল ৩৭৩ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী ৯৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৭৪ জন, তৃতীয় শ্রেণী ১১০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী ৯৩ জন।

গ. অনুবিভাগ ভিত্তিক কর্মবণ্টনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের কর্মবণ্টন নিম্নরূপঃ

শৃঙ্খলা অনুবিভাগঃ

- মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক যাবতীয় বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী বাছাই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন ;
- প্রকিউরমেন্ট রিভিউ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- এইচপিএনএসডিপি এর সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন ;
- এইচআইভি/এইডস/এসটিডি/আর্সেনিক/সার্স ইত্যাদি কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃখাত সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠান ও সমন্বয় সাধন ;
- মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরের কার্যক্রম;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশাসন অনুবিভাগঃ

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;

- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- মন্ত্রণালয়ের অফিস স্থান বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলী ;
- মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষাকোর্সে শিক্ষা ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- TEMO এবং NEMEW এর প্রশাসন ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), নিয়ম-কানুনসহ (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগঃ

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তী ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং সার্ভিসের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- নার্সিং শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কোর্সের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নার্সিং সার্ভিসের মানোন্নয়নে নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর রেগুলেশন হালনাগাদকরণসহ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- নার্সিং সার্ভিসে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে নীতি নির্ধারণ, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সম্পর্কিত উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- "The Public Procurement Rules 2008" এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- সারাদেশে এইচপিএনএসডিপি খাতের স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থপুষ্ট পূর্ত প্রকল্পের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সংগে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে চাহিদা অনুসারে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ্ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসনসংখ্যা নির্ধারণ;
- বেসরকারি চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরি গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান;

- বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত তালিকাভুক্তির কার্যক্রম সমন্বয়;
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা গঠন ও কার্যাবলী তদারকি;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিসহ অন্যান্য বিকল্প ও দেশজ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নবায়ন, আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভেষজ চিকিৎসাসহ বিকল্প চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, বাংলাদেশ ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- মন্ত্রণালয়ের কার্য সম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

- ঔষধ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানির পরিচালনাসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলী এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিংকর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ-

  ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণঃ

ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;

- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যসম্পাদনে সচিব-কে সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধির সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;

- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জনউর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলীসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অধীনস্ত অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহায়তা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলী ;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী; মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলী এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তী পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিব মহোদয়কে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিকল্পনা অনুবিভাগঃ

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা (PIP) দলিল প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দীর্ঘ মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের স্টিয়ারিং কমিটি সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- Mid Term Budgetary Framework/Road Map.
- ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

- বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় বিষয়ক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে এইচএনপি সেক্টরের রিফর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বিশেষ প্রকল্প/উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
- NEC এর ECNEC সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় (প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয়, SPEC সভা) যোগদান ও মতামত প্রদান;
- সেক্টর ওয়াইড ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের লাইন ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএ'র সঙ্গে সম্পাদিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট (ডিসিএ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে HPNSDP'র Annual Programme Review (APR) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- Program Management and Monitoring Unit (PMMU) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলী ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মত ও যথাসময়ে নিষ্পন্ন নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১০-১১ ও ২০১১-১২

অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থ বছরঃ ২০১০-১১	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(ক) অনুন্নয়ন বাজেট	৪,৯০,১১,৩৬১	৪,৭৫,৩৪,১২৭
(খ) উন্নয়ন বাজেট	২,৭৩,৫৫,২০০	২,৫৫,০৫,২৯২
অর্থ বছরঃ ২০১১-১২	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(ক) অনুন্নয়ন বাজেট	৫,১৩,৩৪,৩০০	৪,০০,৬১,২৮৮
(খ) উন্নয়ন বাজেট	৩,০৩,৫৫,৫০০	২,৭৩,১৯,৯৫০

(ক) উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (অনুন্নয়ন)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	**২০১০-১১**		**২০১১-১২**	
	বরাদ্দ	**ব্যয়**	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(১) নির্মাণ (৭০০০)	৪,৫০,০০০	৮০,২৬৩	৪,২৫৭	৫,৩৫৬
(২) রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত (৪৯০০)	২২,৫৪,৭৪৯	১৯,৭৮,৭১৭	২০,৪০,৬৯০	১৪,১১,৫৮৮
(৩) যন্ত্রপাতি (৬৮০০)	১৪,৬৮,৩৩৪	১৪,৬৬,৬৬৮	১৪,০২,৫৫০	১৯,০৩,৮৬৬
(৪) বেতন ভাতাদি				
(ক) অফিসারের বেতন (৪৫০০)	৩৫,৩৬,২৫০	৪১,৩৬,৩১০	৪৩,৪৮,৮০২	৪২,৩৩,৭২৭
(খ) কর্মচারী (৪৬০১)	১,২৮,৮৫,০৭৩	১,২৬,১৬,৩৫৩	১,৩৩,১২,৩০৭	১,২৮,২১,২৩৮
(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	১,২১,৮১,১৩০	১,১৭,৯৩,১১১	১,২৭,৭৮,০৩০	১,২৩,৬৩,২৩৯
মোট বেতন ও ভাতাদি	২,৮৬,০২,৪৫৩	২,৮৫,৪৫,৭৭৪	৩,০৪,৩৯,১৩৯	২,৯৪,১৮,২০৪
অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়- ৪৮০০	৯২,৪৫,৮৫৯	৭৭,২৫,৫১৫	১,০২,০২,৪৬৯	৮৮,৫৫,৯৬৩

(খ) উল্লেখযোগ্য খাতভিত্তিক বরাদ্দ (উন্নয়ন) (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

খাত	**২০১০-১১**		**২০১১-১২**	
	বরাদ্দ	**ব্যয়**	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
(১) নির্মাণ (৭০০০)	৩৯,৩৫,২০৯	২২,০৬,৯০৫	৪১,৬৪,২৪২	২৩,৬৫,৫৯৪
(২) রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত (৪৯০০)	২,২০,৫৫৪	১,৩৮,৪৬৪	২,৩৩,৩৯১	১,৪৬,৫১৬
(৩) যন্ত্রপাতি (৬৮০০)	৪৭,৫৬,১৪৫		৫০,৩২,৯৫৮	৩৭,১৫,০২৩
(৪) বেতন ভাতাদি				
(ক) অফিসারের বেতন (৪৫০০)	৬২,৩৩৩	৫০,৯০৭	৬৫,৯৬১	৫৩,৮৬৯
(খ) কর্মচারী (৪৬০০)	৬,৬২,২৯০	৫,৭২,৩৫১	৭,০০,৮৩৬	৬,০৫,৬৬৫
(গ) ভাতাদি (৪৭০০)	৬,৫৫,১৭৯	৩,২৮,৪৮৭	৬,৯৩,৩১২	৪,৫৩,৪০৪
মোট বেতন ও ভাতাদি	১৩,৭৯,৮৪২	৯,৫১,৭৪৫	১৪,৬০,১০৯	১১,১২,৯৩৮
অন্যান্য পরিচালনা ব্যয়- ৪৮০০	১,৭২,৩১,৬৯৬	১,০৯,৫৪,১৮৯	১,৮২,৩৪,৬০০	১,১৫,৯২,৩১৭

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অনুবিভাগ ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদনঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৮ (আট) টি অনুবিভাগের গত ২ (দুই) অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নরূপঃ

১. শৃঙ্খলা অনুবিভাগঃ

- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, এইচইডি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, নিমিউ, টেমো, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সেবা পরিদপ্তর-এ কর্মরত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত এবং ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম ;
- ❖ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যাবলী ;
- ❖ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, টাইমস্কেল প্রদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর নিমিত্ত শৃংখলামূলক মামলার ছাড়পত্র প্রদান ;
- ❖ বিবিধ তদন্ত অনুষ্ঠান ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে শেষ করার জন্য এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) পুরাতন বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে পিএসসির সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে পিএসসির মতামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাছাড়া সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনামতে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করায় বহুপুরনো অনেক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে।

(২) চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আকস্মিক পরিদর্শনের ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিগত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ বছরে শৃংখলা অনুবিভাগ হতে গৃহীত কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

সাল	শাখার নাম	পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলা			মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
					চাকুরিচ্যুতি	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	
২০১০-২০১১	শৃংখলা-১	২৫৬	১৫৫	৪১১	৮৯	৩২	৭০	১৯১
	শৃংখলা-২	৬৪	১৪	৭৮	২৬	০৮	০৮	৪২
মোট		**৩২০**	**১৬৯**	**৪৮৯**	**১১৫**	**৪০**	**৭৮**	**২৩৩**
২০১১-২০১২	শৃংখলা-১	২২৮	১৪৬	৩৭৪	৫৬	৫৭	৬৪	১৭৭
	শৃংখলা-২	২৪	০২	২৬	০৯	০৯	০২	২০
মোট		**২৫২**	**১৪৮**	**৪০০**	**৬৫**	**৬৬**	**৬৬**	**১৯৭**

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

১. অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;

২. বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি এবং দ্রুত বিভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রদান;

৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

আইন অধিশাখার কার্যাবলী

* সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপীল বিভাগের রিট পিটিশন, লীভ-টু আপীল, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়াদির কার্যক্রম;
* প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর , ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিপোর্ট; ফার্মেসি কাউন্সিল, সেবা পরিদপ্তর, ইত্যাদির মামলা ও আইন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* শাখা, দপ্তর, সংস্থার প্রয়োজনে আইনানুগ মতামত প্রদান;
* উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিভিন্ন তদন্ত এবং অন্যান্য কার্যাবলী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চলমান মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরুপঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	রিট পিটিশনের সংখ্যা			কনটেম্পট পিটিশনের সংখ্যা	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/ আপীল ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা	দেওয়ানি মামলার সংখ্যা
		পুঞ্জীভূত	২০১১-২০১২ সালে দায়ের কৃত	মোট			
১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৭৩১	৬৫	৭৯৬	০৩টি	১৭৬+২৮= ২০৪টি	১২৬টি
২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২২	১৮	৪০টি	০১টি	৩২টি	-
৩	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	০৭টি	০২	০৯টি	০০	০০	-
৪	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৫	০৪	০৯টি	০০	০০	-
৫	সেবা পরিদপ্তর	০৪	০০	০৪টি	০০	০২টি	-
৬	নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা	০২	০০	০২টি	০০	০০	-
৭	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	০১	০১	০২টি	০০	০০	-
৮	ঢাকা শিশু হাসপাতাল	১০	০৬	১৬টি	০০	০০	-
৯	ফার্মেসি কাউন্সিল	০৫	০১	০৬টি	০০	০০	-
১০	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	০২	০৩	০৫টি	০০	০০	-
১১	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	০২	০০	০২ টি	০০	০০	-
১২	নিমিউ	০২	০০	০২টি	০০	০০	-
১৩	বিএসএমএম ইউ	৭৩	০৬	৭৯টি	০০	০০	-
সর্বমোট				৯৩২টি	০৪টি	২৩৮টি	১২৬টি

আইন অধিশাখার ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

১। অত্র মন্ত্রণালয়ে একটি আইন সেল গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২। চলমান মামলাসমূহের উপর একটি ডাটাবেজ তৈরি, যা প্রক্রিয়াধীন।

৩। অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। বিভিন্ন বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলার বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. প্রশাসন অনুবিভাগঃ

প্রশাসন-১ শাখাঃ

২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের জন্য সৃজনকৃত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৮ টি নতুন পদের মধ্যে সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ৩৬টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদের মধ্যে দুই ক্যাটাগরির ০৮(আট) টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট যাচাইপূর্বক তাঁদের চাকুরিতে পুনঃবহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী এ শাখা হতে সম্পাদিত হচ্ছে। সচিবালয় ক্লিনিক অটোমেশন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের ১৫ টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৪ টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। জিএনএসপি ইউনিটের উন্নয়নখাতভুক্ত পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আইন সেল প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরিয়ান পদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের নিয়োগবিধি প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তাছাড়াও প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, বাৎসরিক গোপনীয় অনুবেদন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন ও সামঞ্জস্যকরণ এবং সচিবালয়ের প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃঙ্খলা, অনিয়মিত নিয়োগ ও অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ এবং মামলার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, প্রেষণ, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

(১) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে অত্র শাখার ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ এর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(২) Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় তিনটি প্রস্তাব পিপিপি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন এলাকার সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হবে। ভবিষ্যতে PPP এর মাধ্যমে আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(৩) এ শাখা হতে একটি Training Policy প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়া Training Policy প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশাসন-২ শাখাঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রশাসন-২ শাখা হতে সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

- টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) কর্তৃক ০+২০০ লাইনের ডিজিটাল ইন্টারকম এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সকল এ.ও/পিওদের ইন্টারকম সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১০টি ডেস্কটপ ও ৫টি ল্যাপটপ ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের ফটোকপি সেলে ব্যবহারের জন্য দুইটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ৭৮,০৮,৯৭০/- টাকার স্টেশনারি ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করে বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে ।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রশাসন-২ শাখা হতে সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

- মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য একটি ফটোকপি মেশিন ক্রয়/ সংযোজন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য দুইটি স্ক্যানার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের পার-৪ শাখায় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- ৬৬,৬৮,৯৮০.৭০ টাকার স্টেশনারি ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করে বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রশাসন ৩ ও ৪ অধিশাখা বর্তমানে যথাক্রমে বাজেট ও অডিট অধিশাখা নামে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশাসন-৫ অধিশাখাঃ

৯ম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন হতে চলমান ১৩ম অধিবেশন পর্যন্ত বিধি-৪৪ অনুসারে ৬৬৮টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাব (সম্পূরক প্রশ্নসহ) এবং ১৯৭টি লিখিত প্রশ্ন (৪৫ বিধি অনুযায়ী) সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য ৮টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৭১ বিধি অনুযায়ী ৭টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের ব্রীফ এবং ৭১ (ক) উপ বিধি অনুযায়ী ৬২টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৬২ (বিধি) অনুযায়ী ৬টি মুলতবী প্রস্তাবের জবাব প্রস্তুত সহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৩১ বিধি অনুযায়ী ১২টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির 1৭টি বৈঠকের এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটির ৪টি সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করে সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।
এছাড়াও এ অধিশাখা হতে নিম্নোক্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকেঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে প্রেরণ।
২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ।
৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ।
৪। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।
৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা সভায় যোগদান।
৮। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার কার্যপত্র, কার্য বিবরণী প্রস্তুত করণসহ সভার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা।
৯। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের টেলিফোন বরাদ্দ, ফ্যাক্স, ইন্টারকম, ইন্টারনেট ইত্যাদির মঞ্জুরি প্রদান।
১০। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।
১১। মাননীয় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ভাষণের ড্রাফট প্রস্তুত করে প্রেরণ।
১২। আন্তঃদপ্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ অনলাইনে সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ পেপারলেস সভার ব্যবস্থা চালু করা।

পার-১ অধিশাখাঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-৫ শাখার এপ্রিল ০৬/২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক Bangladesh Service Recruitment Rules, 1981 বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সংশোধন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সহকারী, সহযোগী ও অধ্যাপক পদে চিকিৎসকদের বদলি, পদায়ন ও চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একাডেমিক চিকিৎসকদের স্বেচ্ছায় অবসর, পিআরএল, ইস্তফা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি ও পিএসসিতে অধিযাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পার-১ অধিশাখা হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, ২০১১ জুলাই হতে ২০১২ এর জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ/ ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ৭১০ জন ও সহযোগী অধ্যাপক পদে ১৭৬ জন কর্মকর্তাকে পার-১ অধিশাখা হতে পদোন্নতি দেয়া হয়। আরো উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপকের পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট বিষয়সমূহের অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকদের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-২ অধিশাখা কর্তৃক বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/ স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ডিপিসির মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড), সহকারী পরিচালক/সিভিল সার্জন/সমমান পদে পদোন্নতি, উপ-পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি প্রদান ছাড়াও কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

পার-২ অধিশাখার সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

০১। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার এর স্বল্পতা থাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে উক্ত সমস্যা সমাধানে আগামীতে অনুষ্ঠেয় ৩১, ৩২ ও ৩৩ বিসিএস এর মাধ্যমে ৭৩০৩ (সাত হাজার তিনশত তিন) জন সহকারী সার্জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন নিয়োগের জন্য পিএসসি-তে নিম্নবর্ণিত রিকুইজিশন প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বিসিএস	সহকারী সার্জন	সহকারী ডেন্টাল সার্জন	মোট
১.	৩১ তম	৩৫০০	৫৫	৩৫৫৫
২.	৩২ তম	৩৯৫	-	৩৯৫
৩.	৩৩ তম	৩২৩৫	১১৮	৩৩৫৩
সর্বমোট				৭৩০৩

০২। স্বাস্থ্য ক্যাডার নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সহকারী অধ্যাপক ও জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে (সিনিয়র স্কেল পদ) পদোন্নতির জন্য পোষ্ট গ্রাজুয়েশন/ডিপ্লোমা অর্জন বাধ্যতামূলক। অন্য কোন ক্যাডারে সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতির জন্য উচ্চতর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের প্রয়োজন হয় না। ফলে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকাতাগণ যারা সহকারী অধ্যাপক এবং জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভে আগ্রহী তাঁদের পদোন্নতির জন্য উচ্চতর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের পরও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অসম শর্তের শিকার হচ্ছেন। কেননা, বর্ণিত দুটি পদে পদোন্নতির জন্য দুই ধরনের শর্ত পূরণ করতে হচ্ছে অপরদিকে অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের শুধু সিনিয়র স্কেল পাশ করলেই পদোন্নতি পাচ্ছেন।

উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ক্যাডারে যারা সাধারণ প্রশাসনিক পদে থাকবেন (যাদের পোষ্ট গ্রাজুয়েশন/ডিপ্লোমা ডিগ্রীর দরকার নেই) তাদের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার বিধান রেখে জুনিয়র কনসালট্যান্ট ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়র স্কেল পাশের বিধান রহিত করার জন্য Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিধান সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উক্ত বিধিমালা সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ৪১৩৩ জন ডাক্তার বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

০৫। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার মেডিকেল) কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে । যার এস,আর,ও নং-৪৫-আইন/২০১০।

এক নজরে এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পার-২ অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত চাকুরি স্থায়ীকরণ/পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মকান্ডঃ

(ক) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	সংখ্যা
১	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	১৩৮২
২	ডিপিসির মাধ্যমে সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি	৯৭৩
৩	ডিপিসির মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	১০৪
৪	এডহক ভিত্তিক সহকারী সার্জন নিয়োগ	৫৮২
৫	২৯ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ	২১২

(খ) ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	সংখ্যা
১	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	৯৩৬
২	ডিপিসির মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড (৭ম)	১৩২৪
৩	ডিপিসির মাধ্যমে সিলেকশন গ্রেড (৫ম)	৫০৮
৪	ডিপিসির মাধ্যমে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	১৪৪
৫	ডিপিসির মাধ্যমে উপ-পরিচালক/সমমান পদে পদোন্নতি	৩২
৬	৩০ তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ	৫৬১

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূবর্ক তা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সময় সময় বিধিসমূহ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান, ইত্যাদি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন।

<u>পার-৩ অধিশাখাঃ</u>

পার-৩ শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

সিনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	পদোন্নতির ধরণ	মন্তব্য
১	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী)	৬	০	১৯	১৯	৪৪	নিয়মিত	২০০৮-০৯, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে সিনিয়র কনসালট্যান্টের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে সর্বমোট ১৮৫ জনকে।
২	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি)	০	০	১৬	৩৭	৫৩	নিয়মিত	
৩	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী)	০	০	১০		১০	নিয়মিত	
৪	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু)	০	০	১৪		১৪	নিয়মিত	
৫	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী)	২	০	১৩		১৫	নিয়মিত	
৬	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু)	০	০	১২		১২	নিয়মিত	
৭	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)	৫	০	১৯		২৪	নিয়মিত	
৮	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি)	২	০	১০		১২	নিয়মিত	
৯	সিনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী)	১	০	০		১	নিয়মিত	
	সর্বমোট	১৬		১১৩	৫৬	১৮৫		

পার-৩ শাখা হতে গৃহিত কার্যক্রমের তথ্যাদি
জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বিষয় ভিত্তিক পদোন্নতি)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের সংখ্যা	পদোন্নতির ধরণ	মন্তব্য
১	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)	০	০	০	১২	১২	নিয়মিত	জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে নিয়মিত পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে ৪৬৪ জনকে।
২	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী)	০	০	০	৮	৮	নিয়মিত	
৩	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (ইএনটি)	০	০	০	৩১	৩১	নিয়মিত	
৪	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (শিশু)	০	০	০	১০৬	১০৬	নিয়মিত	
৫	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি)	০	০	০	২৮	২৮	নিয়মিত	
৬	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চর্ম ও যৌন)	০	০	০	৩৮	৩৮	নিয়মিত	
৭	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (এ্যানেসঃ)	০	০	০	২৬	২৬	নিয়মিত	
৮	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থো-সার্জারী)	০	০	০	৭২	৭২	নিয়মিত	
৯	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজী)	০	০	০	৪৫	৪৫	নিয়মিত	
১০	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু)	০	০	০	৬৬	৬৬	নিয়মিত	
১১	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (বক্ষব্যাধি)	০	০	০	০	০	নিয়মিত	
১২	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজী)	০	০	০	১৪	১৪	নিয়মিত	
১৩	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজী)	০	০	০	৫	৫	নিয়মিত	
১৪	জুনিয়র কনসালট্যান্ট (ডেন্টাল)	০	০	১৩	০	১৩	নিয়মিত	
	সর্বমোট	০	০	১৩	৪৫১	৪৬৪		

পার-৩ শাখা হতে গৃহিত কার্যক্রমের তথ্যাদি (অন্যান্য)

ক্রমিক নং	পদের নাম	২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কার্য সম্পাদন	সর্বমোট	মন্তব্য
১	পিআরএল	৪১	৯৮	১৭৫	৫৭	৩৭১	
২	স্বেচ্ছায় অবসর	৭৬	৩৩	৪৯	২৪	১৮২	
৩	ইস্তফা	১৮	১২	১৬	১১	৫৭	
৪	দক্ষতাসীমা	২২৯	৩২৭	৯০	৫১	৬৯৭	
৫	শৃংখলামূলক কার্যক্রম	৮	১১	৩১৯	১৪৪	৪৮২	
৬	চাকুরি ধারাবাহিকতা ও অনিয়মিত সময়কাল নিয়মিতকরণ	৩১	৩৩	২২	৩	৮৯	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান। স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃংখলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা।

পার-৪ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনষ্টিটিউট, জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন ও পদ সংরক্ষণ এবং পদ স্থায়ীকরণের কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন চিকিৎসকসহ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের লিয়েন অনুমোদনের কার্যক্রম অত্র অধিশাখায় সম্পন্ন হয়।

কর্মবন্টন :

১. স্বাস্থ্য সার্ভিসের সাংগঠনিক ও পদ কাঠামো পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও স্থানান্তরসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
২. স্বাস্থ্য সার্ভিসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদসমূহ পূরণ ও কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
৩. চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সংযোগ ও সমন্বয়;
৪. পার অধিশাখার কার্যক্রম সমন্বয়;
৫. শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পার-৪ অধিশাখা বিগত ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে যে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করেছে তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হলঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজিত জনবলের বিবরণী (২০১০-২০১১)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সৃজিত জনবল		
		বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদ	অন্যান্য পদ	মোট সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ফেনী জেলা সদর হাসপাতালের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে পদ সৃজন	৪৩টি	৫২টি	৯৫টি
২	বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিকের জন্য পদ সৃজন	৫টি	৭টি	১২টি
৩	পঞ্চগড় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন		১টি	১টি
৪	স্বাপকম-এর অধীন দেশের সরকারি ১৩ (তের)টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গাইনি এন্ড অবস বিভাগে পদ সৃজন	১৪৯টি	--	১৪৯টি
৫	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য পদ সৃজন	৩৬টি	১৬টি	৫২টি
৬	স্বাপকম এর ১৪টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইন:অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি, নিটোর ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন: ও হাসপাতাল এর জন্য ইউরোলজি বিভাগে পদ সৃজন।	৫৮টি	--	৫৮টি
৭	১০০ শয্যা বিশিষ্ট কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের জন্য অস্থায়ীভাবে পদ সৃজন	২১টি	৮০টি	১০১টি
৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪(চার)টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল) স্বতন্ত্র রক্তরোগ (হেমাটোলজি) বিভাগের পদ সৃজন	৩২টি	২০টি	৫২টি
৯	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ডেন্টাল সার্জনদের জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক উচ্চতর পদ সৃজন	৪৮টি	--	৪৮টি
১০	স্বাপকম এর অধীন চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল ওন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস এর জন্য পদ সৃজন	৫৯টি	১৪৮টি	২০৭টি
১১	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর জন্য পদ সৃজন	১২৮টি	২৮৯টি	৪১৭টি
	মোট=	৫৭৯টি	৬১৩টি	১১৯২টি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজিত জনবলের বিবরণী (২০১১-২০১২)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সৃজিত জনবল		
		বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদ	অন্যান্য পদ	মোট সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
১	১৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নিটোর ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালে বার্ণ ও প্লাষ্টিক সার্জারী বিভাগে পদ সৃজন	৯৮ টি		৯৮ টি
২	১৪ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেডিওলজী ও ইমেজিং বিভাগে পদ সৃজন	১০৮ টি		১০৮ টি
৩	ঢাকায় ধামরাই এর কৃষ্ণনগর ও সাভার উপজেলার আমিনবাজারে ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পদ সৃজন	১২ টি	৩৬টি	৪৮ টি
৪	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে পদ সৃজন	৮৮ টি	৭৯ টি	১৬৭ টি
৫	যশোর মেডিকেল কলেজে পদ সৃজন	৮৮ টি	৭৯ টি	১৬৭ টি
৬	রংপুর বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়ে পদ সৃজন			
৭	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেডিওথেরাপী বিভাগে পদ সৃজন	২টি	১২ টি	১৪ টি
৮	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টাংগাইল জেলা হাসপাতালে পদ সৃজন	৮ টি	৪টি	১২ টি
৯	১০০ শয্যা বিশিষ্ট পঞ্চগড় জেলা সদর হাসপাতালে পদ সৃজন	_	৯ টি	৯ টি
১০	চাঁদপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পদ সৃজন	১ টি		১টি
১১	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর জন্য পদ সৃজন	--	১৫টি	১৫টি
	মোট=	**৪০৫টি**	**২৩৪টি**	**৬৩৯টি**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজন করা হলে জনগণ সহজে চিকিৎসা সুবিধা পাবে।

পার-৫ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-৫ শাখা মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সম্প্রতি এই শাখার কার্যক্রমের তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম। পার-৫ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহিঃ

বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ প্রায়শঃই আয়োজিত হয় যাতে অংশ নিয়ে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

(ক) **২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অর্জিত ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	শ্রান্তিবিনোদন ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি
১৫৫৬	১৫৫৬	৯৩	৯৩	৪০৬	৪০৬	১৪	১৪

(খ)) **২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ**

বহিঃ বাংলাদেশ সেমিনার ও ব্যক্তিগত আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি	অর্জিত ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	শ্রান্তিবিনোদন ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি	বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটির আবেদন	নিষ্পত্তি
১৪৬৫	১৪৬৫	৬২	৬২	৩৬৬	৩৬৬	৯	৯

(গ) অনলাইনে চিকিৎসকদের ছুটি প্রদান কার্যক্রমঃ শাখা হতে অনলাইনে চিকিৎসকদের ছুটি প্রদান বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল চিকিৎসকদের আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১ আগস্ট ২০১২ থেকে ঢাকা মহানগরীর সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের ছুটির আবেদন অনলাইনে নিষ্পন্ন করার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের মাধ্যমে সেবা আরো সহজীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনিক অনুবিভাগের অধীন একটি ইউনিট। মানব সম্পদ বিষয়টি সর্বজনীন ও ব্যাপক। বস্তুতঃ Human Capital এর উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টরের জনবল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সহায়তার জন্য ১৯৯৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুবিভাগের অধীনে একটি ইউনিট হিসাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের যাত্রা শুরু হয়। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশল পত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্ম কৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে । বর্তমানে এই ইউনিট ২০১১-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSDP'র অধীনে গৃহীত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর চলমান কর্মসূচিঃ

- Job Analysis of Upazila Level Health Workforce to rationalize the work load and developing effective referral linkages
- National Health workforce survey and development of database on HR workforce with updating mechanism
- Updating the TO&E of offices under MOHFW & developing database
- Assessment of Health workforce training programs & suggesting accreditation mechanism.
- Development and implementation of a HRM Information System.
- দেশের সকল জেলা উপজেলার ডাক্তারগণের উপস্থিতি মনিটরিং করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন মেডিকেল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮৫' হালনাগাদকরন।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন।
- মেডিকেল ফিজিসিষ্টদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- ইউনানি আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ইনষ্টিটিউট এর জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতিমালা।
- Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) এর সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজনসহ এ সংশ্লিষ্ট কার্যসূচি বাস্তবায়ন।
- HRD Data Sheet প্রকাশনা।
- স্বাস্থ্যখাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ডিজিটাল নথি/অফিস ব্যবস্থাপনা সরকারি চাকুরির বিধানাবলী, Computer Training, English Proficiency ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

বাজেট (২০১১-২০১৬)

Estimated Cost (According to Financing Pattern):

(Taka in Lakh)

Source	Financing Pattern	2011-12	2012-13	2013-14	2014-16	Total	Source of fund
GOB	GOB Taka	220.00	230.00	250.00	575.00	1,275.00	Pool, CIDA, JICA, WHO, AusAID, EU, DFID, USAID
PA	RPA	490.00	1,007.00	1,655.00	1,483.00	4,635.00	
	DPA	900.00	1,837.00	2,200.00	3,900.00	8,837.00	
	Total PA=	**1,390.00**	**2,844.00**	**3,855.00**	**5,383.00**	**13472.00**	
Grand Total=		1,610.00	3,074.00	4,105.00	5,958.00	14747.00	

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অর্গানোগ্রাম

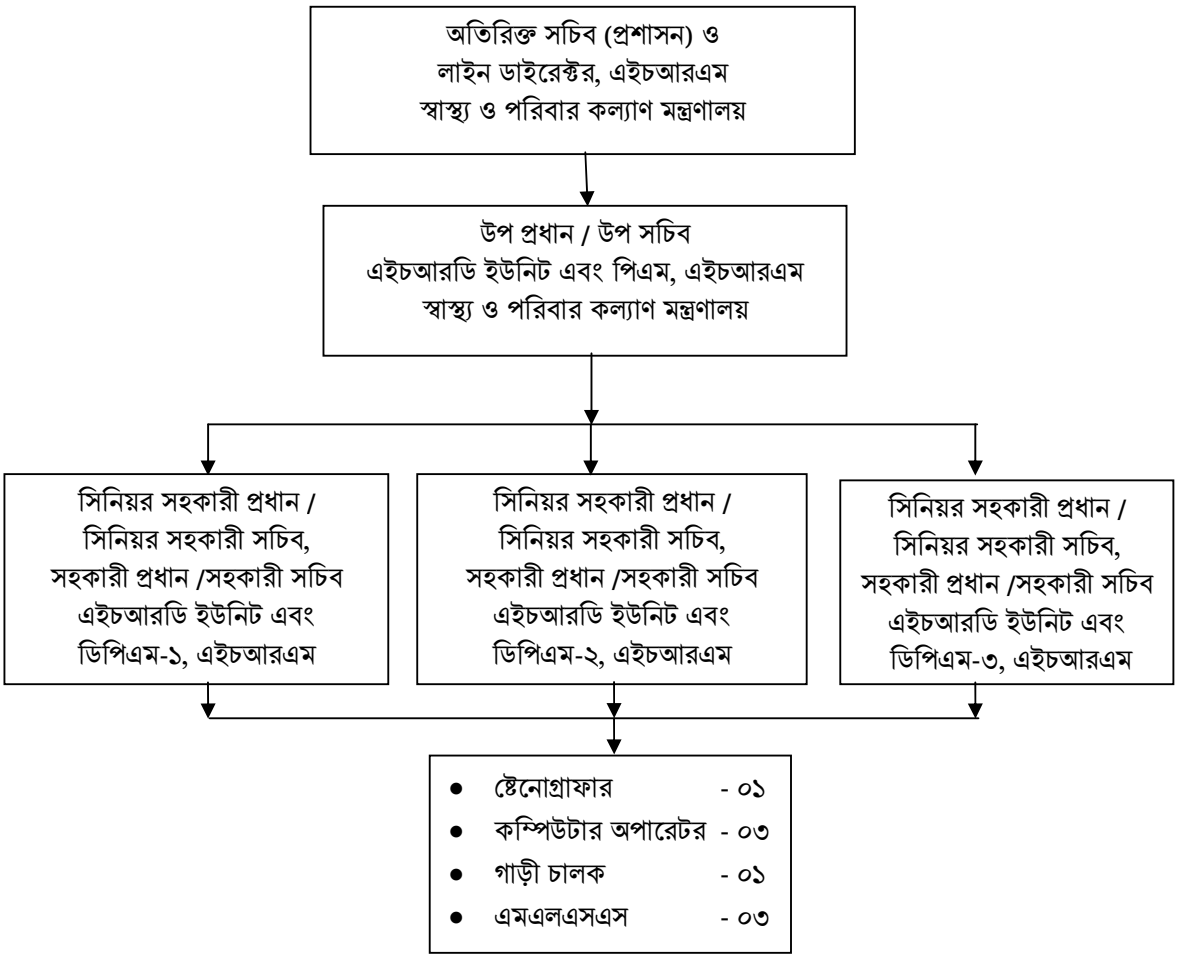

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১। দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত স্বাস্থ্য জনশক্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

২। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত মিডওয়াইফস তৈরি করা।

৩। ডিজিটাল নথি / অফিস ব্যবস্থাপনা চালু করা।

৪। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

লাইব্রেরি শাখাঃ

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে যথাক্রমে ১০৮ ও ১০৯টি করে বই ক্রয় করা হয়েছে। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন কানুন, প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। বইসমূহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে অফিস কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ম মাফিক আদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এসি সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজ তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

কম্পিউটার সেলঃ

এ মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার সেলের দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রণালয়ের ল্যান সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণে উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পিএমআইএস ডাটাবেজের রির্পোট প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ, তদারকি এবং সম্ভাব্য ত্রুটি দূরীকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, ডাটাবেজ তৈরি ও রিপোর্ট প্রদান, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন এবং কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ;
- কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কম্পিউটার শাখার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ;
- কম্পিউটার ও প্রিন্টার ইনস্টলেশন, রিবন ও কার্টিজের সংযোগ, প্রিন্টার কেবল এবং কম্পিউটার ও প্রিন্টার সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম;

৩. পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ:

কার্যপরিধিঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাংগঠনিক ও চাকুরি কাঠামো পর্যালোচনা এবং কার্যোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধি সংশোধন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়নসহ কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা (Career Planning) বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ও চাকুরি বিধান সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যাবলী;

- পরিবার কল্যাণ খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসূচি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শুল্ক/ফি/ফ্রেইট/রেয়াতের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগে সমন্বয় সাধন;
- ইউএনএফপিএ ও পিপিডি সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলীর সংগে সমন্বয় সাধন;
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন (বিএভিএস) এর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট), মোহাম্মদপুর জন উর্বরতা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারপার্ট) এর প্রশাসনিক কার্যাবলীসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চতকরণ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, বেতন নির্ধারণ, পদবী পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, শৃঙ্খলা,অনিয়মিত নিয়োগ,পদোন্নতি,অবসর গ্রহণ এবং অভিযোগসহ রেফার্ড কেইসসমূহ;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রেষণ, চুক্তিভিক্তিক নিয়োগ, লিয়েন ও বহিঃবাংলাদেশ ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলী ;

কর্মসম্পাদনঃ

- ২০১০-১১ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ৮০৫০ জন কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ইতোমধ্যে এগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ৪২৯৪ জন কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকায় কর্মচারী নিয়োগের নিমিত্ত ১৯ জনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- জনসংখ্যা নীতি-২০১২ অনুমোদনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

৪. জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

জনস্বাস্থ্য-১ শাখাঃ

কর্মসম্পাদনঃ

১। বর্তমান সরকারের সময়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে উক্ত পরিদপ্তরের বিদ্যমান ২২০টি পদের অতিরিক্ত প্রস্তাবিত বিভিন্ন ক্যাটাগরী ৫২৫টি পদের বিপরীতে ১৫০টি পদ সৃজনসহ উক্ত পরিদপ্তর-কে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ১৫ জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ককে সহকারী পরিচালক পদে, ২ জন সহকারী পরিচালক-কে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৩(তিন) জন উপ-পরিচালককে পরিচালক পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫(পাঁচ) জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৫(পাঁচ) জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়ার পর ২(দুই) জন ঔষধ তত্ত্বধায়ককে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৮ জন ঔষধ তত্ত্বধায়ক ও ৪ জন ঔষধ পরিদর্শককে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৬ জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক ও ৪ জন ঔষধ পরিদর্শক যোগদান করেছেন।

২। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ বিধির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সম্মতির পর ভেটিং প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিদ্যমান ২২০টি পদের অতিরিক্ত ১৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত পদসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। সরকার দেশের উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ঔষধের মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ভবনে অবস্থিত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করেছে। তৎসংগে উক্ত ল্যাবরেটরীতে ভ্যাকসিনসহ সকল প্রকার ঔষধ পরীক্ষা করা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরীতে উন্নীত করার জন্য সর্বমোট ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীর মেরামত ও নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়মমাফিক নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং মেরামত ও নির্মাণ কাজ বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া উক্ত ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতার প্রেক্ষিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হতে ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। সরকারি হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। প্রতি ৩ বৎসর পর পর বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে গঠিত বোর্ডের মেয়াদ ৩(তিন) বৎসর শেষ হওয়ায় নতুন করে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটি-৩ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভেজাল এবং মানসম্মত নয় এরুপ ৬২টি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঔষধ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৮-১২-২০১১ তারিখের ২৫৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটি-৩ কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসৃত অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কারখানা পুনঃপরিদর্শন ও পুনঃ মূল্যায়ন করতঃ বিধি-বিধান অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৮। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট মামলা নম্বর ৯১০৫/২০১০ এর নির্দেশনার আলোকে ভেজাল ঔষধ বা মেডিকেল প্রিপারেশন বন্ধ করার বিষয়ে মনিটরিং গাইডলাইন তৈরি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মনিটরিং গাইড তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৯। ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কলেজসমূহের শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিওভূক্তি ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য-২ শাখাঃ

১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের জন্মের পর থেকে ৯ মাস বয়সের ৭টি রোগের যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া , হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, পোলিওমাইলাইটিস ও হামের টিকা প্রদান এবং শিশুদের ৯ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকার সাথে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর বিষয়ে সকল প্রকার নীতিনির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

২। পোলিও ও রাতকানা রোগ নির্মূলকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর মাধ্যমে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে পোলিও টিকা, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনিক কার্যাবলী।

৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/আইপিএইচএন/এনএনএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা, যোগযোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বার্তা জনসাধারণের অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)'র জন্য Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI)'র অর্থায়ন সংক্রান্ত আবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ এবং উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৫। জাতীয় পুষ্টিনীতি এবং জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইপিএইচএন/জাতীয় পুষ্টি পরিষদ/এনএনএস এর মাধ্যমে সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলীর সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান করা।

জনস্বাস্থ্য-৩ শাখা :

১। বর্তমান সরকারের সময়ে কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর তফসিল-১ Allocation of Business Among the Different Ministries and Division এর ৯(সি) ও (এফ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিধায় The Bangladesh Pure Food (Amendment) Act, 2005 সংশোধনের নিমিত্ত National Food Safety Advisory Council এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর স্থলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদে সার-সংক্ষেপ প্রেরণসহ আইন সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

২। বর্তমান সরকারের সময়ে The Breast Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 এর কতিপয় ধারা ও উপধারা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন ও সংশোধনের লক্ষ্যে ২৪.০৭.২০১১ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের নিয়ে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক The Breast Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 বাতিল করে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য (বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১২ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়ার উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। নিরাপদ রক্তপরিসঞ্চালন আইন-২০০২ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, বাংলাদেশে রক্তপরিসঞ্চালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে সর্বোপরি স্বাস্থ্য ব্যবস্হার মান উন্নয়নের জন্য Draft National Blood Policy টি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উক্ত National Blood Policy টি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের নির্দেশনা দেন এবং সে মোতাবেক National Blood Policy টি বাংলা ভাষায় প্রণয়নের কাজ চলছে।

৪। বর্তমান সরকারের সময়ে Cryobanks International India Private Limited কর্তৃক প্রস্তাবিত "Stem Cell Banking and Treatment Facility" বাংলাদেশে চালুকরণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখা :

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রায় ৭৮০ (সাত শত আশি) জন কর্মকর্তাদের বৈদিশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ স্বাস্থ্য সেক্টরের জনশক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা। এছাড়া বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানে যে সকল বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে তা প্রার্থী মনোনয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

(১) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ০৭ এপ্রিল ২০১১ ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ২৮ এপ্রিল ২০১১ ''নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ৩১ মে ২০১১ ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- ২৫-২৯ জুলাই/১১ অটিজম সম্মেলন এর সমন্বয় করা হয়েছে।
- Dr. Margaret Chan, DG, WHO এর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সাধন করা হয়েছে।
- ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' এর বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য ৩১ মে ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

- ❖ ১৯/৯/২০১০ তারিখে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ❖ ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ❖ গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

(২) ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- o ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ GAVI Alliance Board Meeting এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় সকল কার্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করা।
- o ০৭ এপ্রিল ২০১২ ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ২৮ এপ্রিল ২০১২ ''নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ৩১ মে ২০১২ ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' পালন করা হয়েছে।
- o ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' এর বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য ৩১ মে ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ড. আতিউর রহমান-কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ''বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস'' এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।
- o এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত।
- o ''ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'' সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- o গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।
- o ১৮-১৯ জুন ২০১২ ঢাকায় সকল জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১২ জারির কার্যক্রম চূড়ান্তকরণ।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে ও অনুদানে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আধুনিক দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ এর কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় মোট ৪টি অধিশাখা রয়েছে। এগুলি হল : প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখা। এই অনুবিভাগের আওতায় বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হল :

১। <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখা কর্তৃক ২০১০ হতে ২০১২ সময়কালে সম্পাদিত কার্যক্রম:</u>

প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, ২, ৩ শাখা/অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ, চাকুরি নিয়মিত করণ এবং প্রকল্পে নিয়োজিত চিকিৎসকদের প্রেষণ/শিক্ষাছুটি দেয়া হয়ে থাকে। ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এই ৩টি শাখা/অধিশাখার আওতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হল :

ক. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে HNPSP এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গৃহীত স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩৭টি কর্মসূচির অর্থছাড় করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত ১৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

খ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে HPNSDP এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম : সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ৪,৫,৬ এবং ১ ও ৮ এর অংশবিশেষ অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৫ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মেয়াদ ২০১৬ পর্যন্ত। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি। যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি এই তিনটি সাবসেক্টর সমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুষম এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবাসমূহকে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে দেয়া হবে।

এই উন্নয়ন কর্মসূচি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মসূচির বৈদেশিক অর্থায়নের মূল উৎস হল বিশ্বব্যাংক এর ঋণ এবং অংগীকার, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী যথা ইসি, ডিএফআইডি, জাইকা, সহ আরো বেশকিছু দেশ ও সংস্থার অনুদান। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি কর্মসূচির অর্থছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া এই অর্থবছরে ২০টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থছাড় করা হয়েছে।

গ. সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-২০১১ অর্থবছরে অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর নাই।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৬টি পদ অস্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ঘ. সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-২০১১ অর্থবছরে স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তর নাই।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১২টি পদ এবং এনআইসিভিডি শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৬১ টি পদ মোট ৭৭৩টি পদ স্থায়ী রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ঙ. চাকুরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য :

২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫৭টি এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫৭টি মোট ১১৪টি বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদে পদধারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে।

চ. চিকিৎসকের প্রেষণ শিক্ষা ছুটি সংক্রান্ত তথ্য : ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২০ জন বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত চিকিৎসককে প্রেষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে কোন প্রেষণ প্রদান করা হয়নি ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

এইচএনপিএসপি এর মেয়াদ জুন, ২০১১তে শেষ হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)" গ্রহণ করেছে যার মেয়াদ ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত। ২০১১-১৬ সালে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের বিপরীতে অর্থ ছাড়সহ সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়া চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ অন্যান্য কার্যাবলী এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহও নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

২। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট হতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম:

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট স্থাপনঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুণর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্যসম্পাদনের জন্য প্রকল্প অর্থকোষ সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের পুণর্ভরণ ও অডিট সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জুলাই'২০০৩ থেকে HNPSP ও HPNSDP কর্মসূচির বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থাপনা অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিটি ইউনিট (FMAU) করে আসছে।

এফএমএইউএর কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে হলো নিম্নরূপঃ-

১) আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
২) হিসাব ও নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৩) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন;
৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের দক্ষতা, সক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা;
৫) উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

ক. HNPSP ও HPNSDP কর্মসূচির আরপিএ (জিওবি) মাধ্যমে অর্থ পুণর্ভরণ:

HNPSP কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ৩৮টি অপারেশনাল প্ল্যানের জন্য ৩৮ জন লাইন ডাইরেক্টর ছিল। ৩৮টি অপারেশনাল প্ল্যান থেকে কোয়ার্টার ভিত্তিক FMRs/SoE সংগ্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় ভাবে FMRs প্রস্তুত করে পুণর্ভরণ দাবী বিশ্ব ব্যাংকে দাখিল করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪টি কোয়ার্টারে ৪০৫২-বিডি ঋণচুক্তির বিপরীতে RPA (GOB) খাতে খরচকৃত সর্বমোট ৭৫২,১৮,৩৬,০০০/- (সাতশত বায়ান্ন কোটি আঠার লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা পুণর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়। একই ভাবে HPNSDP এর আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ০৪(চার) কোয়ার্টারে খরচকৃত ৭৫৮,৬০,৬৪,০০০.০০ (সাতশত আটান্ন কোটি ষাট লক্ষ চৌষট্রি হাজার) টাকা পুণর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ:

Improved Financial Management- MoHFW এর অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ২২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১৭ জন কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ. অডিট:

1. বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে HPNSDP ভুক্ত ৩২টি কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজের জন্য Out Source এর মাধ্যমে একটি অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
2. এ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের অডিট পার্সোনাল সমন্বয়ে গঠিত ৪টি কোর অডিট টিমের মাধ্যমে ৩৮টি লাইন ডাইরেক্টরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় শহর এবং বিভাগীয় শহরের আওতাধীন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ অফিস সমূহের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
3. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১০-২০১১ বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উপর গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ (পার্ট-এ) :-

আর্থিক বছর	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমান	অনিষ্পন্ন আপত্তির অবস্থা
২০১০-১১	১৬	২৫৮৪.৫৬ লক্ষ	২টি সম্পূর্ণ ১টি আংশিক	৭৪৭.১২ লক্ষ	অনিষ্পন্ন আপত্তির জড়িত টাকার পরিমাণ ১৮৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা । এ আপত্তির ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ফাপাড কার্যালয়ে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০১১-১২			বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এখনও নিরীক্ষিত হয়নি।		

৩। <u>অডিট অধিশাখার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন</u> :

২০১০-২০১১ অর্থবছর

(ক) বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) ২টি সভা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ৫৫(পঞ্চান্ন) টি অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত অডিট আপত্তির উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৬৭৯টি অডিট ছাড়পত্রের প্রস্তাবের উপরও কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(খ) বিগত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এমএসআর ক্রয়ে বড় ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছিল। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন কার্যালয়সমূহের ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষায় অনিয়মসূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিষয়ে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৪০টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়টি তদন্তের নিমিত্ত ৮ (আট)টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিসমূহ ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ে সরেজমিনে বিস্তারিত তদন্তকার্য সম্পাদনান্তে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থবছর

(ক) বিগত ২০১১-১২ অর্থ বছরে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএ) ৪টি, ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ৯৪ (চুরানব্বই) টি অগ্রিম অনুচ্ছেদভুক্ত অডিট আপত্তির উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৪৮ টি অডিট ছাড়পত্রের প্রস্তাবের উপরও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত অডিট কমিটি কর্তৃক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(খ) পিএ কমিটির অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫-৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৩৮টি সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কর্মকর্তাদের পেনশন/আনুতোষিক হতে ইতোমধ্যে ৫৯,৯৩,৯৫০/১৪(উনষাট লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা চৌদ্দ পয়সা) টাকা কর্তন/স্থগিত সাপেক্ষে অডিট ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিভিল সার্জন অফিস / কার্যালয়সমূহে আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আহ্বায়ক করে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য আদেশ জারি করা হবে।

৪। **বাজেট অধিশাখার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন :**

	কর্ম সম্পাদন
১.	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন।
২.	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ
৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ
৪.	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জন্য জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অংশ প্রস্তুতকরণ
৫.	বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
৬.	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান
৮.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী ও এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন
৯.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত ২২৯টি এবং জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩৩৫ টি পেনশন নিষ্পত্তিকরণ
১০.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৭১০টি গৃহ নির্মাণ, ২৫২টি গৃহ মেরামত, ৯৫২টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ৭৮টি কম্পিউটার অগ্রিম এবং ৬৯টি মটর গাড়ী অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরী প্রদান। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৩২৯টি গৃহ নির্মাণ, ৩৭২টি গৃহ মেরামত, ৮৫১টি মটর সাইকেল অগ্রিম, ১৭৩৮টি কম্পিউটার অগ্রিম এবং ৯৯টি মটর গাড়ী অগ্রিম বাবদ মঞ্জুরী

	প্রদান।
১১.	মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক সম্পাদন
১২.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) নিয়োগ
১৩.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ
১৪.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোডে পুনঃ উপযোজন
১৫.	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ ছাড়করণ
১৬.	মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত
১৭.	মৃত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত
১৮.	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত পত্র
১৯.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের অগ্রিম (জিপিএফ)ঋণ উত্তোলন
২০.	স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান বরাদ্দের কার্যক্রম
২১.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান
২২.	বিবিধ বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তি

৬. হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগঃ

এ অনুবিভাগে হাসপাতাল ১, ২, ৩, ৪ ও নার্সিং অধিশাখা রয়েছে।

হাসপাতাল-১ অধিশাখাঃ

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম
১।	দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা	দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে এবং দেশের বাইরে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টিম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
২।	আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবা	ডায়রিয়া, ডেংগু, এ্যাজমাসহ অন্যান্য রোগের বিষয়ে জনগণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৩।	২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এমএসআর সংক্রান্ত	এ বিষয়ে হাসপাতাল-২ অধিশাখা হতে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
৪।	ইডিসিএল হতে ঔষধ ক্রয়	দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইডিসিএল হতে ঔষধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।
৫।	মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমুহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৬।	বৈদেশিক অনুদান	বৈদেশিক অনুদান/বিনামূল্যে যন্ত্রপাতি আমদানির বিষয়ে অনুমতি প্রদান হয়ে থাকে।
৭।	বেসরকারি হাসপাতাল	বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্মিত হাসপাতাল পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

হাসপাতাল-২ অধিশাখাঃ

ক্রম	বিষয়বস্তু	কার্যক্রম
১	স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ প্রণয়ন সংক্রান্ত	মন্ত্রিসভা বৈঠকের ৩০/০৫/২০১১ তারিখের অনুমোদনের আলোকে "জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১" প্রকাশের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংযোজন করে নবম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনে ০৬/০৩/২০১২ তারিখে সংসদের বৈঠকে উপস্থাপনপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে।
২	ইউজার ফি বন্টন বিষয়ে নীতিমালা	সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা মান উন্নয়ন ও গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত ইউজার ফি বাবদ অর্থ নির্দিষ্ট হারে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত, কাঁচামাল/উপকরণ সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে সংরক্ষণ এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন ছিল। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলা নং ৯৫৮৭/২০১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
	ইউজার ফি হার নির্ধারণ সংক্রান্ত	ইউজার ফি আহরণ ও নির্ধারণ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৩/২০০৯ তারিখে অম/অবি/এনটিআর/সা-৩/কোঃ ২৭(১)৪/২০০২/০৭/১৪ ও ০৭/০৩/২০১০ তারিখ অম/অবিএনটিআর/স্বা/মঃ/ইউজার ফি/২০১০/১৩ সংখ্যক পত্রের সম্মতিক্রমে ইউজার ফি আহরণ ও নির্ধারণের পরিপত্র ০২/০৩/২০১০ তারিখে ১৫৫ সংখ্যক এবং ০৮/০৪/২০১০ তারিখের ২৪৭ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন মামলা নং ৯৫৮৭/২০১০ এর পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি হাসপাতালে আদায়কৃত ইউজার ফি ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন স্থগিত এবং রিট মামলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইউজার ফি পুনরায় বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে।
৩	বে-সরকারি চিকিৎসা সেবা আইন ২০০৪ প্রণয়ন সংক্রান্ত	বিভিন্ন দেশের বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশের সাথে তুলনাপূর্বক বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০০৪ সংশোধনক্রমে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা অধ্যাদেশ ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪	মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ এর আলোকে বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত	মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ যথযাথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে বর্তমানে উক্ত আইনের আলোকে যুগোপযোগী বিধিমালার খসড়া প্রণয়ণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৯/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার নিমিত্ত আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।
৫	বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১১ প্রণয়ন সংক্রান্ত	বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১১ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৬	বিগত ২০১০-১১ অর্থ-বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডে (৩-২৭০১-০০০১-৪৮৬৮-৬৮১৩ ও ৪৯১৬) প্রদত্ত অর্থ হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যয় সংক্রান্ত।	বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডের (পুনঃউপযোজন) মধ্যে ৪৮৬৮ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১৫০,৪৭,০০,০০০/- টাকা, ৬৮১৩ কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ১২১,০০,০০,০০০/-টাকা এবং ৪৯১৬ কোডে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ১৫,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩টি কোডে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ২৮৬,৪৭,০০,০০০/- টাকা । বরাদ্দকৃত এ অর্থ ১৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ডেন্টাল, হোমিও ও ইউনানি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল এবং ৬০টি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ৩টি কোডে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬০,৭৫,৪৬,৭৩৮.৯৭ টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার হচ্ছে ৯১.০২%।
৭	২০১১-১২ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডে (৩-২৭০১-০০০১-৪৮৬৮-৬৮১৩ ও ৪৯১৬) প্রদত্ত অর্থ হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান এবং ব্যয় সংক্রান্ত।	২০১১-১২ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৩টি কোডের (পুনঃউপযোজন) মধ্যে ৪৮৬৮ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১৬০,০০,০০,০০০/- টাকা, ৬৮১৩ কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ১২০,০০,০০,০০০/-টাকা এবং ৪৯১৬ কোডে যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ ১৬,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩টি কোডে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান ২৯৬,০০,০০,০০০/- টাকা । বরাদ্দকৃত এ অর্থ ১৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৩টি বিশেষায়িত

		হাসপাতাল, ডেন্টাল, হোমিও ও ইউনানি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল এবং ৬০টি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৮	হাসপাতাল পরিদর্শন সংক্রান্ত	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিদর্শনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাপ্ত অনুপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ হাসপাতাল পরিদর্শন রিপোর্টের ফরম্যাট ব্যবহার বান্ধব করা হবে যাতে সহজেই তথ্য কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করা যায়।

হাসপাতাল-৩ শাখাঃ

(ক) গত ০৯-০৪-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/৬-২/০৫(অংশ)/২৩১ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য ঢাকা শিশু হাসপাতাল-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে ;

(খ) গত ২৩-০৪-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/বিবিধ-০২/০৫/২৮২ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল-এর বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করা হয়েছে ;

(গ) গত ০১-০৬-২০১১ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/৬-৫/০৫/৩৩২ সংখ্যক স্মারকে ০৩ বছরের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দি ব্লাইন্ড-এর কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়েছে ;

(ঘ) গত ০৮-০৩-২০১২ তারিখে স্বাপকম/হাস-৩/ক্লিনিক-৫/৯৩(অংশ)/১৬৪ সংখ্যক স্মারকে ০১ বছরের জন্য ২য় মেয়াদে অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ সিরাজুল আকবর এমপি-কে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়্যারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে;

(ঙ) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এমএসআর খাতে ৪৯১৬ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত, বকেয়া ও অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সর্বমোট ২,৩৪,৮৫,১৫৯/- টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮৬৮ কোডে বরাদ্দকৃত নিয়মিত, বকেয়া ও অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সর্বমোট ১৭,৬৭,৬২,১৪৪/৩৩ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। উভয় কোডে সর্বমোট ২০,০২,৪৭,৩০৩/৩৩ টাকার ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে;

(চ) এছাড়া ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৪৯১৬ ও ৪৮৬৮ কোডে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল-৪ অধিশাখাঃ

বিগত দুই বছরের (২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২) কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বাস্তবায়ন
১	বিগত দুই অর্থ বছরে ৬৪টি জেলার ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর শয্যাওয়ারী এমএসআর ক্রয়ের ব্যয় মঞ্জুরী প্রদানের কার্যক্রম।	৬৪টি জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এমএসআর ক্রয় বাবদ =১৮,৯৮,১২,২৯৬.৪৬ টাকা ছাড় করা হয়েছে। বর্তমান ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ৪৩,৩৩,২২,৩৫৯.৮০ টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২	বিগত দুই অর্থ বছরে হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০১১ সালের হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। ২০১২ সালের হজ্জ ও বিশ্বইজতেমা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩	বিগত দুই অর্থ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি অনুদান(নিয়মিত) মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগের কোড নম্বরভুক্ত বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত যেমনঃ বিএসএমএমইউ, বিএমআরসি, বিসিপিএস, বারডেম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা ন্যাশনাল হাসপাতাল ইত্যাদি ধরনের ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়মিত অনুদান বাবদ =১৬৪২৩৭২০০০/-(একশত চৌষট্টি কোটি তেইশ লক্ষ বায়াত্তর হাজার) ছাড় করা হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত নিয়মিত অনুদান বাবদ ১৬৫,১৪,৩০,০০০/-(একশত পয়ঁষট্টি কোটি চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে।
৪	অ্যাম্বুলেন্স-এর চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম	দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও মাননীয় সংসদ সদস্যদের ডি.ও পত্রের আলোকে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণের কার্যক্রম করা হয়েছে।
৫	বিগত তিন অর্থ বছরে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান(এনজিও)-দের এককালীন অনুদান প্রদান সংক্রান্ত।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২১৬টি প্রতিষ্ঠানে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে ২.০০ (দুই কোটি) টাকা স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

নার্সিং অধিশাখা : এ অধিশাখার আওতাধীন নার্সিং শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনঃ

নার্সিং শাখা সংশ্লিষ্ট সেবা পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে ৪৩টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে নতুন নির্মাণকৃত ১১টি ইনষ্টিটিউটে (নীলফামারী, নওগাঁ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, হবিগঞ্জ, জামালপুর, চাঁদপুর ও পঞ্চগড়) এবং চলতি অর্থ বছরে ০১টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে (কিশোরগঞ্জ) ৩০ জন করে ছাত্র/ছাত্রী মোট ৩৬০ জন ভর্তি করা হয়েছে। উক্ত ১২টি নার্সিং ইনষ্টিটিউটসহ মোট ৪৩টি নার্সিং ইনষ্টিটিউটে প্রতি বছর সর্মমোট ১৫7০ জন জন ছাত্র/ছাত্রী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী সায়েন্স কোর্সে পড়াশুনার সুযোগ পাবে। দেশে বিএসসি পাশ নার্সের চাহিদা মিটানোর জন্য নতুন করে ৩টি নার্সিং কলেজ (বগুড়া, ফৌজদারহাট ও খুলনা) নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বগুড়া ও ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকে এ কলেজ দুটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে। খুলনা নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর, ২০১২ এর মধ্যে শেষ করে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে এ কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিগত বছরে ০৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ)কে বিএসসি নার্সিং কলেজে উন্নীত করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ২০১১-১২ শিক্ষা বর্ষে আরও ০৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (সিলেট, বরিশাল ও রংপুর) কে বিএসসি নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ শিক্ষা বর্ষ থেকে এ তিনটি নার্সিং কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এ সকল বিএসসি নার্সিং কলেজে চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকে ৯৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে পড়াশুনার সুযোগ পাবে। ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০ সালে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৪০০০ টি সিনিয়র ষ্টাফ নার্সের পদ রাজস্বখাতে স্থায়ী করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ০৯ টি সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৭টি উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৪টি পাবলিক হেলথ্ নার্স, ৪৮টি নার্সিং সুপারভাইজার, ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদসহ মোট ৬০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ০৩টি নার্সিং কলেজে এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের ৯৬টি প্রথম শ্রেণীর পদ এবং ৬০টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ ৫০০০টি নার্সের পদ সৃজন করা হবে।

৭. উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগঃ

এ অনুবিভাগে ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা, নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ১ ও ২ শাখা রয়েছে।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখাঃ

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন ৩২টি Operational Plan এর পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে।

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটি, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ-এ মতবিনিময়ের মাধ্যমে PLMC'র Structure চূড়ান্তকরণ। এমএসএইচ /ইউএসএআইডি এর সহযোগিতায় PLMC'র আওতাধীনে কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে প্রকিউরিং এনটিটিসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। ২. সরকারি ক্রয় কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ এর সহায়তায় PLMC'র কর্মপরিধির আওতায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটিসমূহ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ-এ মতবিনিময়ের মাধ্যমে Strategic Planning for Procurement Management of MOHFW চূড়ান্তকরণ। ৪. ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মেডিসিন এবং মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এর স্পেসিফিকেশনসহ Product Catalog অন্তর্ভুক্ত করে Web Portal on Procurement and Supply Chain Management of MOHFW চূড়ান্তকরণ। এ সংক্রান্ত প্রতিটি প্যাকেজের হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য Web Portal এ Procurement Tracking System চালুকরণ। ৫. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকিউরিং এনটিটি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন। ৬. এইচপিএনএসডিপি এর আওতায় প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ এবং বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন। ৭. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/বিভাগের গাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান। ৮. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী (ওরাল পিল, Single rod Implant, Double rod Implant, কনডম) ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান।	১. বিডিং ডকুমেন্টস্স এবং বিডিং প্রসেসকে Web Portal এর আওতায় আনা। এইচইডি এবং পিডব্লিউডি এর আওতাধীন ওয়ার্কস প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রমকে Web Portal এ অন্তর্ভুক্তকরণ। ২. এইচপিএনএসডিপি এর আওতাধীন প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানসমূহকে Web Portal- এ অন্তর্ভুক্তকরণ। এ বিষয়ে এমএসএইচ/এসআইএপিএস এর সহযোগিতায় লাইন ডাইরেক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ক্রয় সংক্রান্ত বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তরে কর্মরত ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা।

নির্মাণ অধিশাখাঃ

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. HPNSDP'র আওতাধীন "ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের নির্মাণ কার্যাবলী নির্বাচন/অনুমোদন।	অপারেশনাল প্ল্যানভূক্ত কাজঃ Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ৳.৪৮১৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পায় ৳.১০৪০৯০.০০ লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
২. PFD এর আওতাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুকূলে অর্থ ছাড়।	
৩. PFD এর অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা।	
৪. PFD এর আওতাধীন স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমির তফসিল ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা।	
৫. গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থাপনা নির্মাণ কাজের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্রের অনুমোদন করা।	
৬. জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ ছাড় করা।	
৭. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/ সিলেকশনগ্রেড / টাইমস্কেল প্রদান করা।	
৮. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়োগবিধি অনুমোদন করা।	
৯. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা।	
১০. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বদলি/পদায়ন করা।	
১১. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদসৃষ্টি ও পদ সংরক্ষণ করা।	
১২. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা।	
১৩. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্ত করা।	
১৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নতুন নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পুনঃবন্টন করা।	
১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা উদ্বোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়া করা।	
১৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে তার অগ্রগতি মনিটরিং করা।	

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখাঃ

বর্তমান সম্পাদিত কার্যক্রম	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৫.০০ (পয়ঁতাল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। একইভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬.০০ (ছেচল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা ১০০ শয্যার উর্ধ্বে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যাচাই/বাছাই কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমূহ যাচাই বাছাই করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে ১০০ শয্যার উর্ধ্বে হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।	ভবিষ্যতে এ অধিশাখার কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্ম সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণসহ দায় দায়িত্ব নিরূপণ করে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই অধিশাখার কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলন ব্যবহার বান্ধব করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
২. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এইচইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। একইভাবে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা সমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা ১০০ শয্যার হাসপাতালসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে যাচাই/বাছাই কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমূহ যাচাই বাছাই করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়।	

চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখাঃ

২০১০-২০১১/২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জনগুরুত্ব সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন।	২০১২-২০১৩ সাল থেকে চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও নিষ্পত্তি অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।
২. বাংলাদেশের সকল সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/ বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন।	
৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়(সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন।	
৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে টেলিটকের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ সেশনে মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস / বিডিএস কোর্সে ভর্তির আবেদন ও ফল প্রকাশ করা।	

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখাঃ

(১) সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/আইএইচটি/ম্যাটস প্রতিষ্ঠা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নবায়ন, কোর্স অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটির সভায় নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদন প্রদান করা হয়ঃ

প্রতিষ্ঠান	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	সর্বমোট	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ক. সরকারি মেডিকেল কলেজ	১টি	৩টি	৪টি	১. বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যার কার্যক্রম চলমান।
খ. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	২টি	৯টি	১১টি	
গ. বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	১টি	-	১টি	
ঘ. সরকারি ডেন্টাল ইউনিট	-	৭টি	৭টি	
ঙ. বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট	-	১টি	১টি	
চ. হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	-	৩টি	৩টি	
ছ. ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী(আইএইচটি)	১০টি	১৪টি	২৪টি	
জ. মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল(ম্যোটস)	১৭টি	৪৫টি	৬২টি	
ঝ. বিএসসি কোর্স (প্যারমেডিক্স)	-	৭টি	৭টি	

(২) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১(সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮. পরিকল্পনা অনুবিভাগ :

ক) ভূমিকা : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৮ টি অনুবিভাগের মধ্যে পরিকল্পনা অনুবিভাগ একটি। পরিকল্পনা অনুবিভাগ সরকারের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে থাকে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ২ টি সেক্টর কর্মসূচি যথা এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) এবং এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) এর লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং স্বাস্থ্যনীতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ এইচপিএনএসডিপি শীর্ষক ৩য় সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টির (এইচপিএন) বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকার সরকারের নিজস্ব অর্থায়নসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP)" ৩য় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশুও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, আরও কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি মান বৃদ্ধি করা ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমুহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া তিন স্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হবে এবং এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে উর্বরতার হার (TFR) replacement level এ নেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়া গরীব রোগীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। এইচপিএনএসডিপি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবীক্ষণ এবং এডিপি, সংশোধিত এডিপি এবং এমটিবিএফ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করে থাকে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন অনুযায়ী সেক্টর সমন্বয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের সংগে সমন্বয় পরিকল্পনা এই উইং এর দায়িত্ব। উল্লেখ্য ৩য় সেক্টর কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক, ডিএফআইডি, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিস সিডা, জাইকা, ইউএসএইড-সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নের নিমিত্ত পরিচালিত প্রি-এ্যাপ্রেইজাল, এ্যাপ্রেইজাল এবং এইড নেগোসিয়েশন-সহ এতদসংক্রান্ত বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিকল্পনা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এইচপিএনএসডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপের সাচিবিক কাজ পরিকল্পনা উইং হতে সম্পাদন করা হয়। সেক্টর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে এ্যানুয়েল প্রোগ্রাম রিভিউ (এপিআর) এর কার্যক্রমও পরিকল্পনা উইং হতে পরিচালনা করা হয়।

এইচপিএনএসডিপি - এর আওতাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়নখাতে নিম্ন বর্নিত সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)'র আওতাধীন ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যান, ১৯ টি চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১টি জেডিসিএফ প্রকল্প এবং ৩টি চলতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ২৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর :

১. মেটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেল্‌থ্‌ কেয়ার
২. এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী
৩. কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল
৪. টিবি এন্ড লেপ্রোসি কন্ট্রোল
৫. হেলথ্‌ এডুকেশন এন্ড প্রোমোশন
৬. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট
৭. কমিউনিটি বেসড হেলথ্‌ কেয়ার
৮. অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার
৯. নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল

১০. ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
১১. প্রি সার্ভিস এডুকেশন
১২. ইন সার্ভিস ট্রেনিং
১৩. প্রকিউরমেন্ট,লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
১৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
১৫. এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ
১৬. ন্যাশনাল আই কেয়ার
১৭. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর :

১৮. ক্লিনিক্যাল কণ্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী
১৯. ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
২০. মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্
২১. ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন
২২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)
২৩. প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট
২৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফ ফ্যামিলি প্লানিং

মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য :

২৫. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট
২৬. সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং
২৭. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
২৮. ইম্প্রুভড ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট
২৯. স্ট্রেংদেনিং অফ ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট
৩০. ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
৩১. হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইনেন্সিং
৩২. নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস

বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহঃ

১. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন (১ম পর্যায় : ২৫০ শয্যা)
২. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরন (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যা) প্রকল্প।
৩. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন
৪. সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন
৫. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন
৬. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি(ফার্স্ট ফেইজ) ইন ঢাকা
৭. ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন

৮. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণত করণ (২য় পর্যায়)
১০. এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু(চিলড্রেন) হাসপাতাল প্রকল্প
১১. গোপালগঞ্জে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ৩য় শাখা স্থাপন
১২. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন
১৩. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার
১৪. এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ কে খান হেলথ্ কেয়ার সেন্টার অব এক্সিলেন্স
১৫. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৬. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন
১৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল স্থাপন
১৮. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং এন্ড ট্রেনিং এট বিএসএমএমইউ
১৯. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এন্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ

১. সার্ভিলেন্স এন্ড রেসপনস্ টু এভিয়ান এন্ড প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ
২. ইম্প্রুভড ফুড সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড ফুড কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ
৩. এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ

জেডিসিএফ প্রকল্পঃ

১. এক্সপানশান অফ কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন।

খ) কর্মপরিধি:

1. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী
2. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) পরিকল্পনা(পিআইপি) দলিল প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী
3. বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি
4. দীর্ঘ মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম
5. মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

6. ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহ/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়
7. প্রকল্প/কর্মসূচি দলিলাদি অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ
8. বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ
9. পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্টমন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি/প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান
10. প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ
11. এনইসি এর একনেক সভায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী
12. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে এইচপিএনএসডিপি'র এপিআর সংক্রান্ত কার্যাবলী
13. প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) এর সমন্বয়মূলক কার্যাবলী
14. প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলী

গ) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল :

অনুবিভাগ/ অধিশাখা/শাখা	কর্মকর্তা	সংখ্যা
পরিকল্পনা অনুবিভাগ	যুগ্ম- প্রধান	১ জন
স্বাস্থ্য অধিশাখা	উপ-প্রধান	১ জন
পরিবার কল্যাণ অধিশাখা	উপ-প্রধান	১ জন
স্বাস্থ্য শাখা ১-৮	সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	৮ জন
পরিবার কল্যাণ শাখা ১-৮	সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	৮ জন

ঘ) ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (উন্নয়ন) ও ব্যয় :

অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়
২০১০-২০১১	২৭৩৫.৫২ কোটি টাকা	২৫৪০.১৮কোটি টাকা
২০১১-২০১২	৩০৩৫.৫৫ কোটি টাকা	২৬৬১.৬৩ কোটি টাকা

ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত এমডিজি ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা এবং এইচপিএনএসডিপি'র বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংয়ের জন্য গঠিত প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিএমএমইউ) - কে পূর্নাংগ রূপে কার্যকর করা। এডিপিভূক্ত উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উদ্ভাবিত সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অন-লাইন তথ্য সংগ্রহ ও তা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে এডিপির অগ্রগতি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। MTBF - এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ ও স্বাস্থ্য খাতে প্রস্তাবিত নতুন

প্রকল্পের ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা। এইচপিএনএসডিপির কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য Annual Program Review (APR) সম্পন্ন করা এবং APR - এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্টাডি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করা। ২০১২-১৩ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যান ও প্রকল্প সমূহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অননুমোদিত নতুন প্রকল্প সমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা। মন্ত্রণালয় ও লাইন- ডাইরেক্টরদের চাহিদা মোতাবেক TA Pool থেকে কারিগরি সহায়তার যোগান দেয়া । এছাড়া বিভিন্ন পলিসি (যেমন ট্রেনিং পলিসি, ফুড সেফটি ও কোয়ালিটি পলিসি ইত্যাদি) এবং স্ট্রাটেজি সম্পন্ন করা।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকার চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (HEU) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন Economic analysis ইত্যাদির জন্য এ ইউনিট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষিতে FPHP এর অধীনে জুন ১৯৯৮ এ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPSP) (১৯৯৮-২০০৩) ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) (২০০৩-২০১১) তে অন্তর্ভুক্ত করে সেক্টর কর্মসূচির অধীনে অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে জুন ২০১১ পর্যন্ত HEU এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-এর কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায়কল্পে জুলাই ২০১১ খ্রি: হতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট-কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী রাজস্ব set-up এর আওতায় আনয়নপূর্বক অর্গানোগ্রামভুক্তকরণের কাজ চলছে। এ দিকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (GNSP) ইউনিট এর কার্যক্রমও সেক্টর কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে।

কর্মপরিধি

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

১। নীতি নির্ধারণী ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পলিসি এ্যাডভাইস;

২। স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৩। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রস্তাব/প্রণয়ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যক্রম মূল্যায়ন, বিভিন্ন Economic analysis ও গবেষণা কাযর্ক্রম পরিচালনা;

৪। এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন স্টাডি/গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ডেসিমিনেট করা।

কার্যবন্টন

১। স্বাস্থ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প স্বাস্থ্য সেবার অর্থায়ন ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রমাণভিত্তিক গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান;

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৩। মন্ত্রণালয়ের নীতি বিষয়ক গবেষণার বিষয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৪। গবেষণার সুপারিশসমূহ বাস্তবসম্মত কৌশল/ কর্মপরিকল্পনায় রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৫। ইউনিটের অপারেশনাল প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৬। ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি/বিদেশি পরামর্শক ও কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ;

৭। তাঁদের কাজের তদারকি/সমন্বয়/মূল্যায়নসহ ইউনিটের প্রশাসনিক কার্যাবলী;

৮। HPN সেক্টরে দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৯। Millennium Development Goals (MDGs) সংক্রান্ত কর্মকান্ড;

১০। ইউনিটের জন্য নির্ধারিত কাজ মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পন্ন নিশ্চিতকরণ;

১১। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজে সচিবকে সহযোগিতা প্রদান এবং

১২। ইউনিটের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা/ সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ কার্য পুন:বন্টন।

কর্মসম্পাদন

২০১০-১১ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ড:

স্বাস্থ্য বীমা (Health Insurance) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০১-০৮-২০১০ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণের কাজ এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Health Insurance Piloting বিষয়ে গত ০৪.০৫.২০১১ তারিখে সিনিয়র পলিসি মেকার্স, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি Presentation অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা ও মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও ২জন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ সরকারি বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীর প্রতিনিধিসহ ১৫ সদস্যের ১টি টিম ভারত ও থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ভারত ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি পরিদর্শন করেছেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে Policy Brief প্রণয়ন করা হয়েছে।

- (1) Incentives to Improve Retention and Performance of Bangladesh Public Sector Doctors and Nurses in Bangladesh. (2) Costing of Maternal Health Services in Bangladesh. (3) Economic Evaluation of Demand-side Financing (DSF) Program for Maternal Health Services in Bangladesh.
- Bangladesh National Health Accounts-III (BNHA-III)– শীর্ষক সমীক্ষার ফলাফলের উপর ১৯/০৮/২০১০ তারিখে ০১টি ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দুই খন্ডে BNHA-III রিপোর্ট প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- NHA Institutionalization এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- Public Expenditure Review (PER) 2007-08 I 2008-09 শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রথম বারের মত অত্র ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।
- Gender Sensitization বিষয়ক ০২টি আঞ্চলিক ও ০১ টি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- GNSP News Letter এর ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

- ❖ স্বাস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কিত এবং জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ০৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ❖ Handling Victims of Violence Against Women শীর্ষক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১১-১২ বছরে সম্পাদিত কর্মকান্ড:

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (Shasta Suroksha Karmasuchi (SSK)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও জনগণের প্রত্যাশা এখনো সার্বিক অর্থে পূরণ হয়নি। এর অন্যতম কারণ হিসাবে 'অর্থায়নের' সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৬), স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP: ২০১১-১৬), রূপকল্প ২০২১ এবং হেলথ কেয়ার ফিন্যান্সিং ষ্ট্রাটেজি (প্রাথমিক খসড়া) সহ প্রতিটি ডকুমেন্টে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা লাঘবের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ণিত ডকুমেন্ট সমূহের প্রযোজ্য অংশসমূহকে মূল সঞ্চালক নীতি হিসাবে বিবেচনা করে ইতোমধ্যে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' নামে একটি পাইলট প্রকল্পের ধারণাপত্র (Concept Paper) প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য দরিদ্র নির্বাচন ও নিবন্ধন, হেলথ্ কার্ড বিতরণ এবং স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, নগদ অর্থ ব্যতীত চিকিৎসা সেবা প্রদান, চিকিৎসা সেবায় সুসংগঠিত রেফারেল পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে মেডিকেল রেকর্ড সংরক্ষণ, স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদারকরণ, সেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রচলন, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অর্জিত প্রণোদনার স্থানীয় ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য সেবায় Public Private Partnership (PPP)-কে উৎসাহিতকরণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নারী ও শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন এ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পাইলটিং এর প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে অন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম অন্যান্য উপজেলায়ও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে পাইলট কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে একাধিক গবেষণা কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে। উল্লিখিত গবেষণা কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে পাইলট প্রকল্পটি আগামী অর্থবৎসর (২০১২-১৩) হতে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Hands-on Training on Advanced Excel and Basic Access, Short Local Training on Resource Allocation Mechanism, Orientation on Economic Evaluation of HNP Sector, Hands-on Training on Basic Statistical Package for Social sciences, Hands-on Training on Advance SPSS, Advance Hands-on Training on Public Expenditure Review(PER), Public Private Partnership on HNP Sector ও NGO Participation in HPNSDP *শীর্ষক ০৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।*

কমর্শালা

- Public Expenditure Review(PER) 2007/08 ও 2008/09 *এর ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।*
- *ঢাকায় গত ০২-০৪ অক্টোবর ২০১১ খ্রি. তারিখে* Health Care Financing Strategy *শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন ও উক্ত* Strategy *প্রণয়নের রোডম্যাপ তৈরী করা হয়।*
- Draft Health Care Financing Strategy *এর উপর ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগে ২টি* Regional Consultation Workshop *অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ মে, ৩১ মে ও ৭ জুন ২০১২ তারিখে সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অপর ৩টি* Regional Consultation Workshop *অনুষ্ঠিত হয়েছে।*
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় চলমান গবেষণাসমূহের ডেসিমিনেশন ওয়ার্কশপ ২০ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- National Consultation workshop on Health Care financing strategy ২৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গবেষণা

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) **পরীক্ষামূলকভাবে চালুর নিমিত্ত চলমান স্টাডিসমূহ**

- Institutional Options for National Health Security Office (NHSO)
- Analyze Local Health Care Management Committees for Decentralized Oversight, Monitoring & Evaluation at all Levels in Pilot Areas for the Present and Proposed Health Care System
- Assess the Existing Capacity of Human and Other Resources for Health Service Delivery at All Levels of Pilot Areas
- Conduct a Costing of the Proposed SSK Benefit Package (SBP)
- Recommendations for Preparing Clinical & Therapeutic Guidelines and Protocols for All Levels of Service Delivery
- Analysis of The Legal Framework for Health Financing and The Legal Base for The Proposed Pilots
- Conduct A Socio-Economic Assessment to Identify The Poor in Pilot Areas and Baseline Studies on Willingness to Pay, Health Seeking Behaviour, Health Expenses (OOP) and Patients Satisfactions
- Development of Information Technology to Support SSK Pilot Implementation and Conduct a Needs Assessment for Future Systems Development to Meet the Requirements of the Eventual National Health Insurance Programme.

বাজেট বরাদ্দ:

(*অংকসমূহ লক্ষ টাকায়*)

ক্রমিক নম্বর	ব্যয়ের খাত	২০১০-১১ অর্থ সালের বরাদ্দ	২০১১-১২ অর্থ সালের বরাদ্দ	২০১০-১১ অর্থ সালের ব্যয়	২০১১-১২ অর্থ সালের ব্যয়	মন্তব্য
১।	কর্মকর্তার বেতন	২৪.২৩	৮.০০	২৩.৬৭	৫.৭১	
২।	কর্মচারীদের বেতন	২০.৫০	১০.০০	২১.০০	৪.৫৩	
৩।	ভাতাদি	৩৩.৬৪	১৯.৪৫	৩৩.৬১	৭.৭২	
৪।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৩৮.৫৮	৩৬.০০	৭.৭৭	০.০০	
৫।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১৩.৮৮	১৫.৫০	১৩.৪৩	৫.০২	
৬।	বৈদেশিক ও স্থানীয় পরামর্শক সেবা	৪৪১.২৫	৪২০.০০	৪৪৮.৯৮	৩৪৮.২৬	
৭।	হেলথ্ ফাইন্যান্সিং পাইলটিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮।	পাইলট ইজিভি ইস্যুজ	০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	
৯।	বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপ/ ওয়ার্কিং গ্রুপ/ কমিটির সভা	০.০০	১.০০			
১০।	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	০.৫০	২.৪০	০.৫০	০.০০	
১১।	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	১.২০	৩.৫০	১.২০	০.০০	
১২।	ফার্ণিচার এন্ড ফিক্সার	০.৩০	৩.০০	০.৩০	০.০০	
১৩।	গাড়ী ক্রয়	২০.০০	৫৫.০০	১৮.৯৩	২৬.০০	
১৪।	গবেষণা	২১৩.৭৭	১৮৫.০০	৪৭.৩৩	১৭.৭১	
১৫।	ডেসিমিনেশন	৩৫.৯৭	১০.০০	১৮.৯০	৭.৩৬	
১৬।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৪০	৩.০০	১.৬২	০.৮৪	
১৭।	রিকারেন্ট/দৈনন্দিন অফিস রানিং খরচ	১১.৭৮	২২.১৫	১১.৬২	৯.৭৬	
১৮।	সিডি/ ভ্যাট	৭৫.০০	৩১.০০	৭৫.০০	৩১.০০	
	মোট=	**৯৩২.০০**	**৮৩০.০০**	**৭২৩.৮৬**	**৪৬৩.৯১**	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- Public Expenditure Review(PER) 2009-10 ও 2010-11 *সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে।*
- Bangladesh National Health Accounts IV (BNHA-IV) *সম্পাদন করা হবে।*
- National Consultation Workshop *এর মাধ্যমে* Health Care Financing Strategy *চূড়ান্ত করা ।*
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি পাইলট আকারে প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলার তিনটি উপজেলায় (রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; দেবহাটা, সাতক্ষীরা ও টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ) চালু করা হবে।

রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ
(কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রকল্পের মেয়াদঃ ১ জুলাই ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১৪ ইং পর্যন্ত

প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ঃ ২,৬৭,৭৪৮ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ২,১৭,৭৪৮ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য- ৫,০০০ লক্ষ টাকা)

বাস্তবায়নকারীঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উদ্দেশ্য

১। গ্রামীণ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

২। ১৮,০০০ (নির্মিত/নির্মিতব্য ১৩,৫০০ + ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান ৪,৫০০ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনা) কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পুনরুজ্জীবিতকরণ।

ভূমিকা

দেশের জনগণকে একটি মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম / ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটন ও পৌর এলাকা ব্যতীত কমবেশী ৬,০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য একটি করে সারা দেশে সর্বমোট প্রায় ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৩,৫০০ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান ৪,৫০০ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি ক্লিনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারি করে। উক্ত নীতিমালায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা বিধানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্তকরণের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকার এককালীন অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে এবং ক্লিনিকের যথাযথ পরিচালনা ও সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, ঔষধপত্র ও আসবাবপত্রের সরবরাহ / প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করবে। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি স্থান নির্বাচন, সরকারের অনুকূলে প্রয়োজনীয় জমিদান, নির্মাণ কাজ তদারকি, দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করবে। সরকারি পদ্ধতির আওতায় তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি তাদের এলাকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত 'কমিউনিটি গ্রুপের' মাধ্যমে ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে। এটি সরকার ও জনগণের যৌথ অংশগ্রহণে বাস্তবায়নাধীন একটি কার্যক্রম।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮-২০০১ সালে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করা হয় যার মধ্যে প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ৯৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নদীভাংগন ও অন্যান্য কারণে বিলীন বা ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ২০০৯ ইং সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ৯ম একনেক সভায় ''রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ'' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক পাঁচ বৎসর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিদ্যমান ১০,৬২৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত পূর্বক চালু করা। ২,৮৭৬ (বিলুপ্ত ৯৯ টি সহ) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান ৪,৫০০ স্বাস্থ্য স্থাপনায় কমিউনিটি ক্লিনিক ইউনিট স্থাপনসহ ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর নিয়োগ প্রদান করা। ইতিমধ্যে ১৩,২৪০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ দান করা হয়েছে এবং ২৬০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিয়োগপ্রাপ্ত সিএইচসিপিদের মধ্যে প্রথম ব্যাচে ৯,১৭৫ জনের ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রায় শেষের পথে। অবশিষ্ট সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ দ্রুত সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

জনবল নিয়োগঃ

- প্রকল্প অফিসের ৪৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ৩ জন পরামর্শক ইতোমধ্যে নিয়োগ পেয়েছেন এবং কর্মরত আছেন।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানকারী ১৩,৫০০ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের মধ্যে ১৩,২৪০ জন নিয়োগ পেয়েছেন এবং বাকীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন।

জানুয়ারী ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ (১ বৎসর) কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত ও রেফারকৃত রোগীর প্রতিবেদনঃ

বিভাগ	চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	রেফারকৃত রোগীর সংখ্যা	শতকরা রেফারকৃত রোগী
ঢাকা	৭৩,২৮,৭৯৪	৯৯,৮৭২	১.৩৬
চট্রগ্রাম	৬৯,১৮,৩৯২	৯৯,৪৫৬	১.৪৪
রাজশাহী	৫১,১৫,৪৯২	৮৭,৬৭৫	১.৭১
খুলনা	৬৭,২৭,৪৭৮	৯৮,৯৮৯	১.৪৭
বরিশাল	৪২,২৪,৪৩১	৮৬,৬৫৪	২.০৫
সিলেট	৩৯,০৭,৮৩১	৯৮,৯৮৫	২.৫৩
রংপুর	৩০,৭৭,৩২৬	৯৮,৭৬৪	৩.২০
সর্বমোট	**৩,৭২,৯৯,৭৪৪**	**৬,৭১,৩৯৫**	**১.৭৯**

ঔষধঃ

- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯১০০.০০ লক্ষ টাকার ২৫ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২৮০০.০০ লক্ষ টাকার ২৯ রকমের ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণঃ

- ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১,৮৯৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তম্মধ্যে ১,১৮০ টি নির্মিত হয়েছে, ৩৮২টি নির্মাণাধীন এবং ৩৩৪ টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন।
- বর্তমানে সারা দেশে ১১,৮১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাঃ

১. কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (কমিউনিটি গ্রুপ) সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩৯টি জেলা টিওটি সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,০৫০টি কমিউনিটি গ্রুপের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. ৪২৪টি উপজেলায় সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ চলছে। এ পর্বে ৯,১৭৫ জন সিএইচসিপি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় সেবাসমূহঃ

১. মহিলাদের প্রসব-পূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর (ডেলিভারী পরবর্তী ৪২ দিন) অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোন জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব জরুরি প্রসূতি সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করা

২. সদ্য প্রসূতি মা (৬ সপ্তাহের মধ্যে) এবং শিশুদের (বিশেষতঃ মারাত্মক পুষ্টিহীন, দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া এবং হামে আক্রান্ত) ভিটামিন-এ ক্যাপসুল প্রদান

৩. মহিলা ও কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান, কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান

৪. ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী শিশুদের প্রতিষেধক (যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েন্জি-বি) এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকাদান, ১৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের মধ্যে সন্দেহজনক এএফপি (১৫ বৎসরের নিচে শিশুর হাত পা বা যেকোন অংগ হঠাৎ অবশ বা দুর্বল হওয়া) শনাক্ত করে রেফার করা

৫. এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ৬ মাস পর পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা প্রদান

৬. আয়োডিনের স্বল্পতা, কৃমি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (ARI), যক্ষ্মা (DOTS সহ), কুষ্ঠ (MDT পর্যানুসরণ), ম্যালেরিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া, ত্বকের ছত্রাক ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান/রেফার কিংবা উচ্চতর হাসপাতাল/ক্লিনিকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে ঔষধ প্রদান/অনুসরণ

৭. ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদেরকে খাওয়ার স্যালাইন ও জিংক বড়ি (শিশুদের ক্ষেত্রে) এর সাহায্যে চিকিৎসা করা; প্রয়োজনে রেফার করা এবং খাওয়ার স্যালাইন প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান

৮. সদ্য বিবাহিতা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিবন্ধীকরণ, সম্ভাব্য প্রসব-তারিখ সংরক্ষণ এবং প্রসবের তারিখ সমাগত হলে যোগাযোগ করা

৯. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ

১০. কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান

১১. নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান

১২. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UHFWC) কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে আগ্রহী মহিলাদের আই.ইউ.ডি. (IUD) স্থাপন, প্রথম ডোজ গর্ভ নিরোধক ইনজেকশন প্রদান এবং জন্মনিরোধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান

১৩. একইভাবে চিকিৎসা সহকারী (MA)/ উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিকিৎসা প্রদান

১৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) এবং স্বাস্থ্য সহকারী (HA) কর্তৃক নির্ধারিত বিধি বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় ও পরবর্তী ডোজ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রদান

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল রোগীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা

১৬. শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক, শ্রবন, অটিজম, দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের দ্রুত শনাক্ত করে কাউন্সেলিং ও রেফারেলের ব্যবস্থা করা

১৭. সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা , পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া, হাঁপানী, চর্মরোগ এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে প্রেরণ

১৮. ক্লিনিকে আগত সেবা গ্রহণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (পরিবেশ স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি পান ও পয়ঃনিষ্কাশন), সুষম খাদ্যাভ্যাস, টিকার সাহায্যে রোগ প্রতিরোধ, কৃমি প্রতিরোধ, শালদুধসহ বুকের দুধের সুফল, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও এর বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ধূমপান, তামাক, জর্দ্দা, সাদাপাতা, গুল বা অন্য কোন নেশা/মাদক জাতীয় সামগ্রী বিপনন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা। একই সাথে গর্ভকালীন ৫টি বিপদচিহ্ন, নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় যত্ন, নবজাতকের ৬টি বিপদ চিহ্ন এবং প্রসব পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা

১৯. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- কনডম, খাবার বড়ি ইত্যাদির সার্বক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ

২০. অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী যারা কোন কারণে বর্তমানে খাবার বড়ি / কনডম ব্যবহার করছেন না কিংবা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসাধীন রোগী, যারা ঔষধ সেবনের জন্য আসছেন না বা প্রথম / দ্বিতীয় ডোজ টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় / তৃতীয় ডোজ টিকা নিতে ক্লিনিকে আসছেন না অথবা গর্ভবতী মহিলা যারা প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করে পুনরায় চিকিৎসা / সেবা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা

২১. কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হবার পরও প্রয়োজনে বাড়ীতে গিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান করা

২২. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাদি থাকা সাপেক্ষে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করা

২৩. পারিবারিক পর্যায়ে শয্যাশায়ী রোগীদের যারা সেবা দেয় তাদের প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করে ব্যায়াম ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. চালুকৃত ১১,৮১৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান অব্যাহত রাখা এবং যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা। চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করে সমস্ত ক্লিনিকেই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করা।
২. চালুকৃত সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের ঔষধ সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা।
৩. বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে এমন ১১,৮১৬ টি কমিউনিটি গ্রুপের (সিজি) দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের কাজ যথাযথভাবে শেষ করা। প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপ ১১-১৩ সদস্য বিশিষ্ট হওয়াতে এর মাধ্যমে প্রায় ১,৫৩,৬০৮ জনগণ প্রশিক্ষত হবে।
৪. প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রস্তাবিত ৩টি কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি) থাকায়, বর্তমানে চালুকৃত ক্লিনিকের সিএসজি'র সংখ্যা ৩৫,৪৪৮টি; প্রতিটি সাপোর্ট গ্রুপ ১৩-১৫ সদস্য বিশিষ্ট হওয়ায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫,৩১,৭২০; এদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে সকল সদস্যকে ১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৫. বেশ কিছু কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণ প্রসবের ব্যবস্থা করা এবং যথাযথভাবে পরিচালনা করা।
৬. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর একটি কার্যকরী রেফারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা এবং তাদের সম্পৃক্ত করা।
৮. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান ৪,৫০০ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন।
৯. কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় জোরদার করা।
১০. এমআইএস আধুনিকীকরণ করা।
১১. সুপারভিশন ও মনিটরিং জোরদার করা।
১২. ই-হেলথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।
১৩. কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা উন্নয়নে অপারেশনাল রিসার্চ অনুষ্ঠান করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	মন্তব্য
প্রকল্প পরিচালক	১	১	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক	২	২	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
উপ-প্রকল্প পরিচালক	৬	৬	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, (স্বাস্থ্য) অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত
পরামর্শক	৩	৩	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত
কমিউনিকেশন অফিসার	১	১	মন্ত্রণালয়ের ১ জন ওএসডি কর্মকর্তা সংযুক্ত হিসেবে আছেন
প্রোগ্রামার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	এজিবি হতে প্রেষণে কর্মরত
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৮	৮	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
হিসাব রক্ষক	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ক্যাশিয়ার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ষ্টোর কীপার	১	১	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
ড্রাইভার	১১	৬	৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, বাকী ৫ টি প্রক্রিয়াধীন।
এমএলএসএস	৬	৬	সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত
সিএইচসিপি	১৩৫০০	১৩২৪০	২৬০ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

বাজেট প্রতিবেদনঃ

অর্থ বছর	সরকারি বরাদ্দ (লক্ষ)	খরচ (লক্ষ)	ব্যালান্স (লক্ষ)	খরচের হার %
২০১০-১১	২১,০০০.০০	২০,৩২৬.৩১	৬৭৩.৬৯	৯৭%
২০১১-১২	৩৫,০০৫.০০	৩৩,৮২৮.১৯	১,১৭৬.৮১	৯৬.৫৬%

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে এই কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে পাঁচ বছরের জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) এবং এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) এর লব্ধ অভিজ্ঞতা, সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ এবং স্বাস্থ্যনীতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি এইচপিএনএসডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উপ-খাত সমূহের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যু হার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিগত দুই দশক যাবৎ সরকার সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। যার ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এমডিজি-৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক 'সাউথ- সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী ও শিশু বিষয়ক 'সাউথ-সাউথ' তথ্য প্রযুক্তি সম্মাননা গ্রহণ করেন । বিগত ২ টি সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য সূচকসমূহের উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন সাধিত হয়। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণিঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০১	২০০৪	২০০৭	২০১১
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	২০.৬	২০.৬	১৯.২
	শহর	১৩.৬	১৭.৫	১৭.৪	২০.১
	পল্লী	২০.৭	২০.৭	২২.১	১৭.১
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৬
	শহর	৩.৪	৪.৪	৫.২	৫.৯
	পল্লী	৫.২	৬	৬.৬	৪.৯
বিবাহের গড় বয়স (বছরে)	পুরুষ	২৫.৮	২৩.৪	২৩.৪	২৩.৯
	মহিলা	২০.৪	১৮.১	১৮.৪	১৮.৭
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৪২১৮	৩১৩৭	২৯৯১	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৭.৭
	শহর	৬৬.৪	৬৮	৬৮.১	৬৮.৩
	পল্লী	৬৩.২	৬৪.৬	৬৬	৬৬.২
শিশু মৃত্যু হার (<১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৬৬	৬৫	৫২	৪৩
	শহর	৭৪	৭২	৫০	৪২
	পল্লী	৮১	৭২	৫৯	৪৩
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৯৪	৮৮	৬৫	৫৩
	শহর	৯৭	৯২	৬৩	-
	পল্লী	১১৩	৯৮	৭৭	-
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)		৩.২	৩.৭	৩.৫	১.৯৪
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৮	৫৮.১	৫৫.৮	৬১.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.৩	৩.০	২.৭	২.৩

উৎসঃ BDHS, 2011, স্বাপকম।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি খাতের অর্জনঃ

- মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে।
- টিকাদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং প্রজনন হার কমেছে।
- ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার বেড়েছে।
- জনগণের গড় আয়ু বেড়েছে।
- যক্ষ্মা রোগ চিহ্নিত করা ও নিরাময় হার বেড়েছে এবং এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রাও ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে।
- পোলিও ও কুষ্ঠ রোগ কার্যত নির্মূল হয়েছে।
- অপুষ্টির হার কমেছে।
- এইচআইভি সংক্রমনের হার নিম্ন মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সারাদেশ ব্যাপী উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো তৈরি ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

মূল প্রতিবন্ধকতা

- দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার কম।
- নবজাতকের মৃত্যু হার ও সার্বিকভাবে অপুষ্টির হার বেশী থাকা।
- নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ও পুরানো রোগ নতুন করে বিস্তার লাভ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব।
- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ অন্যান্য অসংক্রামক ব্যাধির হার বৃদ্ধি।
- বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা সেবার স্বল্পতা, পরিবার পরিকল্পনা ছেড়ে দেওয়ার উচ্চহার এবং অপূরনকৃত চাহিদা।
- নগর ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের দুর্বলতা।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত না থাকা।
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।
- স্বাস্থ্য তথ্য কার্যক্রম জোরদার এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু না থাকা।
- মান সম্পন্ন সেবা নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি, মেডিকেল অডিট এবং স্বাস্থ্য খাতের এক্রিডিটেশন ব্যবস্থা এবংকাঠামোর দুর্বলতা।
- সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহ দরিদ্র জনগণ কর্তৃক কম ব্যবহার করা।

এইচপিএনএসডিপি'র কর্মকৌশল

- মা, নবজাতক ও শিশুর জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সম্প্রসারণ করা।
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সেবা সমূহ বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার কমানো।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক সেবা জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য খাতের সকল ক্ষেত্রে জনবল ও সহায়ক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।
- স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।
- ঔষধ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং মান সম্মত ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং এনজিওদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিসমূহের পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সাধন।

এইচপিএনএসডিপি'র উল্লেখযোগ্য নতুন দিক

- মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অধীনে একটি নতুন অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- শহরের বস্তি, দুর্গম ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিম্ন হার সম্পন্ন এলাকাসমূহে মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা।
- ধাত্রী সেবা প্রদান ও ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।
- যেসব এলাকায় মাতৃমৃত্যু হার বেশী এবং ভৌগলিক ও সামাজিক কারণে সুবিধা বঞ্চিত জনগণ বেশী সেসব এলাকায় সেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মধ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষিত জনবল, দক্ষতা, সুযোগ সুবিধাদির আদান প্রদান।
- মাতৃ স্বাস্থ্য জনিত জটিলতা হ্রাসে সার্বক্ষণিক (২৪/৭) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক সেবা প্রদান।
- বাড়ী বাড়ী সেবা প্রদান, উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগী প্রেরণসহ সার্বিক ভাবে অসুস্থ নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (unmet need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা (ই-হেলথ্) চালু করা।

কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা সমূহ

- গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'র স্বাস্থ্য সেবা, স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তা, নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা।
- শিশুদের ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, নিউমোনিয়া, হাম, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা।
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকাদান কার্যক্রম আরও জোরদার করা।

- কিশোর-কিশোরী এবং সক্ষম দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান।
- মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ জনিত সেবা প্রদান।
- ডায়রিয়ার জন্য ওরাল স্যালাইন, আয়রন ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ।
- বিনামূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ ও নিরাপদ ঔষধ সেবন নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম।
- যক্ষ্মা, গর্ভকালীন বিপদজনক অবস্থা, মারাত্নক ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স সহ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি চিহ্নিত করণ।
- হাসপাতাল ভিত্তিক সার্বক্ষণিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবা/প্রসূতি সেবা প্রদান।
- জেলা হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা প্রদান।
- সকল ধরণের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা।
- যক্ষ্মা রোগীর কফ পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে যক্ষ্মা/কুষ্ঠ রোগের ঔষধ বিতরণ।
- পুষ্টি জ্ঞান প্রদান ও সম্পূরক অনুখাদ্য প্রাণ বিতরণ।
- অপুষ্টি জনিত রোগ চিহ্নিত করা, মারাত্নক অপুষ্টি জনিত রোগীর চিকিৎসা ও উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণ করা।
- রক্ত পরীক্ষা ও নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন।
- মেডিসিন, শল্য চিকিৎসা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, হাড়ের রোগ, চক্ষু ও নাক কান গলা ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদান।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
- জটিল রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ।
- পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবিকা, প্রশিক্ষিত ধাত্রী, প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী তৈরি করা।
- সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

এইচপিএনএসডিপি'র প্রাক্কলিত বরাদ্দ

- মোট প্রাক্কলিত ব্যয় = টাকা ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি ($ ৭.৭ বিলিয়ন)
- রাজস্ব বরাদ্দ = টাকা ৩৪,৮১৬.৮৮ কোটি ($ ৪.৭ বিলিয়ন)
- উন্নয়ন বরাদ্দ = টাকা ২২,১৭৬.৬৬ কোটি ($ ৩.০ বিলিয়ন)
- বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন = টাকা ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি ($ ৫.৯ বিলিয়ন)
- উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়ন = টাকা ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি ($ ১.৮৩ বিলিয়ন)

বিশ্বব্যাংক ও জাইকা এই কর্মসূচিতে ঋণ এবং অনুদান প্রদান করছে। অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী (DFID, SIDA, USAID, CIDA, EC, AusAID, Kfw, WHO, UNICEF, UNFPA, GIZ, UNAIDS, GFTAM, GAVI) সংস্থাসমূহ শুধু অনুদান প্রদান করছে। এই কর্মসূচির আওতায় মোট উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৬১.২৯ ভাগ উন্নয়ন সহযোগীরা প্রদান করবে।

২০১৬ সালের ভিতরে আমরা যা অর্জন করতে চাই

- শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪৩ থেকে ৩১ এ হ্রাস করা।
- ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫৩ থেকে ৪৮ এ হ্রাস করা।
- নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩২ থেকে ২১ এ হ্রাস করা।
- মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৯৪ থেকে ১৪৩ এ কমিয়ে আনা।
- দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার শতকরা ২৬ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ।
- প্রজনন হার (TFR) প্রতি সক্ষম মহিলাতে ২.৩ থেকে ২.০ এ হ্রাস করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার শতকরা ৬১.২ থেকে ৭২ এ উন্নীতকরণ।
- অনুর্ধ্ব-৫ বছর শিশুদের স্বল্প ওজনের হার শতকরা ৪১.০ থেকে ৩৩ এ হ্রাস করা।
- যক্ষ্মা. রোগী চিহ্নিত করণের হার শতকরা ৭২ থেকে ৭৫ এ উন্নীতকরণ।
- অনুর্ধ্ব-১ বছর বয়সী শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাদানের হার শতকরা ৭৮ থেকে ৯০ এ উন্নীত করা।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে অতিরিক্ত ৩০০০ ধাত্রী নিয়োগ।
- নার্সিং কলেজের সংখ্যা ৮ থেকে ১৬ তে উন্নীতকরণ।
- সেবিকার সংখ্যা ২৭,০০০ থেকে ৪০,০০০ এ বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষিত প্রসবকারীর সংখ্যা ৬,৫০০ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা।
- রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৩,০৬৩ থেকে ৭০,০০০ এ বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা ১০,৭২৩ থেকে ১৩,৫০০ তে বৃদ্ধি করা।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩,৮৬০ থেকে ৪,১১৪ এ বৃদ্ধি করা।
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ (আপগ্রেডেশন) ১,৪৪১ থেকে ২,২৪১ এ বৃদ্ধি করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে
মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ

(১) বর্তমান সরকারের কার্যপদ্ধতির সার্বিক কম্পিউটারায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা উক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা ভোগ করছেন। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা/তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেজের লিংকের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন লাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের ৩ বছরের সাফল্যের চিত্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য) ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।

(৩) এছাড়া ফিঙ্গার প্রিন্ট বেজড্ এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে ফলে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(৪) CCTV স্থাপনের ফলে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(৫) এ-টু-আই প্রোগ্রামের আওতায় ৯টি সফটওয়্যার সম্বলিত একটি প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হয়েছে। তন্মধ্যে এইচআর ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কম্পিউটার সেল মন্ত্রণালয়ের লেটার এন্ড ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম পুরোপুরিরুপে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশাসন-১ শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

(৬) অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রাথমকিভাবে ঢাকার সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে চালু করা হয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ করা হবে।

(৭) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি সংক্রান্ত একটি পে-রোল সফটওয়্যার চালু আছে। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ই-মেইল সার্ভার রয়েছে, যার মাধ্যমে সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তর ভিত্তিক ই-মেইল রয়েছে।

(৮) শৃংখলা (বিভাগীয় মামলা) সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে।

(৯) বৈদেশিক ভ্রমন (ফরেন টুর)সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভলপ করা হয়েছে।

(১০) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।

(১১) চিকিৎসা শিক্ষা ছুটি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

আগামী দিনের কার্যক্রমঃ

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ মন্ত্রণালয়ের কাজকে গতিশীল ও সুচারু রূপে করতে হলে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। কম্পিউটার সেল আগামীতে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতের সামগ্রিক বিষয়াদি HR Management & System এর অধীনে একক প্লাটফর্মে আনয়ন তথা ডিজিটালাইজ করার কার্যক্রম চলছে। এছাড়া চিকিৎসা শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার । উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/জেলা হাসপাতাল/উপজেলা হাসপাতাল/ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

কর্মপরিধিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ)টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে উন্নয়নখাতভূক্ত (প্রতি ৬,০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য ১টি করে) প্রস্তাবিত ১৮,০০০(আঠার হাজার) কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ইতোমধ্যে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১১,৮১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে । এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে ৩০ শে জুন, ২০১২ইং পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ৩,১৯৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিক/নার্সিং হোম এবং ৫,৩৬২টি ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন/ হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ/ চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন/পরিকল্পনা ও গবেষণা/প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/এমআইএস/রোগ নিয়ন্ত্রণ/ভান্ডার ও সরবরাহ/হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা/এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখা কাজ করছে ।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

ক) জনবলঃ

রাজস্বখাতে নিয়োগকৃত জনবলঃ-

সাল	১ম শ্রেণী				২য় শ্রেণী		৩য় শ্রেণী		৪র্থ শ্রেণী		মোট		সর্ব মোট
	ক্যাডার		নন-ক্যাডার										
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০০৯	৫০১	৩১৪	-		-	-	-	-	-	-	৫০১	৩১৪	৮১৫
২০১০	-	-	২০৯১	১৪৬০	-	-	৪১৮১	২৭৩১	-	-	৬২৭২	৪১৯১	১০৪৬
২০১১	১৩১	৮১	৩৮২	২০০	-	-	৯২২	৩৭৬	২০৯৩	৮৯৬	৩৫২৮	১৫৫৩	৫০৮১
মোট	৬৩২	৩৯৫	২৪৭৩	১৬৬০	-	-	৫১০৩	৩১০৭	২০৯৩	৮৯৬	১০৩০১	৬০৫৮	১৬৩৯

উন্নয়ন (প্রকল্প)খাতে নিয়োগকৃত জনবলঃ-

সাল	১ম শ্রেণী				২য় শ্রেণী		৩য় শ্রেণী		৪র্থ শ্রেণী		মোট		সর্বমোট
	ক্যাডার		নন-ক্যাডার										
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০০৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০১১	-	-	-	-	-	-	৬২১০	৭০৩০	-	-	-	-	১৩২৪০
মোট													

অনুমোদিত মোট পদ,কর্মরত জনবল ও শূন্য পদের বিবরণঃ-

অনুমোদিত পদ				কর্মরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণী			
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
২২৬০৫	১৫৪১২	৫১৬৮১	২৫৮৩২	১৬৮৭৪	১২৪৬৯	৪১০৪০	২০৭১৭	৫৭৩১	২৪২৯(নার্স) ৫১৪(অন্যান্য পদ)	১০৬৪১	৫১১৫

শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে ছাড়পত্র প্রদানের বিবরণঃ

১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
৫৭৩১	৫১৪ (অন্যান্য পদ) ২৪২৯ (নার্স)	১০৬৪১	৫১১৫	২৪৪৩০ (নার্স সহ)

নব সৃজিত পদ সংখ্যা এবং নব সৃজিত পদের নিয়োগকৃত জনবলের বিবরণঃ

১ম শ্রেণী (ক্যাডার ও নন ক্যাডার)	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১৩৮৪	২৭	১১৯৩	১১৭ (নিয়মিত) ৯২২ (আউট সোর্সিং)	৩৬৪৩

খ) বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ-

- পরিচালক (প্রশাসন)-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদানসহ নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা।
- পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন)- চিকিৎসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- পরিচালক (হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা)-বিকল্প চিকিৎসা সেবা হিসাবে হোমিওপ্যাথিক ও দেশজ চিকিৎসা সেবা বিস্তার ও মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

- পরিচালক (অর্থ)- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।
- পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)-স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সহ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)- রোগীদের নিরাপদ, কার্যকর ও নিভর্রযোগ্য সেবা প্রদানের নিমিত্তে হাসপাতালের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে সহায়তা প্রদান এবং জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- পরিচালক (এমআইএস) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যবহারে সহায়তা প্রদান। স্বাস্থ্য সেবা তথ্য প্রদানকারী সকল স্তরের জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা)-উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে জনসাধারণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ)- জনগণের রোগ নির্মূল, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও সমন্বয় সাধন।
- পরিচালক (ভান্ডার ও সরবরাহ)- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, গাড়ী/অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়, সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- পরিচালক (এমবিডিসি)-যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিচালক (ডেন্টাল)-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ডেন্টাল ইউনিট এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ সমূহের একাডেমিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন সহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ডেন্টাল সার্ভিসের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ এবং দন্ত চিকিৎসকদের চাকুরি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন,সিলেকশন গ্রেড,সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রক্রিয়াকরণ সহ নবনিয়োগে সহায়তা করা।
- প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো- স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ তাদের আচরণে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ঃ

(ক) ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ঃ

অংকসমূহ হাজার টাকায়

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	প্রকৃত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
	রাজস্ব খাত	২০১০-১১	২০১০-১১	২০১০-১১
২৭১১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১২১৫০৩১	১২৮৮৭৯১	১৪৪৪৫৬২
২৭১২	বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান	৬৪২৯৭	৬৬৭৭০	৫৯৭৩১
২৭১৩	সিভিল সার্জন কার্যালয়	৬০৩৭৬৬	৬২৪৭৬২	৪৭৫৬৮৮
২৭১৪	উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়	৫৮৭৮৯৯০	৬১১৪১৮০	৫৪০৯৫৪৭
২৭২২	প্যারামেডিকেল ইনষ্টিটিউট	৩৮৬৪৩	৩৯৫০৮	৩৭১১১
২৭২৩	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়	১০৫২১১	১০৮৪৮৭	১০৮৬২৯
২৭২৪	যক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৩১০১২	৩১৫৫২	৩১৬৮৩
২৭৪২	জেলা হাসপাতাল সমূহ	৩১৯০৮৪০	৩২২৩৭৬৪	৩১৯৮৫৪০
২৭৪৪	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র	৬৫২৫৯৪৯	৭৩৩৭৮০৫	৭৯৪৬৭২৭
২৭৫১-০১৬০	যক্ষা পৃথকীকরণ হাসপাতালসমূহ	৩৭৬৯২	৩৮৫৩১	৩৩০৯৮
২৭৫১-০১৭০	অন্যান্য যক্ষা হাসপাতালসমূহ	১০৮০২০	১১২১০৬	১০৬০৬১
২৭৫১-০১৮০	কুষ্ঠ হাসপাতালসমূহ	৪০০৮২	৪১৭৩৮	৩৮৮৬৭
২৭৭১	যক্ষা কেন্দ্র	১৪৭১৮৭	১৫১৭৬৯	১৪২৪০৪
২৭৭২	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২৮৩৬৯	২৯৬৮৮	২৫৫৪০
২৭৭৫-০০২৭	মডেল ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকসমূহ	৪৬৪৯৯	৪৭৭০৮	৪৩৬৫৬
	সর্বমোট=	১,৮০,৬১,৫৮৮	১,৯২,৫৭,১৫৯	১,৯১,০১,৮৪৪

(খ) ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ঃ

অংকসমূহ হাজার টাকায়

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	প্রকৃত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
	রাজস্ব খাত	২০১১-১২	২০১১-১২	২০১১-১২
২৭১১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১৪২৫০৮৫	১৫০৮৮৩৪	১২৫৩২৩৯
২৭১২	বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান	৭১২৯২	৬৭৫৯১	৬৪৩৩৪
২৭১৩	সিভিল সার্জন	৬৬০০৩৭	৬০৯২৮৪	৬১৩৪৫৩
২৭১৪	উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়	৬৩০৭১৫১	৫৬২৪৭৭৪	৫৭৩৭৩৬২
২৭২২	প্যারামেডিকেল ইনষ্টিটিউট	৪২৯৩০	৪০৫৭৪	৩৬৩৪৬
২৭২৩	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়	১১৩৫৯২	১০৯৭৯২	১০৮০৭৭
২৭২৪	যক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৩৩১৮৫	৩৬৩৩৩	৩৭৪২৩
২৭৪২	জেলা হাসপাতাল	৩৪৫৫১৮১	৩৪৮৭৫৮৬	৩৫৩৫৮৪৯
২৭৪৪	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র	৮০০৯৭৮১	৭৭৩৪৭৫৮	৭৭৪৬১২০
২৭৫১-০১৬০	যক্ষা পৃথকীকরণ হাসপাতাল	৪১০২৫	৩৯০১৮	৩৮৭৯৭
২৭৫১-০১৭০	অন্যান্য যক্ষ্মা হাসপাতাল	১১৮৬১৭	১১৫৯৫৮	১২৩৯৭৬
২৭৫১-০১৮০	কুষ্ঠ হাসপাতাল	৪৪৭৩২	৪২৭৫৯	৪২৬৪৭
২৭৭১	যক্ষা কেন্দ্র	১৬৪২৮৪	১৫৪৩৭১	১৫৮৩২২
২৭৭২	বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩৩৬২৫	৩৩৯৮৮	৩৭০৬১
২৭৭৫-০০২৭	মডেল ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিক সমূহ	৪৯,৯৪৮	৪৫,৭৫০	৪৪,৯৮৫
	সর্বমোট=	২,০৫,৭০,৪৬৫	১,৯৬,৫১,৩৭০	১,৯৫,৭৭,৯৯১

বিভাগ ভিত্তিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ-

প্রশাসনিকঃ- ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন (রাজস্ব খাতভূক্ত) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সহ বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের তথ্যঃ-

ছক-১

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	শূন্য পদ পূরণে গৃহীত ব্যবস্থা
১ম	২০৭০৪	১৬২৪৮	৪৪৫৬	৩১তম, ৩২তম ও ৩৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ সমূহ পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডিপিসি-এর মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।
২য়	১৬১১	১১১৫	৪৯৬	স্বাস্থ্য বিভাগের ২য় শ্রেণীর পদগুলি পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ বিধায় উক্ত শূন্য পদগুলিতে প্রশাসনিক ভাবে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নিয়মিতকরণ করা হয় বিধায় এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।
৩য়	৬৫২৮৪	৫৪৪৩৫	১০৮৪৯	মেডিঃটেক (ল্যাব-১৭৭ ফার্মা- ২৪ রেডিওথেরাপী- ১৬ ফিজিওথেরাপী -১৫৩) মোট-৩৭০টি এবং ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন- ২৮৬৪টি পদের মধ্যে কিছু নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে,কিছু পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অন্যান্য পদগুলি সরকারি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।
৪র্থ	২৬০৪১	২০৯৬১	৫০৮০	৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদ পূরণের লক্ষ্যে ছাড়পত্রকৃত ২৯৩৫ টি পদের মধ্যে কিছু নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে,কিছু পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অন্যান্য পদগুলি সরকারি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।
সর্বমোট	১১৩৬৪০	৯২৭৫৯	২০৮৮১	

ছক-২

নং	শ্রেণী	বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল		মোট	মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা		
১	১ম শ্রেণী	২৯৬৫	১৯৭১	৪৯৩৬	এডহক ভিত্তিতে সহকারী সার্জন পুরুষ-২৪৭৩ মহিলা-১৬৬০সহ মোট-৪১৩৩ জন এবং ২৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে সহকারী সার্জন পুরুষ-৪৩৪ মহিলা-২৭২সহ মোট-৭০৬ জন ও ডেন্টাল সার্জন পুরুষ-৫৮ মহিলা-৩৯সহ মোট- ৯৭ জন সর্বমোট-৪৯৩৬জন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২৯তম বিসিএস এ ২১২ জন এবং ৩০তম বিসিএস এ ৫৬০ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
২	৩য় শ্রেণী	৪২৬৯	২৭৬৪	৭০৩৩	স্বাস্থ্য সহকারী পদে পুরুষ-৩৮৩৫ ও মহিলা-২৫৫৬ জন সহ মোট-৬৩৯১জন, চিকিৎসা সহকারী পদে পুরুষ-৩৪৬ ওমহিলা-১৭৫ সহ মোট-৫২১জন এবং ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদে পুরুষ-৮৮ ও মহিলা-৩৩জন সহ মোট-১২১ জন নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
৩	৪র্থ শ্রেণী	২০৯৩	৮৯৬	২৯৮৯	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
সর্বমোট		৯৩২৭	৫৬৩১	১৪৯৫৮	

(খ) সিলেকশন গ্রেড প্রদানঃ-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ৩য় শ্রেণীর চিকিৎসা সহকারী -১৯৮ জন এবং ফার্মাসিষ্ট-১০৫৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

৬। ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ-

কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের
সাংগঠনিক কাঠামোঃ

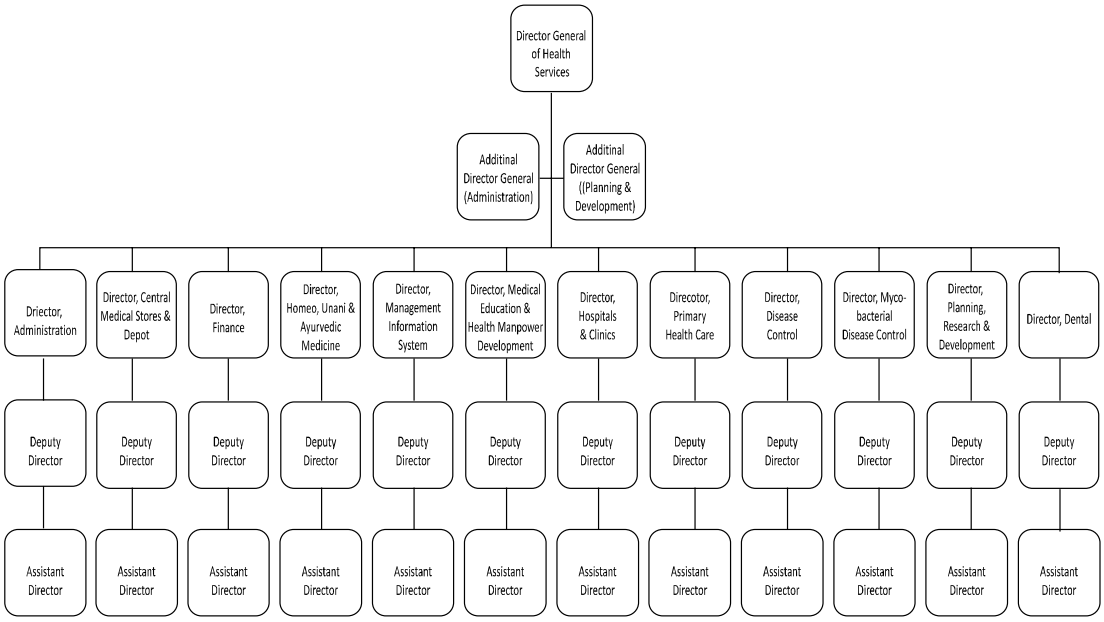

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে
পরিচালিত বিভিন্ন উল্লেখ্যযোগ্য কর্মসূচির বিবরণ

মেটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমএনসিএন্ডএএই)

কর্মপরিধি ও কর্মবন্টনঃ বর্তমানে এমএনসিএন্ডএএইচ এর অধীন মাতৃস্বাস্থ্য, টিকাদান, শিশুস্বাস্থ্য এবং কিশোরী ও স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ৫টি কর্মসূচি বিদ্যমান আছে।

১। মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথঃ মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথ্ কর্মসূচি একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও পাঁচজন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।
এমএনএইচ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষঃ

ক) নিরাপদ প্রসূতি সেবা ও নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তারদের ৬ মাস ব্যাপী এ্যানেসথেসিয়া এবং গাইনি এন্ড অবস এর উপর, নার্সদের পোষ্ট ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারি, মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ দেওয়া।

খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ হাসপাতালগুলোতে ২৪/৭ জরুরি প্রসূতি সেবা ও নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করা।

গ) অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে মাতৃসেবা ও নবজাতকের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

২। আইএমসিআইঃ আইএমসিআই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমএনসিএন্ডএইচ এর লাইন ডাইরেক্টরের এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও ৩ জন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আছেন । বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন মোতাবেক সরকার ২০০০ সাল থেকে ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া সহ অন্যান্য রোগের সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইএমসিআই কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ উপজেলায় এই কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আইএমসিআই এর দুইটি ভাগ হচ্ছে ক) ফ্যাসিলিটি আইএমসিআই খ) কমিউনিটি আইএমসিআই

ক) **ফ্যাসিলিটি আইএমসিআইঃ** ফ্যাসিলিটি আইএমসিআই এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে আগত ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪১০ টি উপজেলায় ফ্যাসিলিটি আইএমসিআই এর কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

খ) **কমিউনিটি আইএমসিআইঃ** কমিউনিটি আইএমসিআই এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়ীতে মা/অভিবাবকদের শিশুর সঠিক যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অসুস্থ শিশুকে সময়মত প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর নিকট অথবা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের কেস ম্যানেজমেন্টের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এ পর্যন্ত ১২০ টি উপজেলায় কমিউনিটি আইএমসিআই এর কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

শিশুদের মান সম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাক্তার ও প্যারামেডিক্সদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চলমান। এ ছাড়া সারা দেশে ঔষধ ও লজিষ্টিক সরবরাহ করা হয়েছে।

৩। **সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই):** ইপিআই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমএনসিএন্ডএএইচ এর লাইন ডাইরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কর্মসূচি। ইপিআই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আছেন একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও ৪ জন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ইপিআই এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল। ইপিআই একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে টিকা দিয়ে প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে শিশুদের অকালমৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা। জন্ম থেকে ১ বছর বয়সের সকল শিশুকে ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হাম, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি ও হিব জনিত রোগের মত মারাত্মক সংক্রামক রোগের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসুচি শুরু করা হয়। এছাড়া ইপিআই এর মাধ্যমে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের ধনুষ্টংকারের হাত থেকে রক্ষার জন্য ৫ ডোজ টিটি টিকা দেওয়া হচ্ছে।

৪। **এ্যাডোলেসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথ্ প্রোগ্রামঃ** এমএনসিএন্ডএএইচ এর লাইন ডাইরেক্টর এর একটি প্রোগ্রাম। স্কুল হেলথ্ একটি পুরাতন কর্মসূচি যার শুরু ১৯৫১ সালে এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে বর্তমানে ২৩টি স্কুল হেলথ্ ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে । এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আছেন একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও ২ জন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার। ১৯৯৪ সালে স্কুল হেলথ্ প্রকল্পের মাধ্যমে এর কর্মকান্ড আরও জোরদার করা হয় এবং প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে একজন করে শিক্ষককে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে হচ্ছে । বর্তমানে HPNSDP তে এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ্ প্রোগ্রাম নামে একটি নতুন প্রোগ্রাম স্কুল হেলথ্ প্রোগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে A&SHP নামে MNC&AH এর অন্তর্গত করা হয়।

স্কুল হেলথ্ এর কার্যক্রম তিনটি ভাগে বিভক্তঃ (ক) স্বাস্থ্যসেবা (খ) স্বাস্থ্যশিক্ষা (গ) স্বাস্থ্যকর স্কুল এর পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ ৩ ভাগে বিভক্তঃ (ক) সার্ভিস প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (গ) পিয়ার এ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপের প্রশিক্ষণ ।

সাকমো, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট, ফার্মাসিস্ট, এফডব্লিউভি, সিনিয়র স্টাফ নার্সগণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা করবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের অধীনস্থ ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করবেন ।

এ পর্যন্ত ৭টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে । স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, হেলথি লাইফ ষ্টাইল, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং চলমান আছে । এ ছাড়াও বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঔষধ ও লজিষ্টিক সরবরাহ করা হয়েছে ।

কর্ম সম্পাদনঃ

১। মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথঃ

প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত মোট ৬৫৭৩ জন মাঠ কর্মী (মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ও এফডব্লিউএ) দের ৬ (ছয়) মাস ব্যাপী এসবিএ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৪৫০ জন মাঠ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ১৮০ জন নার্স কে মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৪০০ জন কে মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলছে। ইওসি কর্মসূচির আওতায় মোট ৭০০ জন ডাক্তার কে গাইনি ও অবস্ বিষয়ে এবং এ্যানেসথেসিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ১০৫ জন ডাক্তার কে এ্যানেসথেসিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

২। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই):

ক) শুরুতে দেশে ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টিকা গ্রহণের হার ছিল অত্যন্ত কম অর্থাৎ শতকরা ২%। পরবর্তীতে ইপিআই কর্মসূচি জোরদারকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে টিকা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১০ সালে সারাদেশ ব্যাপী পরিচালিত কভারেজ ইভাল্যুয়েশন সার্ভে অনুযায়ী ১ বছরের নিচে শিশুদের কার্যকর সকল টিকা গ্রহণের হার ছিল শতকরা ৭৯ ভাগ। এর মধ্যে বিসিজি ৯৯%, ওপিভি৩ ৯৪%, ডিপিটি৩ ৮৯%, হেপাটাইটিস-বি৩ ৮৯% এবং হাম ৮৫%। ২০১১ সালে সারাদেশ ব্যাপী পরিচালিত কভারেজ ইভাল্যুয়েশন সার্ভে (প্রকাশের অপেক্ষায়) অনুযায়ী ১ বছরের নিচে শিশুদের কার্যকর সকল টিকা গ্রহণের হার ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। এর মধ্যে বিসিজি ৯৯%, ওপিভি৩ ৯৫%, পেন্টা৩ ৯০% এবং হাম ৮৫.৫%।

খ) নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির পাশাপাশি দেশকে পোলিওমুক্ত অবস্থায় বজায় রাখার জন্য ২০১০ এবং ২০১১ সালে যথাক্রমে ১৯তম ও ২০তম জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে। ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বরের পর থেকে দেশে কোন পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। এছাড়া হাম রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের হামের দ্বিতীয় ডোজ পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য ২০১০ সালে দেশব্যাপী মিজেলস ফলো-আপ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছে। ফলে ২০১০ ও ২০১১ সালে দেশে কোন হামের রোগী পাওয়া যায়নি।

গ) মান সম্পন্ন টিকাদান কর্মসূচি বজায় রাখার জন্য ২০১১ সালে সারাদেশ ব্যাপী নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার স্বাস্থ্য সহকারীদেরকে ইপিআই বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩। আই এমসিআইঃ

১. ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে ৮৪২ জন প্যারামেডিক্স (MA, SACMO, SSN) এবং ২৪২ জন ডাক্তারকে IMCI ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২. ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে ১৪৯১ জন প্যারামেডিক্স (MA, SACMO, SSN) এবং ৪০৪ জন ডাক্তারকে IMCI ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩. ১ টি জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। কৌশল পত্রের আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা কোর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪. ১ টি ইনডোর ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন প্রস্তুত ও প্রিন্ট, ষ্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গাইড লাইন তেরি করা হয়েছে।

৫. নবজাতকের চিকিৎসায় Standard Operating Procedure (SOP) তৈরি করা হয়েছে।

৬. নবজাতকের মৃত্যু রোধকল্পে হেল্প্ বেবীস ব্রেথ ইনিসিয়েটিভের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের ৩৪৩৪ জন ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স ও মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৭. মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৪। এ্যাডোলেসেন্ট এন্ড স্কুল হেলথঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ১০২৯ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৮৮২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । ৬০০ শিক্ষককে দাঁত, ভিশন, হেয়ারিং ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের এসব বিষয়ে স্ক্রিনিং করা হবে যা চলমান আছে । ১১১৮ জন সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ১৮৮৯ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ্ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা চলমান আছে । ১৫৬০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে পিয়ার গ্রুপের মাধ্যমে এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ্ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা চলমান আছে ।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

ক) ২০১০-২০১১ আর্থিক বৎসরে HNPSP প্রোগ্রামের আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান Essential Service Delivery (ESD) এর নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছেঃ

১। সাপোর্ট সার্ভিস এন্ড কো-অর্ডিনেশন ২। প্রজনন স্বাস্থ্য ৩। শিশু স্বাস্থ্য ৪। সীমিত প্রতিষেধক সেবা ৫। আরবান স্বাস্থ্য ও ৬। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ।

নিম্নে প্রতিটি খাতে বাজেট ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	সাপোর্ট সার্ভিস এন্ড কো-অর্ডিনেশন	৩,৭৪৩.৫৩	৩,৪১২.২৬
২	প্রজনন স্বাস্থ্য	৫,০৭২.৯৭	৩,২১০.০২
৩	শিশু স্বাস্থ্য	২৫,৭৬৯.১৯	২৫,৬০২.৪৩
৪	সীমিত প্রতিষেধক সেবা	৭১.৪৮	৭১.৪৮
৫	আরবান স্বাস্থ্য	৮৬.৭৫	৮৬.৭৫
৬	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩০৯.০৮	৩০৯.০৮
	মোট	৩৫০৫৩.০০	৩২৬৯২.০২

খ) ২০১১-২০১২ আর্থিক বৎসরে HPNSDP প্রোগ্রামের আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান Maternal Neonatal Child and Adolescent Health (MNC&AH) এর নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছেঃ

১। মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথ (এমএনএইচ) ২। ইপিআই ৩। আইএমসিআই ৪। রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এ্যাডোলসেন্ট হেলথ ৫। স্কুল হেলথ

নিম্নে প্রতিটি খাতে বাজেট ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করা হলো (জুন/২০১২ পর্যন্ত):

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথ্	১২৫৬৯.৫৭	৯২২৯.৮৮
২	ইপিআই	৩৬৯৫৪.৩০	৩৩৬৬০.৩২
৩	আইএমসিআই	১৬০১.৬৭	১১৮০.৮২
৪	রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ্	১৫৬.৬৫	১৪০.২৮
৫	স্কুল হেলথ্	৪১৭.৮১	১৮৪.০২
	মোট	৫১,৭০০.০০	৪৪৩৯৫.৩২

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। মেটারনাল এন্ড নিওনেটাল হেলথ্:

ক) ডিএসএফঃ প্রতি বৎসর ২০ টি করে উপজেলায় ডিএসএফ কার্যক্রম বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে।

খ) ইএমওসিঃ প্রতি বৎসর ১০ টি করে উপজেলায় ইএমওসি (CEmoc) কার্যক্রম বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে।

গ) সিএসবিএ প্রশিক্ষণঃ ২০১৪ সালের মধ্যে ১০২৩০ জন মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ঘ) মিডওয়াইফস প্রশিক্ষণঃ ২০১৪ সালের মধ্যে ২৭৩২ জন নার্সকে পোষ্ট ডিপ্লোমা মিডওয়াইফস্ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ঙ) ইওসি প্রশিক্ষণঃ ২০১৬ সালের মধ্যে ১৭০ টি উপজেলায় ৫৬৮ জন পেয়ার তৈরির লক্ষ্যে ডাক্তারদের ৬ মাসব্যাপী এ্যানেসথেসিয়া এবং গাইনি অবস্ এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২। ইপিআইঃ

ক) রুবেলা রোগ তথা সিআরএস নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১২ সাল থেকে ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে ১ বছরের নিচে সকল শিশুকে এমআর টিকা দেওয়া হবে।

খ) ২০১৬ সালের মধ্যে হাম রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০১২ সালে হামের দ্বিতীয় ডোজ টিকা চালু করা হবে।

গ) ২০১৩ সালে শিশুদের নিউমোনিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য ইপিআই কর্মসূচিতে পিসিভি ভ্যাকসিন সংযোজন করার পরিকল্পনা আছে।

৩। আইএমসিআইঃ

ক) সারা দেশে ফ্যাসিলিটি আইএমসিআই ও কমিউনিটি আইএমসিআই এর কর্মকান্ড সম্প্রসারণ

খ) ডাক্তার ও নার্সদের অসুস্থ নবজাতকের ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

গ) জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্রের আলোকে ৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২৫ টি জেলা হাসপাতাল এবং ১৫ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে।

ঘ) প্যারামেডিক্সদের কারিকুলামে আইএমসিআই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৪। এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ্ এন্ড স্কুল হেলথ্:

ক) সারা দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১ জন করে শিক্ষককে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

খ) সারা দেশের প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ১ জন করে শিক্ষককে দাঁত, ভিশন, হিয়ারিং ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের এসব বিষয়ে স্ক্রিনিং করা হবে।

গ) সারা দেশের প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় থেকে একজন করে শিক্ষককে এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান (ইএসডি)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন প্রোগ্রামের (HPNSDP) (২০১১-২০১৬) আওতাধীন অত্যাবশ্যকীয় সেবা (ESD) প্রদানের কম্পোনেন্টগুলি নিম্নরূপঃ-

১) সহায়ক সেবা ও সমন্বয়
২) উপজেলা হেলথ্ সিস্টেম ও রেফারেল সিষ্টেম শক্তিশালীকরণ
৩) সীমিত প্রতিষেধক সেবা (এলসিসি)
৪) মেন্টাল হেলথ্
৫) ট্রাইবাল হেলথ্
৬) আরবান হেলথ্
৭) ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট।

কর্মপরিধি ও কর্মবণ্টনঃ-

অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান (ইএসডি)'র আওতায় ৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপঃ-

১। সহায়ক সেবা ও সমন্বয়-
২। সীমিত প্রতিষেধক সেবা (এলসিসি)
৩। আরবান হেলথ্
৪। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৫। মেন্টাল হেলথ্ এন্ড অটিজম-
৬। ট্রাইবাল হেলথ্
৭। উপজেলা হেলথ্ সিস্টেম ও রেফারেল সিস্টেম

উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের জন্য ০১ (এক) জন লাইন ডাইরেক্টর ও ০২ (দুই) জন প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ০৮ (আট) জন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন।

অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান (ESD) শাখার সামগ্রিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-

তৃণমূল পর্যায়ে সাধারন মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও শক্তিশালীকরণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্ম সম্পাদনঃ-

ক) ট্রাইবাল হেলথঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (Health Population and Nutrition Sector Development Program (HPNSDP) এর অনুমোদিত ২০১১-২০১৬ অর্থ বছরে অপারেশনাল প্ল্যানের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালায় ট্রাইবাল হেলথ্ কর্মকৌশল ও গাইড লাইন প্রণয়ন। তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষত দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারই আলোকে বৃহত্তর পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলা (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান), দেশের অন্যান্য পাহাড়ী এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত ট্রাইবাল জনগোষ্ঠি

বিশেষ করে দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকা যেখানে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো এখনো সম্ভব হয়নি, সেসব এলাকার জনগোষ্ঠিকে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এনে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে তাঁদের সচেতনতা ও স্বতস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা এই প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। এরই আলোকে ০৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ট্রাইবাল হেলথ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'গাইড লাইন ও কর্মকৌশল প্রণয়ন সংক্রান্ত ' একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ট্রাইবাল হেলথ্ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য খসড়া গাইড লাইন ও কর্মকৌশল প্রণীত হয়।

খ) মেন্টাল হেলথ্ এন্ড অটিজমঃ-

জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সাকমো (SACMO), নার্স ও প্যারামেডিক্সদের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি সংক্রান্ত ৭ টি কর্মশালা সম্পাদন হয়েছে। মডিউল তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে।

গ) উপজেলা হেলথ্ সিস্টেমঃ

- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা, এনজিও সমন্বয়ে সভা করা হয়;
- এনজিও মা ও মনি কর্তৃক হবিগঞ্জ জেলায় পরিচালিত হেলথ্ সিস্টেম ও রেফারেল সিস্টেম কার্যক্রম পরিদর্শন ও মত বিনিময় সভা করা হয়;
- জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারীং কমিটি ও টেকনিকেল কমিটি গঠন ও তাদের TOR নির্ধারণের জন্য দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- খসড়া স্টিয়ারীং কমিটি ও টেকনিকেল কমিটি গঠন ও তাদের TOR অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;
- রেফারেল সিস্টেম শক্তিশালীকরণে বিদ্যমান রেফারেল সিস্টেম এর বেজলাইন সার্ভে কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন।

ঘ) লিমিটেড কিউরেটিভ কেয়ারঃ

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগ শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে Need Based তালিকা প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সভা করা হয়;
- এলসিসির আওতায় উপজেলা ও তদনিম্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহযোগ্য জরুরি ঔষধ ও এমএসআর এর তালিকা Need Based ভিত্তিতে করা হয়েছে;
- মালামাল ক্রয়ের জন্য পরিচালক ভান্ডার ও সরবরাহের অনুকূলে ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়েছে।

ঙ) আরবান হেলথ কেয়ারঃ

১। Urban dispensary গুলোর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রতিটি Dispensary তে HPNSDP'র লোগো সহ সাইনবোর্ড স্থাপন;

২। প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন;

৩। একটি পরিদর্শন টিম গঠন।

চ) ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্টঃ-

৪২৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্জ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য লজিষ্টিক ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

ছ) সহায়ক সেবা ও সমন্বয়ঃ

- ২০১০-১১ সনে ২৮টি এবং ২০১১-১২ সনে ৩৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আসবাপত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- ২০১০-১১ সনে ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স ও ৮টি X-Ray মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে;
- ২৪৮ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ-

ক) উন্নয়ন খাতঃ

লক্ষ টাকায়

অর্থ সন	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
২০১০-১১	৩৫০৫৩.০০	৩২৬৯২.০২	৯৩.০০%
২০১১-১২	২২০০.০০	৮৭২.৩৭	৪০.০০%

খ) রাজস্ব খাতঃ প্রযোজ্য নয়

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ-

এলসিসিঃ

LCC এর মাধ্যমে Medical emergency সেবাকে উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪২৪ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা।

ট্রাইবাল হেলথ্:

পার্বত্য জেলা সমূহের

- বিভিন্ন পর্যায়ে কো-অর্ডিনেশন ও এ্যাডভোকেসি মিটিং
- স্থানীয় ভাষায় যোগাযোগ উপকরণ তৈরি ও প্রচার
- মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধীনে চলমান প্রোগ্রাম সমূহ সমন্বয় করে দক্ষতা, জ্ঞানবৃদ্ধি ও ইতিবাচক মনোভাবের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পার্বত্য জেলা ছাড়াও অন্যান্য জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একইভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় আনা।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

২০১৬ সালের মধ্যে ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ, ডিসপোজিবাল পিট নির্মাণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মালামাল সরবরাহের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

উপজেলা হেলথ্ সিস্টেমঃ

- ❖ উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং গ্রাম স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন।
- ❖ উপজেলা ও তদনিম্নপর্যায়ের জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ❖ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জটিল রোগীদের দ্রুত উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা বা শক্তিশালী রেফারেল কার্যক্রম গড়ে তোলা।
- ❖ ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলিকে পর্যায়ক্রমে জরুরি প্রসূতি সেবার আওতায় নরমাল ডেলিভারীর জন্য উপযোগী করে তোলা।

আরবান হেলথ্:

কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সকল কেন্দ্রের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।

- Urban dispensary গুলোকে শক্তিশালী করে বিকেলে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- Urban Health Service Mapping এর জন্য TA পুল হতে পরামর্শক নিয়োগ।
- MOLGRDC এর সাথে Collaboration এর মাধ্যমে বিভিন্ন Seminar ও Workshop এর মাধ্যমে Urban health strategy ও Urban health development plan প্রণয়ন করা।
- Urban dispensary গুলোর সাথে Secondএবং Third Level hospital গুলোতে adequate referral system প্রণয়নের জন্য guideline প্রস্তুত করা।
- General Physician system চালু করা ও তার feasibility explore করা।
- Service Provider দের নিকট BCC Training manual and materials পৌঁছানোর জন্য Training দেয়া।
- বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য BCC materials develop করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন Garments factory তে Garments workers দের Training orientation দেয়া।
- বস্তিএলাকা গুলোতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য সেবিকা নিয়োগ দেয়া।

মেন্টাল হেলথ্ এন্ড অটিজমঃ-

- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মেন্টাল হেলথ ও অটিজম বিষয়ে নার্স, সাকমো ও প্যারামেডিক্সদের প্রতি মাসে ব্যাচ প্রতি ২০ জনের মোট ১০ব্যাচ করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এগিয়ে নেয়া হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। স্বাস্থ্য জনগণের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা, স্বাস্থ্য রক্ষায় নিজেদের এগিয়ে আসা ও সর্বক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, বয়োঃবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ সংরক্ষণ এবং যথাযথ বিনিয়োগ হলে দেশের কাংখিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক লব্ধ জ্ঞানের একটি প্রয়োগ কৌশল যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য বিধিকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে স্বাস্থ্য সূচকেও অনুকূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। রোগের জন্য রোগীর চিকিৎসা অপরিহার্য। জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রথা ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মানুষের স্বাস্থ্য অভ্যাসের গুণগত পরিবর্তন আনাও অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে স্বাস্থ্য অভ্যাসে গুণগত পরিবর্তন না আসার কারণে নানাবিধ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ব্যাধিতে জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা নিরসনকল্পে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো সকল পর্যায়ে জনগণের কাছে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্য বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে রাজস্বখাতে সদর দপ্তরে ১ (এক) জন প্রধান, ২ (দুই) জন উপ-প্রধান, ৪(চার) জন সহকারী প্রধান, ১(এক) জন মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ১(এক) জন ট্রেনিং এন্ড ফিল্ড অফিসার, ১(এক) জন প্রেস ম্যানেজার, ২(দুই) জন রিসার্চ অফিসার ও ১(এক) জন ষ্টোর এন্ড সাপ্লাই অফিসার এবং ৫০(পঞ্চাশ) জন সহায়ক জনবল আছে। উন্নয়ন খাতে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১১টি পদের সংস্থান রয়েছে। ব্যুরোর সদর দপ্তরে দুটি বিভাগ আছেঃ একটি কারিগরি সহায়তা ও অপরটি প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এ ছাড়াও দুটো বিভাগে ১২(বার)টি ফাংশনাল ইউনিট রয়েছে যথাঃ পরিকল্পনা ও গবেষণা উন্নয়ন ইউনিট, প্রশাসন ইউনিট, প্রশিক্ষণ ও আইপিসি ইউনিট, মিডিয়া উন্নয়ন ইউনিট, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইউনিট, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, হাসপাতাল স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, পেশাগত/শিল্প স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, কমিউনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, পরিবেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, আপৎকালীন/জরুরি স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবা ইউনিট ও প্রিন্টিং প্রেস ইউনিট।

বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর দপ্তরে ১ (এক) জন বিভাগীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ৩(তিন) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ১(এক) জন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, ১(এক) জন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ২(দুই) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। হাসপাতাল পর্যায়ে সদর হাসাপাতালে/৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ২(দুই) জন করে হাসপাতাল শিক্ষাবিদ রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রণ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস ও জরুরি স্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান রয়েছে।

কর্ম পরিধিঃ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট ও জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিটের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীগণ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে আসছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো হতে বিভিন্ন পর্যায়ে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের চাহিদা নিরূপণ ও প্রাপ্ত সম্পদ বিবেচনা করে সরকার স্বাস্থ্য সেক্টরে অন্যান্য কার্যক্রমের ন্যায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচী (HPNSDP) এর মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে MDG-2015 লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য অনুযায়ী IMR ৫২ থেকে ৩১-এ হ্রাস, অনূর্ধ ৫ বছরের শিশু মৃত্যুহার ৬৫ থেকে ৪৮-এ হ্রাস, নবজাতকের মৃত্যুহার ৩৭ থেকে ২১-এ হ্রাস, MMR- ১৯৪ থেকে ১৪৩-এ হ্রাস, TB রোগী চিহ্নিত করনের হার ৭২ থেকে ৭৫-এ বৃদ্ধি, অনূর্ধ ১ বছরের শিশুর টিকা সম্পূর্নের হার ৭৮ থেকে ৯০-এ বৃদ্ধি, TFR-২.৫ থেকে ২.০০-এ হ্রাস ও CPR- ৬১.৭ থেকে ৭২.০০-তে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে হেলথ্ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

হেলথ্ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন কার্যক্রমের আওতায় ২০১০-১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিশেষ কার্যক্রম সমূহঃ

প্রশাসনিকঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের ১৭ (সতের) টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা জনশক্তি উন্নয়নে প্রশিক্ষণঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে ১০ (দশ) টি (টি ও টি), বিভাগীয় পর্যায়ে ৪ (চার) টি ও জেলা পর্যায়ে ৮ (আট) টি স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম উন্নয়নঃ

১. ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২০ (বিশ) টি জেলায় নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সহযোগিতাঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে জাতীয় পর্যায়ে ৪ (চার) টি
২. বিভাগীয় পর্যায়ে ৭ (সাত) টি এবং
৩. জেলা পর্যায়ে ২১ (একুশ) টি আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্য দাতা সংস্থার সহযোগিতাঃ

১. USAID'র বিসিসি কনসালটেন্ট এর সাথে ''হেলথ্ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন'' স্ট্র্যাটেজি পুনঃবিন্যাস/হালনাগাদ করণের বিষয়ে কয়েকটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পত্রিকার (প্রিন্ট মিডিয়া) মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
২. যক্ষ্মা নির্মূলে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে লেখা অভিনন্দনপত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।
৩. ডায়রিয়া প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
৪. নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১২ উদযাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো আয়োজন।
২. নিপাহ্ ভাইরাস প্রতিরোধ জনসচেতনতার লক্ষ্যে ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও বিটিভিতে প্রচার।
৩. বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য সেক্টরে ৩ (তিন) বছরের অগ্রগতির উপর টিভি ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও টেলিভিশনে প্রচার।
৪. সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার।

জারীগানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উপযাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।
২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা মুদ্রিত উপকরণঃ

১. স্বাস্থ্য সেক্টরের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ।
২. স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (টি ও টি) জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।
৩. বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের হেলথ্ সুপারভাইজরী পার্সনেলদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।
৪. বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শুভেচ্ছা কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ।

অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে ১ (এক) টি বিভাগ ও ৬ (ছয়) টি জেলায় ৭ (সাত) টি মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রজেকশন স্ক্রীন বিতরণ করা হয়েছে।
২. মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিবিধঃ

১. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর লোগো প্রস্তুত ও এর উন্মোচন অনুষ্ঠান।
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
৩. ৪র্থ বিশ্ব অটিজম দিবস উদযাপন।
৪. জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উদযাপন।
৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ।

বাজেট বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
২০১০-১১	**১০৭৪.০০** (জিওবিঃ ৮৭৪.০০) (আরপিএঃ ১৫০.০০) (ডিপিএঃ ৫০.০০)	**১০৬৯.৬৬** (জিওবিঃ ৮৬৯.৬৮) (আরপিএঃ ১৪৯.৯৮) (ডিপিএঃ ৫০.০০)	
২০১১-১২	**১১৭৫.০০** (জিওবিঃ ৪৭৫.০০) (আরপিএঃ ৬০০.০০) (ডিপিএঃ ১০০.০০)	**১১২৬.১৪** (জিওবিঃ ৪৪৫.১৮) (আরপিএঃ ৫৮০.৯৬) (ডিপিএঃ ১০০.০০)	
সর্বমোটঃ	**২২৪৯.০০** (জিওবিঃ ১৩৪৯.০০) (আরপিএঃ ৭৫০.০০) (ডিপিএঃ ১৫০.০০)	**২১৯৫.৮০** (জিওবিঃ ১৩১৪.৮৬) (আরপিএঃ ৭৩০.৯৪) (ডিপিএঃ ১৫০.০০)	

ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
- বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়ক কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেস আধুনিকায়ন।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে সকল জেলার জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান সংগ্রহ ও সরবরাহ।
- বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ল্যাপটপ ও ডিজিটাল ক্যামেরা সরবরাহ করাসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা কাজে ব্যবহৃত আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহসহ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে জনগণকে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সংক্রামক ও অংসক্রামক রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা পেশায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য কর্মরত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত (টেকনিক্যাল) কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।

হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট

কর্মপরিধিঃ

বাংলাদেশে দারিদ্য বিমোচনের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য সেবার কোন বিকল্প নেই। প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালসমূহের সেবার মান স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবধারিত একটি বিষয়। দারিদ্র বিমোচনের সমন্বিত পরিকল্পনায় ২০১৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু সূচক অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দান প্রক্রিয়া এই ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখে। এইচএসএম এর লাইন ডাইরেক্টর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করছেন। এখানে কিছু মূল্যবান বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন উপযুক্ত সম্পদ বন্টন, স্থানীয় পর্যায়ে অধিকতর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রত্যর্পণ, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনার সময়োপযোগী সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইউজার ফি ব্যবহার পদ্ধতি, সংগ্রহ বিকেন্দ্রীকরণ, হাসপাতাল সমূহে নারী, শিশু ও দরিদ্রের অগ্রাধিকার।

কর্মবন্টনঃ

১। **সরকারি হাসপাতাল সমূহে সেবার মান অক্ষুন্ন রাখার চলমান প্রক্রিয়াঃ** সরকার পর্যায়ক্রমে সকল হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এই লক্ষ্যে উন্নয়ন খাতে হাসপাতালসমূহে (১) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান (২) দৈনন্দিন ব্যয়ভার (৩) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪) সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি খাতে অর্থ প্রদান করা হয়।

২। **উন্নত হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ** হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। রোগীর ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম পরিচালনা হয়। এটি দুই ভাবে সম্পাদন হয় (১) হাসপাতাল অভ্যন্তরে ও (২) হাসপাতালের বাইরে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম এর মাধ্যমে-

(ক) পর্যায়ক্রমে সকল হাসপাতালকে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আয়ত্তে আনা

(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

(গ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সম্পদ সরবরাহ

(ঘ) Local level plan প্রণয়ন

(ঙ) তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ।

৩। **স্ট্যান্ডার্ড রেফারেল পদ্ধতি প্রণয়নঃ-**

প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল সমূহের মধ্যে সামগ্রিক উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী রেফারেল পদ্ধতি প্রণয়ন এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। রেফারেল নিম্নগামীও হতে পারে। এর সাথে প্রয়োজনীয় ফলো-আপ নির্দেশনাও দেওয়া হয়। সঠিক পদ্ধতিতে রেফারেল সিষ্টেম চালু করা হলে প্রাথমিক স্তরের এবং অন্যান্য স্তরের হাসপাতালে অধিক রোগীর চাপ কমবে ও সেবার গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকবে।

৪। **নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনঃ**

বিভিন্ন রক্তবাহিত রোগ থেকে রোগীদের রক্ষা করার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য প্ল্যান অফ একশান প্রণীত হয়েছে।

৫। **কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্রোগ্রামঃ-**

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবাদানকারীদের মধ্যে সেবার গুণগতমানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে সেবার গুণগতমান নিশ্চিত করা।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যঃ-

ক) স্বাস্থ্য সেবার সকল পর্যায়ে মান উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার সহায়তা করা

খ) সেবা গ্রহীতা ও প্রদানকারীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা

গ) মেডিকেল অডিট, এক্রিডিটেশন এবং বেঞ্চমার্কিং পদ্ধতি শুরু করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবায় রেগুলেটরী ব্যবস্থা চালু করা

৬। হসপিটাল অটোনমি ও ডিসেন্ট্রালাইজেশনঃ-

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে সরকারি হাসপাতালসমূহে গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য HPNSDP এর HSM এ হাসপাতাল স্বায়ত্বশাসন ও বিকেন্দ্রীকরন একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। সরকারি হাসপাতালসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুলাংশেই উচ্চ পর্যায়ের মতামতের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। সীমিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায় জরুরি/অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ/অনুমোদনে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। দাতা সংস্থা ও দেশের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অব্যাহত সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ক্রমান্বয়ে জেলা হাসপাতালগুলোতে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি খসড়া (স্বায়ত্বশাসন) বিল ২০০৭ চূড়ান্তকরনের প্রক্রিয়াও চলছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পনের সাথে সাথে সেবা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সরকারের প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সমতা, মানসম্পন্নতা এবং রোগীর সন্তুষ্টি এক্ষেত্রে হাসপাতাল স্বায়ত্বশাসনের মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার অধিক মানসম্পন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অধিক কার্যকরী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৭। হসপিটাল এক্রিডিটেশন কার্যক্রম প্রণয়নঃ-

এক্রিডিটেশন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ দল নির্ধারণ করে দেয় একটি হাসপাতালের মান সম্মত ও উপযুক্ত ভাবে সেবা প্রদান করার যোগ্যতা আছে কিনা। প্রচলিত মানদন্ডের বাইরে তারা একটি চেকলিষ্টের মাধ্যমে হাসপাতালের কার্যক্রম সমূহ পর্যবেক্ষণ করে একটি রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমেঃ-

- হাসপাতালের সেবার মান অক্ষুন্ন রাখা যায়।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
- হাসপাতালে সেবা প্রদানকারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

৮। টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টঃ-

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সব ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন চলছে। বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার জন্য গ্রাহক সেবার মান অক্ষুন্ন রাখা সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন। গ্রাহকের চাহিদা ও গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবার মান উন্নত করার জন্য টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রণয়ন করা হয়েছে।

TQM এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করা হয়। যেহেতু মানব সম্পদ উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাই মানব সম্পদকে প্রতিযোগিতা মূলক ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়।

৯। হাসপাতাল EOC ও জেন্ডার সেনসিটিভিটিঃ

হাসপাতাল নির্ভর EOC ও জেন্ডার সেনসিটিভিটি কার্যক্রম বিভিন্ন হাসপাতালে EOC সেবা প্রণয়ন ও চলমান রাখার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। জেন্ডার ধারনা, জেন্ডার মেইনষ্ট্রিমিং ও জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা সর্ম্পকে হাসপাতালে সেবা প্রদানকারীদের অবহিত করা হয়।

১০। নারীবান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রমঃ-

বিভিন্ন হাসপাতালকে নারীবান্ধব হিসাবে চিহ্নিতকরণ এবং তার ৪টি স্তম্ভ শিশু স্বাস্থ্য, জেন্ডার সেনসিটিভিটি, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও মানসম্মত সেবা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ। নারী যেন মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সাথে সঠিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ। মোট ২৪টি হাসপাতালে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১১। উন্নততর বিষক্রিয়া ব্যবস্থাপনাঃ

বিষক্রিয়া ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমাত্র সরকারি হাসপাতাল সমূহে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রণয়ন করা দরকার। তাই বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসকগণকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়াও HSM অপারেশনাল প্ল্যানে নিম্নবর্ণিত কর্ম সমূহ বন্টন করা হয়েছেঃ

১২। National Electro Medical Equipment Workshop (NEMEW), Transport Equipment Maintenance Workshop (TEMO) এর কার্যক্রম জোরদারকরণ

১৩। বিশেষায়িত সার্জিকেল সেবা যেমন-ঠোঁটকাটা ও অগ্নি দূর্ঘটনার পরবর্তী পুড়ে যাওয়া রোগীদের পুনর্বাসন স্বাস্থ্য সেবা

১৪। NITOR এর উন্নীতকরণ

১৫। পোষ্টমর্টেম সার্ভিস উন্নয়ন: এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসকগণকে উন্নত ও নবতর পোষ্টমর্টেম কার্যপ্রণালী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা

১৬। মেডিকেল গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন

১৭। এভিডেন্স বেজড প্রাকটিস: চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নবতর ও উদ্ভাবনাময়ী কার্যক্রম

১৮। ২য় ও ৩য় পর্যায়ের হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন: এই সকল হাসপাতালে অটিজম সহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহ সার্বিক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সেবা প্রদান

১৯। হাসপাতালের ইমার্জেন্সী সার্ভিস জোরদারকরণ: এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাসপাতালের জরুরি সেবার মান উন্নয়ন

২০। হাসপাতাল সেবাপ্রদানকারীদের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম: এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবা প্রদানকারীদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া

২১। ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম

২২। বেসরকারি হাসপাতালসমূহে রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

২৩। ইনফেকশন কন্ট্রোল প্রোগ্রাম: এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবা প্রদানকারীদের সংক্রমন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান

২৪। ওয়াক ফর লাইফ

২৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ব্লাড সেফটি প্রোগ্রাম: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত বিষয়ে হাসপাতাল সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ২০১১-১২ (জুন/২০১২ইং পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ - ২০১১-১২	ব্যয় ২০১১-১২ (জুন/'১২ইং পর্যন্ত)
১.	কন্টিনিউয়েশন অব পাবলিক সেক্টর - হসপিটাল সার্ভিস	১৭৯৭১.৫০	১০৪৪০.৬৫
২.	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২৯২.০০	৭২.৫৫
৩.	স্ট্যান্ডার্ড রেফারেল পদ্ধতি প্রণয়ন	৫১.৭০	১০.৫১
৪.	হসপিটাল এক্রিডিটেশন কার্যক্রম প্রনয়ন	৩৩.২৩	২.৫৮
৫.	নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন	১৯২.৮৯	৩৬.৯৫
৬.	কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স প্রোগ্রাম	১৪৩.০০	৪৫.৭০
৭.	টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট	৫৮.৭০	২৮.৩৯
৮.	এভিডেন্স বেজড প্রাকটিস	৪৭.৭১	৩.৬৮
৯.	হসপিটাল অটোনমি ও ডিসেন্ট্রালাইজেশন	৩.০০	০.৪৮
১০.	হাসপাতালে EOC ও জেন্ডার সেনসিটিভিটি	১৫.০০	৪.০৪
১১.	নারীবান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম	৩৩২.০০	১৮৫.৩৩
১২.	উন্নততর বিষক্রিয়া ব্যবস্থাপনা	৪৬.৩৩	৫.৮৬
১৩.	লাইন ডাইরেক্টর - হাসপাতাল সেবা ব্যবস্থাপনা এর দক্ষতা বৃদ্ধি	৮৯.৫৯	২৫.১৯
১৪.	NEMEWএর কার্যক্রম জোরদারকরণ	--	--
১৫.	TEMO এর কার্যক্রম জোরদারকরণ	২৪৫.০০	১৩৫.০০
১৬.	বিশেষায়িত সার্জিকেল সেবা যেমন-ঠোঁটকাটা ও অগ্নি দূর্ঘটনার পরবর্তী পুড়ে যাওয়া রোগীদের পুনর্বাসন স্বাস্থ্য সেবা	--	--
১৭.	NITOR এর উন্নীতকরণ	৪০.০০	--
১৮.	পোষ্টমর্টেম সার্ভিস উন্নয়ন	৫.০০	--
১৯.	মেডিকেল গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন	--	--
২০.	২য় ও ৩য় পর্যায়ের হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন	২৯৭.০০	১৫২.৭৭
২১.	হাসপাতালের ইমার্জেন্সী সার্ভিস জোরদারকরণ	৪৩.৩১	৩.৩১
২২.	হাসপাতাল সেবাপ্রদানকারীদের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	--	--
২৩.	ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম	৯.১৬	৩.৫৭
২৪.	বেসরকারি হাসপাতাল সমূহে রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন	১৫.০০	১৫.০০
২৫.	ইনফেকশন কন্ট্রোল প্রোগ্রাম	৪৫.৮৮	০.৪৩
২৬.	ওয়াক ফর লাইফ	৮০.০০	--
২৭.	WHO-BAN Blood Safety	৯৩.০০	৩৯.৩৪
	মোট:	২০১৫০.০০	১১২১১.৩৩

জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন)

কর্মপরিধি ও কর্মবন্টনঃ

জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস) সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ও সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মীদের মাধ্যমে দেশব্যাপী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সেবা প্রদান করছে এবং এর পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে ০৩ (তিন) জন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও ১১ জন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-এর আওতায় জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস)-এর কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরূপঃ

১. ভিটামিন-'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
২. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি সেবা প্রদান
৩. মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্তদের পুষ্টি সেবা প্রদান (SAM)
৪. রক্ত স্বল্পতার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Anemia)
৫. ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান এবং পরবর্তীতে পরিপূরক খাবার প্রদান (IYCF)
৬. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পুষ্টি ব্যবস্থা উন্নয়ন
৮. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
৯. গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি
১০. কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
১১. আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি)
১২. পুষ্টি জরিপ কার্যক্রম।

কর্মসম্পাদনঃ

১। ভিটামিন-'এ' সাপ্লিমেনটেশন ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানোঃ গত ২ জুন, জাতীয় ভিটামিন-'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-২০১২ এর মাধ্যমে সারাদেশে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের ১টি করে নীল রঙের ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল (১০০০০০ আই ইউ) এবং ১ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১টি করে লাল রঙের ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল (২০০০০০ আই ইউ) খাওয়ানো হয়। এছাড়াও ২ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১টি করে কৃমিনাশক বড়ি (৪০০ এমজি) খাওয়ানো হয়েছে।

২। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা একসাথে প্রদান করা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠি সহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রত্যাশিত মানের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই অর্থবছরে ৯০০ জন চিকিৎসক ও নার্স এবং ১১,৮৮০ জন মাঠকর্মী (স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী) কে পুষ্টি সেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও এই অর্থবছরে ২৩০০ জন ইন্টার্নী চিকিৎসককেও পুষ্টি সেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩। "রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ'' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা তৈরির জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সহায়িকাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে ৩০ জন রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন।

- এই অর্থবছরে ৬টি ব্যাচে মোট ১২০ জন চিকিৎসককে মাঠ পর্যায়ের পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রমের TOT প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- মোট ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ আয়রন-ফলিক বড়ি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯ কেটি ৩০ লক্ষ বড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে দেয়া হয়েছে।
- বিদ্যমান ও নতুন প্রস্তুতকৃত আইইসি সামগ্রী ব্যবহার করে আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এনিমিয়ার হার কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪। ছয়মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান এবং পরবর্তীতে পরিপূরক খাবার প্রদান (IYCF) এর জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৮২৫ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালকে শিশু বান্ধব (বেবি ফ্রেন্ডলি হসপিটাল) করার জন্য ৬৩ টি হাসাপাতাল (৭টি বিভাগীয়, ৮টি জেলা পর্যায়, ৪৮টি উপজেলা হাসপাতাল) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৫। মাঠকর্মীদের জন্য পুষ্টি বিষয়ক সহায়িকা তৈরির জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সহায়িকাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। কর্মশালায় ৩৫ জন পুষ্টি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ৮০ উপজেলা থেকে ১৬০জন চিকিৎসককে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০৯ জন HI, ৬৩০ জন AHI, ৫৬৪ জন FPI, ২১৮৪ জন CHCP, ২৯৩৫ জন HA, ৩২৯০ জন FWA, ৬১৫ জন FWV, ৫৬৯জন SACMO (H), ৩৬২ জন SACMO (FP) ও প্রতি উপজেলায় ১ জন করে SI ও MT EPI দের ৩ দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬। IYCF বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ২৫টি ব্যাচের TOT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৭৫ জন (প্রতি ব্যাচে ১৫ জন) জন প্রশিক্ষক তৈরি করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে ৫০টি ব্যাচে ১৫০০ জন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৭। বিদ্যমান ও নতুন প্রস্তুতকৃত আইইসি সামগ্রী ব্যবহার করে আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে শিশুদের অপুষ্টি কমিয়ে আনা হচ্ছে।

৮। IYCF, BMS Code বিষয়ে সেবিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই অর্থবছরে ৫টি ব্যাচে ১৮০ জন সেবিকাকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

৯। বাংলাদেশে ব্যুরো অব ষ্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথভাবে পুষ্টি জরিপের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত জরিপ কার্যক্রমের ফলে জনগণের পুষ্টি অবস্থা, সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য নিরূপণ সম্ভবপর হবে।

১০। নিউট্রিশন ইনফরমেশন সিষ্টেম স্থাপনের জন্য পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ বিভাগ এর কর্মকর্তাগণ ও দাতা সংস্থাদের (বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ, এমআই, সেভ দি চিল্ড্রেন ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠি) সমন্বয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১১। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পুষ্টি ব্যবস্থা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এনএনএস বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১

কর্মসম্পাদনঃএ কার্যক্রমটির জন্য প্রত্যেক উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা ম্যানেজার ও ৪ জন সিএনও'র কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ১জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ১০জন সিএনপি'র কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ১জন সিএনও ও এলাকাভিত্তিক ১২০০-১২৫০ জনগণের মাঝে পুষ্টি সেবা প্রদান করার জন্য ১জন সিএনপি (পুষ্টি আপা) মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল। ১৭৩টি উপজেলায় গর্ভবতী মা, প্রসূতি মহিলা, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নবদম্পদিতের পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়

অর্থায়নের ধরণ	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়	উৎস
জিওবি	২,১৪০.০০	২,১৩৯.৯০	জিওবি
আরপিএ (জিওবি)	১৮,০০০.০০	১৭,৯৫৫.৭৬	পুলফান্ড
ডিপিএ	১,০০০.০০	৫৬৮.৪৬	পুলফান্ড
মোট	**২১,১৪০.০০**	**২০,৬৬৪.১২**	

জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস)
অর্থ বছরঃ ২০১১-২০১২

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়

অর্থায়নের ধরণ	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়
জিওবি	১,৫০০.০০	৮৫০.৫৪
আরপিএ (জিওবি)	৪,০০০.০০	৩,১৯৯.৭৬
মোট	৬,৫০০.০০	৪,০৫০.৩০

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- **শিশুদের বৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন** (Growth Monitoring and Promotion): কেন্দ্রভিত্তিক ও সমাজিক বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের সময় ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করার মাধ্যমে শিশুর পুষ্টি অবস্থা নিরূপণ করা ও মাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। দুর্গম এলাকা, শহরাঞ্চলসহ যেসব এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক এখনও নেই সে সমস্ত এলাকায় কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী পুষ্টি কার্যক্রম চালু করা।
- **সঠিক পুষ্টি আচরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আচরণগত পরিবর্তন/ যোগাযোগ (BCC)**: কেন্দ্র ও সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকালীন সময়েই CC'র মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক সঠিক আচরণ নিশ্চিত করা। দুর্গম এলাকা, শহরাঞ্চল ও কমিউনিটি ক্লিনিক নেই এমন এলাকায় প্রয়োজনে বাড়ী বাড়ী পুষ্টি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। সর্ব পর্যায়ে যেন একই বার্তা প্রদান করা হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা।

- **ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার নিশ্চিত করা।**
- **আয়োডিন ঘাটতি জনিত অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ ও লবণে আয়েডিন যুক্তকরণঃ** এ সম্পর্কিত যোগাযোগ উপকরণ, মনিটরিং, মান নিয়ন্ত্রণ, মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা,নীতি নির্দেশনা, আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয়, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- **শিশু ও কিশোরীদের কৃমিনাশক বড়ি প্রদান ও আয়রন ফলেট প্রদানঃ** জাতীয় টিকা/ ভিটামিন-'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-এ কৃমিনাশক প্রদান, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে কৃমিনাশক প্রদান করা।
- **প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নতমানের পুষ্টি প্যাকেট বিতরণ করা।**
- **নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিতকরণঃ** নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম।
- **মারাত্মক অপুষ্টির চিকিৎসা (কমিউনিটি ব্যবস্থাপনাসহ):** রেফারাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, মারাত্মক অপুষ্টির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন এবং ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- **শহরাঞ্চলে পুষ্টি কর্মসূচি-** স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান ও সমন্বয়সাধন।

এছাড়াও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়ে অনুমোদিত অপারেশনাল প্ল্যান অনুসরণ করা হবে।

হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআইএস) এন্ড ই-হেলথ

উদ্দেশ্য: স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ইলেক্ট্রনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, কার্যকরী স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ইলেক্ট্রনিক হেলথ্ ও মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, HPNSDP-এর আওতায় প্রোগ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা, জিআইএস ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করা।

ই-হেলথ-এর উন্নয়ন: ই-হেলথ-এর আওতায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে-

ক) Mobile Phone Health Service চালু করা,
খ) Video Conferencing-এর উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা,
গ) Tele-medicine ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার এবং
ঘ) e-Health-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার ফলে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন শুরু হয়েছে। এই প্রথম বারের মত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে Health Bulletin-2012 প্রকাশ করা হয়েছে; যা MIS Annual Conference-এ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রধান তাদের সংগৃহীত তথ্য Power Point Presentation-এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ প্রেজেন্টশন শেষে উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন। এ উদ্যোগের ফলে সারাদেশে তথ্য ব্যবহারকারীগণের মধ্যে অসাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমআইএস-এর এ উদ্যোগ আগামী খ্রিস্টীয় ২০১৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এতে তথ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযুক্তির উন্মেষ হবে।

এমআইএস-এর মানব সম্পদ উন্নয়নের আওতায় প্রতিটি উপজেলা পর্যন্ত পরিসংখ্যানের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ডাক্তার, নার্স ও পরিসংখ্যানবিদগণকে একাধিকবার প্রতিটি সফটওয়্যারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবলে পরিণত করা হয়েছে।

এমআইএস-এর অবকাঠামোগত উন্নতির অংশ হিসেবে মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত Desktop ও Laptop computer, Printer ও Internet ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুহূর্তের মধ্যে সারাদেশে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্যের আদান-প্রদান করা যাচ্ছে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় Webcam দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে Video Conferencing করা যায়। ফলে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের তাৎক্ষণিক মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

ই-হেলথ্-এর আওতায় প্রতিটি হাসপাতালে মোবাইল ফোন হেলথ্ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। যার ফলে রোগী সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা আছে কিনা জানতে পারেন, সাধারণ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন, হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আছে কিনা, এক্স-রে মেশিন সচল কিনা ইত্যাদি জানতে পারেন এবং রোগী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এ ব্যবস্থা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি অনেক মজবুত হবে। ই-হেলথ্-এর আওতায় Mobile Phone Complaint Box খোলা হয়েছে। এর ফলে হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স বা প্যারামেডিক্স অনুপস্থিত থাকলে এবং এ জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোন রকম অসুবিধা হলে কেন্দ্রীয়ভাবে তা মনিটরিং করা যায় ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা কোন রকম অনিয়ম হলে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এতে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান উন্নত হচ্ছে।

সারাদেশে ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় আধুনিক বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবার সাথে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবার দূরত্ব অনেক কমে আসবে।

প্রতিটি হাসপাতালে Bio-metrics Machine স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি হাসপাতালে কর্মরত জনবলের হাসপাতালে যথাসময়ে উপস্থিতি সারাদেশের যেকোন স্থান থেকে মনিটরিং করা সম্ভব হবে। এর ফলে সেবার মান আরও উন্নত হবে এবং কর্মরত জনবলের মধ্যে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
বর্তমানে Online DHIS2 Software-এর মাধ্যমে IMCI, EmOC, Disease Profile, Man Power Report ইত্যাদি মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে হাসপাতালের Major Equipments-এর প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

বর্তমান অর্থ বছরে দু'টি বিশেষায়িত হাসপাতালে Hospital Automation Software স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া ৩৪৫০টি Laptop, ৩৩০০টি Printer, ৪৬০টি Scaner ও Telemedicine যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ সকল যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুসংহত হবে।

সারাদেশের ১৩৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের নবনিয়োগপ্রাপ্ত জনবলকে ২দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ২টি কর্মসূচি। জরুরি প্রসূতি সেবা ও অসুস্থ শিশুর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা এর উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পাবলিকেশনের কাজ এমআইএস করে আসছে। ফলে MDG-র লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়নের কাজ সহজ হচ্ছে। এ লক্ষ্যে IMCI ও EmOC সংশ্লিষ্ট জনবলকে Software & Monitoring Tools-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য Dynamic Website এবং এমআইএস এর Web address www.dghs.gov.bd. বর্তমানে দেশের ভিতরে ও বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। দিবা-রাত্রিতে যেকোন সময় অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, শতাধিক লোক Website টি Visit করছে। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন PDS চালু করা হয়েছে।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন অতীব গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে Series of workshop এর মাধ্যমে একটি National Guideline তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য Medical Curriculum-এ বায়োটেকনোলজী অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য প্রতিবৎসর গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ও OP এর আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রতিবেদন অনলাইনে প্রদানও কেন্দ্রীয় ভাবে মনিটরিং এর ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

One of the remarkable achievements of MIS-Health is the receipt of the United Nations ICT Award titled "Digital Health for Digital Development" in a ceremony held in the Waldorf Astoria Hotel of New York on 19 September 2011, organized on the occasion of the 66th Assembly of the United Nations. The award was given as recognition to Bangladesh Government's success in using the information and communication technology for development of health and nutrition, particularly for contributing to improvement of maternal and child health.

HPNSDP -র আওতায় HIS-এর আর্থিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নে প্রদান করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১,৩৭৪.১০	১,৩৫৩.৭৪
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬৩.৯০	৬৩.৮৮
৬৮০০	সম্পদ আয়	৩,২৯১.০০	৩,২৮৫.৪৩
	মোট	৪,৭২৯.০০	৪,৭০৩.০৫

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সংস্থার পরিচিতিঃ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন একটি সেবামূলক কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠান । বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ইতিহাসের সূচনা খুঁজে পাওয়া যাবে পঞ্চাশ দশকের গোড়াতে। ১৯৫৩ সালে গৃহীত স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগ ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূখ্য অংশীদার হিসাবে সরকারের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি সংস্থা হিসেবে সংগঠনের শুরু হলেও ১৯৬৬ সালের মে মাসে এটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে এই বোর্ডের বিলুপ্তি সাধন করা হয় এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে নবগঠিত একটি বিভাগের অধীনে একটি সরকারি পরিদপ্তর স্থাপিত হয়। সে থেকে দেশের উন্নয়ন তৎপরতার অংশ হিসেবে জনসংখ্যা কার্যক্রম একটি বহুমুখী মাত্রা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিকে দেশের ১ নম্বর সমস্যা বলে ঘোষণা করেন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। একই বছর জুন মাসে সরকার একটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা অনুমোদন করেন। বিভিন্ন দাতা সংস্থা সমূহ সহযোগিতা করে কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অংশগ্রহণের হাত বাড়িয়ে দেন।

কর্মপরিধিঃ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য হল সমগ্র বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সহনীয় পর্যায়ে রাখা। মা ও শিশু মৃতুর হার হ্রাস করাসহ দেশের জনসাধারণ বিশেষতঃ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাঁদের জ্ঞান, আচরণ ও স্বাস্থ্য চর্চার উন্নতির মাধ্যমে সবোর্চ্চ স্বাস্থ্যমান অর্জন করা, CPR বাড়ানোর মাধ্যমে TFR এবং MMR কমিয়ে আনা এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করা। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মূল সেবাসমূহঃ

(ক) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবাঃ

- খাবার বড়ি ও ইসিপি বিতরণ
- কনডম বিতরণ
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন প্রয়োগ
- ইমপ্ল্যান্ট ইনসারশন ও রিমুভাল
- আইইউডি ইনসারশন ও রিমুভাল
- টিউবেকটমী ও
- ভ্যাসেকটমী/এনএসভি

(খ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবাঃ

- গর্ভবতী ও গর্ভোত্তর মায়েদের সেবা
- ডেলিভারী/ প্রসবকালীন সেবা

- সিজারিয়ান অপারেশন
- ০-৫ বৎসর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক রোগের চিকিৎসা
- মা ও শিশুদের টিকা
- মা ও শিশুদের পুষ্টি সেবা
- মা ও শিশুদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা
- কিশোর কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরামর্শ এবং চিকিৎসা সেবা
- মহিলাদের বিভিন্ন যৌন রোগের চিকিৎসা সেবা
- গর্ভপাত পরবর্তী সেবা
- ভায়া পরীক্ষা ও
- এমআরসহ উল্লিখিত সেবার জটিলতা বিষয়ক সমস্যার রেফারেল।

(গ) অন্যান্য সেবা সমূহঃ

- প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা
- আল্ট্রাসনোগ্রাফী
- কাউন্সেলিং

(ঘ) ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্সদের বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

- ভিএসসি এবং RTI/STI, HIV/AIDS
- ইমপ্ল্যান্ট
- আইইউডি
- এমআর ট্রেনিং
- ইনফেকশন প্রিভেনশন
- কাউন্সেলিং
- পোষ্ট এবরশন কেয়ার (PAC)
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ফিল্ড ওয়ার্ক এর উপর প্রশিক্ষণ ।
- বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের উপর গবেষণা ।

কর্মবন্টনঃ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর থেকে শুরু করে বিভাগ,জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত ৫২,৪২০ জনবলের পদ বিদ্যমান রয়েছে । উক্ত পদগুলোর ৫২,২৩৩ টি রাজস্ব খাতভুক্ত এবং অবশিষ্ট ১৮৭ টি পদ উন্নয়ন খাতভুক্ত। এ সকল জনবল দ্বারা বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি হাসপাতাল , মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং কোন কোন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র-তে পূর্নাংগ ডেলিভারী ও জরুরি প্রসূতি সেবা পরিচালিত হচ্ছে ।

গত ২০১০-১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদনঃ

(১) নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি (২০১১-২০১২)			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
-	৪৪	৪৪	২১	৫৬৯৫	৫৭১৬

(২) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০১০ - ২০১১ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর		৫৫৮১	১২৬.৭৭	১৮৬১	১০৫১	১৯.০০	৪৫৩০
সর্বমোট		৫৫৮১	১২৬.৭৭	১৮৬১	১০৫১	১৯.০০	৪৫৩০

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০১১ - ২০১২ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর		৪৪৪৯	৭০.৮৫	৬১৫	৫০৯	৪.৬৪	৩৯৪০
সর্বমোট		৪৪৪৯	৭০.৮৫	৬১৫	৫০৯	৪.৬৪	৩৯৪০

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলাঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১০-১১) পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১৬৫	০৬	২৫	৩৬	৬৭	৯৮

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১১-১২) পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১১৯	০৪	১০	১৭	৩১	৮৮

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাঃ

(২০১০-২০১১ অর্থ বছর)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৪৮	১৮	-	৬৬	০৫

(২০১১-২০১২ অর্থ বছর)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৫০	৩৩	-	৮৩	০৫

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

(২০১০- ২০১১ অর্থ বছর)

বিদেশে প্রশিক্ষণ	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ
১৮৭	২৫৩১৫

(২০১১- ২০১২ অর্থ বছর)

বিদেশে প্রশিক্ষণ	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ
০৩	১২৩৫

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্যঃ

অর্থ বছর	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২০১০-২০১১	৭৮৩	২৯৩৫৮
২০১১-২০১২	৭৫৩	৩৩২৫৬

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপনঃ

অর্থ বছর	কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	ল্যান (LAN) সুবিধা	ওয়ান (WAN) সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
২০১০-২০১১	৬৯২	আছে	আছে	-	১৯০	৪৫০
২০১১-২০১২	৭৫	আছে	আছে	-	৫২	৯৭

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

		২০১০-২০১১		২০১১-২০১২	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	রেভিনিউ				
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৯.২৮	৪.২৬	৯.৯৯	৩.৩১

(৯) পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পাদন সংক্রান্তঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছরঃ

ক) ২০১০-১১ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

(১) স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহনকারীর সংখ্যা =২,৮৯,২৬২

(২) দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা; আইইউডি : ৩,০৭,২৬৭, ইমপ্ল্যান্ট : ২,৭৩,৬৭৭

খ) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মোট ৩৪,২০,৯২০ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ১৪,৩১,৩৪২ জন মাকে প্রসবোত্তর সেবা, ৩,৪৭,১২৭ জন মাকে প্রসব সেবা, ৪০,৫৭১ জন মাকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া ১-৫ বছরের ১,১৩,৩০,৭১৭ জন শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে এবং ৩,২৪,৬৫,৩৩০ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে ।

গ) ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ মোট প্রায় ২৭০ কোটি টাকার (আরপিএ ২৩০কোটি + রাজস্ব ৪০ কোটি) ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এবং ডিডিএস কিটস নিম্নরূপ:

- ২৫০ মিলিয়ন পিস কনডম,
- ৪০ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি
- ১৫ মিলিয়ন ভায়াল ইনজেক্টেবলস,
- ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পিস আইইউডি,
- ৪ লক্ষ ২০ হাজার পিস ইমপ্ল্যান্ট এবং
- ২৭ হাজার বক্স ডিডিএস কিটস ।

ঘ) স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, নবজাতকের যত্ন, বিলম্বে বিবাহ এবং মাতৃদুগ্ধ পান বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান কার্যক্রম।

ঙ) নববিবাহিত ও এক সন্তানের দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মবিরতিকরণ বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, ইউপি চেয়ারম্যান, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, ধর্মীয় নেতা, মাদ্রাসা/স্কুল শিক্ষকদের সমন্বয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বিলম্বে বিবাহ, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা।

চ) স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, টিভি নাটক, টিভি স্পট, টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, পথ নাটক তৈরি ও প্রচার। এছাড়া বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার অভিযান।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরঃ

ক) ২০১১-১২ অর্থ বছরে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

১) স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,২০,০০০,

২) দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা; আইইউডি : ২,৭০,০০০ এবং ইমপ্ল্যান্ট : ২,৫০,০০০

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, এমসিএইচটিআই এবং এমএফএসটিসি থেকে মোট ২,৩২,১৬১ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৫৯,৭৩৬ জন মাকে প্রসবোত্তর সেবা, ৩৪,৬৯৭ জন মাকে প্রসব সেবা, ৮,১৭১ জন মাকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া ১-৫ বৎসরের ৩,০৮,৯২৮ জন শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে এবং ৩,২৫,৪৭০ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে ।

২০১৩ সাল পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রন সামগ্রী মজুদ নিশ্চিত করতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ মোট প্রায় ৩৭৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (আরপিএ ২৯৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার + রাজস্ব ৭৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ২০ হাজার) প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এবং ডিডিএস কিটস নিম্নরূপ:

- ১৫০ মিলিয়ন সাইকেল খাবার বড়ি
- ১২ মিলিয়ন ভায়াল ইনজেক্টেবলস,
- ১২ লক্ষ পিস আইইউডি,
- ৮ লক্ষ ১ হাজার পিস ইমপ্ল্যান্ট এবং
- ৭৮ হাজার বক্স ডিডিএস কিটস্ ।

খ) স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, নবজাতকের যত্ন, বিলম্বে বিবাহ এবং মাতৃদুগ্ধ পান বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান কার্যক্রম।

গ) বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম বিভাগে Post-Partum LAPM (Long Acting & Permanent Method) কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

ঘ) নববিবাহিত ও এক সন্তানের দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মবিরতিকরণ বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, ইউপি চেয়ারম্যান, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, ধর্মীয় নেতা, মাদ্রাসা/স্কুল শিক্ষকদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, বিলম্বে বিবাহ, বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা।

ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের আইইসি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেল, এভি ভ্যানের মাধ্যমে নাটক, শর্ট ফিল্ম, টিভি স্পট, রেডিও বার্তা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এ ছাড়াও পল্লী গান, বিলবোর্ড, নিয়ন সাইন, ইলেক্ট্রনিক বিলবোর্ড এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গণ উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যার কুফল ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর (স্থায়ী ও অস্থায়ী) হার বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

চ) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবাদান, স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের মাধ্যমে সেবাদান এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সমূহকে পর্যায়ক্রমে মানোন্নীতকরণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ছ) বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত পরিপূর্ণ খসড়ার উপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়াটি চূড়ান্ত খসড়া হিসেবে সংশোধন করা হয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।

জ) মধ্য মেয়াদি বাজেটের আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচির ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট ও ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত প্রক্ষেপণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১১) ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০১০-২০১১ সালের হালনাগাদ তথ্যাদি/উপাত্ত এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২ প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঞ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটে ইন্টারনেট সংযোগসহ দেশের ৪৮৩টি উপজেলায় ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।

ট) দীর্ঘমেয়াদি, স্থায়ী পদ্ধতি ও গর্ভবতী মহিলাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য Web Based Software প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৫। (ক) রাজস্ব খাতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	বাজেট(হাজার টাকায়)	বরাদ্দ(হাজার টাকায়)	ব্যয়(হাজার টাকায়)	
২০১০-২০১১	৯৮,৬৭,২২৪	৯৬,০৪,৮৯০	৯২,৩২,২৯০	
২০১১-২০১২	৯৮,১৮,৮১৩	৯১,২৮,৮০৫	৫০,১৪,৭৭৪	

(খ) উন্নয়ন খাতে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বরাদ্দ/ব্যয়)	আরপিএ(বরাদ্দ/ব্যয়)	ডিপিএ(বরাদ্দ/ব্যয়)	মোট
২০১০-২০১১)	৫,১৮০.৪৩	৭,১৯৯.১১	৪,০৫৩.৫২	১৬,৪৩৩.০৬
২০১১-২০১২	৩,৪৫০.০০	১৬,৫৮৫.০০	১,৫৪৫.০০	২১,৫৮০.০০

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

মাঠপর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে আরও বেশী গ্রহণযোগ্য করতে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কর্মশালা, সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য সেবা প্রদানকারীদের রিফ্রেসার ট্রেনিং, নববিবাহিত দম্পতিদের ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা, ক্লায়েন্ট সেগমেন্টেশন এর মাধ্যমে গ্রহীতা বাছাইকরণ, পদ্ধতি সুইচ ওভারের মাধ্যমে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতিতে গ্রহীতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) বৃদ্ধি করা এবং মোট প্রজনন হার (TFR) কমিয়ে আনা। শহর এলাকায় বস্তিসমূহ ও সিটি কর্পোরেশনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদারকরণ। বিশেষ করে সিলেট, চট্রগ্রাম অঞ্চলের শহর এলাকার বস্তিসমূহে KFW (জার্মান) এর সহযোগিতায় পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও সমাজ ভিত্তিক স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উপর অধিকতর জোর দেয়া হবে যার মধ্যে থাকবে সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও পরিবার পরিকল্পনা বর্হিভূত ব্যবস্থাদি ।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

১. **পরিচিতিঃ** স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচিকে উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে । এছাড়া প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২. **কর্মপরিধিঃ**

ক) জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। নিপোর্ট জুলাই ২০১০-জুন ২০১২ সময়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১২,২৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মৌলিক প্রশিক্ষণ; ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ; ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ; পুনঃ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু রোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ সেবা প্রদানকারী সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিক্স প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

খ) গবেষণা হচ্ছে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস। গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকে জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ্ সার্ভে, ইউটিলাইজেশন অব এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে, আরবান হেলথ্ সার্ভে, পুরুষদের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, চাহিদাভিত্তিক প্রজনন

স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্টের গবেষণা শাখা বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচক সমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মুত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সম্পাদিত সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ১ বার) ২০০১ সালের ৪৭.৬% থেকে ২০১১ সালে ৬৮% এ উন্নীত হয়েছে, দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০১ সালের ১২.০% থেকে ২০১১ সালে ৩২% এর উন্নীত হয়েছে, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০১ সালের ১০.৬% থেকে ২০১১ সালে ২৭% এ উন্নীত হয়েছে, প্রসব সম্পর্কিত জটিলতার জন্য সেবা গ্রহীতার হার ২০০১ সালের ৫২.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬৭.৯% এ উন্নীত হয়েছে এবং জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১১ সালে ২.৩ হয়েছে।

এছাড়া অতি সম্প্রতি সম্পাদিত বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০১১ এর ফলাফল অনুযায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০০৭ সালের ৫৫.৭% থেকে ২০১১ সালে ৬১% এ উন্নীত হয়েছে, আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৪৭.৫% থেকে ২০১১ সালে ৫২% এর উন্নীত হয়েছে এবং কম বয়সী মায়েদের (Married adolescent) মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে ২০১১ সালের ৪২.৪% এ উন্নীত হয়েছে।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং কর্মবন্টনঃ

নিপোর্ট ০১/৭/১৯৯৭ ইং সালে ৯৬৫টি জনবল নিয়ে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে ৭৬৪টি পদ স্থায়ী। অবশিষ্ট টাস্কফোর্স সুপারিশ বহির্ভূত ২০১টি পদ। রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত আদেশের ঙ ক্রমিকের শর্তানুযায়ী কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবসর গ্রহণ, পদত্যাগজনিত, মৃত্যুজনিত বা অন্যকোন কারণে শূন্য হলে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। এরূপ ১০২টি পদ শূন্য হওয়ায় টাস্কফোর্স সুপরিশ বহির্ভূত ৯৯টি পদ বিদ্যমান আছে। ফলে বর্তমানে অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৭৬৪+৯৯)=৮৬৩ টি। এ ছাড়া নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ায় মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৮৬৩+২)=৮৬৫।

৪. কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

নিপোর্ট জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১১ সময়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ৬২৫৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১২ সময়ে ৬০২৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচক সমূহ মনিটর করা, জনমিতি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

নিপোর্ট জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপসহ ৪১টি গবেষণা/সার্ভে, ৩০টি প্রতিবেদন ও প্রকাশনা ও ৯টি কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কোর্স/সভা আয়োজন করেছে।

৫. বাজেট বরাদ্দঃ

(ক)(১) অনুন্নয়ন খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের বেতন ২০৫.০০ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ভাতাদি ৭৩২.৩৫ লক্ষ টাকা, সরবরাহ ও সেবা খাতে ২৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৩৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ১৭.৫০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৯০৩.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ১৬৪১.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) উন্নয়ন খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১১৮৫.০০ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ১১৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ৬২৫৯ জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৮০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) (১) অনুন্নয়ন খাতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের বেতন ২১০.০০ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৬৮০.০০ লক্ষ টাকা, ভাতাদি ৬২৬.৩৯ লক্ষ টাকা, সরবরাহ ও সেবা খাতে ২৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ৩২.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৮৯১.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৪০.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) উন্নয়ন খাতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১৪১৭.২৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ১৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১২৮০.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নিয়োজিত উচ্চ পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এ প্রশিক্ষণের প্রভাবকে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য (Training related) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

পঞ্চম অধ্যায়

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ একটি স্কিমের আওতায় ১৯৭৬ সালে ''ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঔষধের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি (মনিটরিং) ঔষধ প্রশাসনের কার্যাবলীর আওতাধীন। দেশে বর্তমানে ৮২৩টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ১ লক্ষ ঔষধের দোকান/ফার্মেসী রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং রেজিষ্ট্রেশন, পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত ১৭-০১-২০১০ তারিখে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

কর্ম পরিধিঃ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক দ্রব্যাদির আমদানি থেকে শুরু করে সকল ধরনের ঔষধের উৎপাদন, প্রস্তুতকৃত ঔষধের আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকে এবং মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও ঔষধের কারখানা, ডিপো ও খুচরা ঔষধের দোকান পরিদর্শনসহ নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

১৯৮২ সালে জাতীয় ঔষধ নীতির প্রবর্তন এবং ঔষধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ জারি করার পর এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় (ইউনানি, আয়ুর্বেদিক) ও হোমিওপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক ঔষধের উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ, বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলশ্রুতিতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে ঔষধ প্রশাসনের কার্যধারায়ও অনেক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমানে দেশে ২৫৮টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল তৈরি করে। এছাড়া দেশের ২৬৮টি ইউনানি ও ২০১টি আয়ুর্বেদিক এবং ৭৯ টি হোমিওপ্যাথিক ও ১৭টি হার্বাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করে থাকে। দেশে প্রায় এক লক্ষ লাইসেন্সধারী ঔষধ বিক্রয়ের দোকান রয়েছে। এসব ঔষধ প্রস্তুতকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর পালন করে থাকে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ঔষধ রপ্তানির যাবতীয় কাজ (জিএমপি সার্টিফিকেট ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (সিপিপি) ফরম-১০ ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো ও জনবলঃ

ঔষধ প্রশাসনকে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় পূর্বের ২২০টি পদসহ ১৫০টি নতুন পদ (৫৫টি আউট সোর্সিং) সৃষ্টির ফলে অধিদপ্তরের বর্তমান মোট জনবল ৩৭০। বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শূন্য পদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১ম	১১৮	৪২	৭৬
২য়	২৫	১১	১৪
৩য়	১১৫	৫৩	৬২
৪র্থ	১১২ (৫৭+আউট সোর্সিং ৫৫)	৪০	৭২
মোট	**৩৭০**	**১৪৬**	**২২৪**

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঢাকায় অবস্থিত ১টি হেড অফিস ও জেলা পর্যায়ের ৩৬টি অফিস সহ মোট ৩৭টি অফিস রয়েছে। ৬৮টি জেলার মধ্যে ৩৬টি জেলায় অফিস স্থাপিত হলেও অন্য জেলা সমূহে জনবলের অভাবে অদ্যাবধি কোন অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

সারাদেশে হেড অফিস ও মাঠ পর্যায়ে মহাপরিচালকসহ মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৯২জন বিভিন্ন ধাপের কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ৩৬টি অফিসের সাথে ১২জেলায় ১২টি নতুন অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

কর্মবন্টনঃ

ঔষধের কাঁচামাল/মোড়ক দ্রব্যাদি, প্রস্তুতকৃত ঔষধ আমদানি থেকে শুরু করে সকল প্রকার ঔষধের উৎপাদন, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপণ নিয়ন্ত্রণ ও মান-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ ও মান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ড প্রচলিত ঔষধ আইনের আওতায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর করে থকে। বর্তমান অবকাঠামোতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ছাড়াও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয় ও ব্যয় সংক্রান্তঃ

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ	আয়	ব্যয়
২০১০-২০১১	৬,১৩,১১,০০০/-	৫,৪২,৭৫,০০০/-	১,৬৮,২৫,০০০/-
২০১১-২০১২	৬,৫১,৩০,০০০/-	৮,৫৪,৮৯,১৪৯/-	৪,৯২,১৩,০০০/-

সাম্প্রতিক অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং- জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৩১/২০০২ (অংশ)/৪৮৭ তারিখ ১৭-০১-২০১০ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয় যা ১৯-০১-২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় নতুন জনবল সৃষ্টি এবং শূন্য পদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে ঔষধ সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধিসহ কাজে গতি সঞ্চার হবে। সম্প্রতি ১৪জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক এবং ৪জন ঔষধ পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আরো ৫২জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া বিগত ২ বছরে ১৭জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়কে সহকারী পরিচালক ও ৭জন সহকারী পরিচালককে উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি এবং ৩জন উপ-পরিচালকে পরিচালকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক স্থবিরতা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এতে দেশে মান সম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপনন ব্যবস্থার উপর নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে। দেশে উৎপাদিত ঔষধের মান উন্নয়ন এবং ঔষধের গুণগত মান পরীক্ষণের ক্ষমতা ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ঔষধের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ঔষধ সেক্টরকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয়ের সেক্টরে পরিণত করা সম্ভব হবে।

(খ) ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধীন ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত করে এটিকে আধুনিক ল্যাবরেটরীতে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবটিকে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NCL) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত এনসিএল ও ডিটিএল এর আধুনিকায়নের জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা ইতোমধ্যে ২১৮৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এনসিএল ও ডিটিএল এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া উক্ত ল্যাবরেটরী বিল্ডিং এর সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সরকারি অর্থায়নে ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উক্ত ল্যাবরেটরীর শুভ উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে উক্ত ল্যাবরেটরীকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক accreditation এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।

(গ) সাধারণ জনগণের চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার উপর লক্ষ্য রেখে ঔষধ শিল্পকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১১ সালে ৪৮০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ২০১২ সালের জুন পযর্ন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। দেশে উৎপাদিত ঔষধের বেশির ভাগ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করা হত। ঔষধ শিল্পের সামগ্রিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে এবং কাঁচামাল সহজলভ্য ও সুলভ করার উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আয়ের অন্যতম খাত। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৫,৪২,৭৫,০০০ টাকা ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৮,৫৪,৮৯,১৪৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। বিনিয়োগ ও সক্ষমতা বাড়িয়ে এটি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।

ওয়েব সাইট ও ডাটা-বেইসঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম পদক্ষেপ।ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদির একটি ওয়েব সাইট রয়েছে (www.dgda.gov.bd)। ঔষধ সংক্রান্ত সার্বিক হালনাগাদ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ওয়েব সাইট-এর আপ-গ্রেডেশনের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ঔষধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ঔষধ সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি ডাটা-বেইস রয়েছে। উক্ত ডাটা-বেইসকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময় উক্ত ওয়েবসাইট ও ডাটা বেইসের কাজ ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীল করার নিমিত্ত অটোমেশন করার কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত কাজের প্রায় ৯৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ডাটা-এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের কাজ অবশিষ্ট আছে। যা আগামী অর্থ বছরে সম্পন্ন হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

(ক) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

(খ) DTL এবং NCL-কে WHO Accreditated Laboratory-তে পরিণত করা।

(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীল করতঃ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

(ঘ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিদ্যমান ওয়েব-সাইট এর উন্নয়ন করা।

(ঙ) ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ Post Marketing Surveillance বৃদ্ধি করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। ২০১০ সালে সাবেক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সিএমএমইউ) কে Attached Department হিসেবে Health Engineering Department (HED) এ উন্নীতকরণ করা হয়। বর্তমানে এইচইডি'র অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। এইচইডি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত। এছাড়া ০৪টি সার্কেল অফিস, ১৬টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৫০টি সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে এইচইডি'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব এইচইডি'র উপর ন্যস্ত রয়েছে। এইচইডি স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সে দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত করা আছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

ক. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	৭৫
০২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৪টি)	৩১
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৬ টি)	১৬৮
০৪।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫০টি)	২১৭
	মোটঃ	৪৯১

খ. বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা ও ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ, জেলা

পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (FWVTI), আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ সহ মন্ত্রণালয় নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়ঃ

(ক) উন্নয়ন বাজেটঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান			ব্যয়িত টাকার পরিমান		
	জিওবি	আরপিএ	মোট	জিওবি	আরপিএ	মোট
২০১০-২০১১	১৫,০১৮.০০	৭,০০০.০০	২২,০১৮.০০	১৪,৭৫২.৮১	৬,৯৯৪.৪৮	২১,৭৪৭.২৯
২০১১-২০১২	৬,৬৪০.০০	২,১০০.০০	৮,৭৪০.০০	৬,৫৫১.৫৯	২,০৯৫.২৪	৮,৬৪৬.৮৩

(খ) অনুন্নয়ন বাজেটঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	ব্যয়িত টাকার পরিমান
২০১০-২০১১	১৫,০০০.০০	১৩,৩৬৫.০০
২০১১-২০১২	১২,৪৬৮.০০	১০,৯৮৫.৫৩

বিভাগ ভিত্তিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কর্ম সম্পাদন/বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে নির্মিত ১০৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক দীর্ঘকাল যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় পুনরায় চালুকরনের জন্য ক্লিনিকগুলির মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে জিওবি রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১০৫৯৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ

Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০টি, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২০৫টি এবং চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১২১৭টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে অবশিষ্টগুলোর গড় অগ্রগতি ৮৭%। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আরও ৩৫৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

(গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (HFWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮৬৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) অবশিষ্ট ২০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

ঘ) উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণঃ

গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪২১টি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উন্নীতকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি নতুন শয্যা, OT, আউটডোর, র‍্যাম্প ইত্যাদিসহ ওপিডি ভবন, ডক্টরস্ ডরমিটরি, নার্সেস ডরমিটরি এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় ৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ হাতে নেয়া হয় যার মধ্যে ২৭০টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট ৩১টির উন্নীতকরণ কাজ চলছে যার গড় অগ্রগতি ৭২%। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১০৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ২২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ বাস্তবায়নের দরপত্র গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে ৫টির NOA দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টির দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঙ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজঃ

নবসৃষ্ট উপজেলায় জনসাধারনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ০৯টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে এবং ৪টির নির্মাণ কাজ চলছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১২টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

(চ) জেলা সদর হাসপাতাল ৫০/১০০ শয্যা থেকে ১০০/২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা সদর হাসপাতাল সমূহকে পর্যায়ক্রমে মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন অপারেশন থিয়েটার (OT) নির্মাণ, মা ও শিশু বান্ধবকরণ, নতুন টয়লেট, বাথরুম, র‍্যাম্প নির্মাণসহ ডাক্তার ও নার্সদের আবাসন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ১০টি হাসপাতালের মধ্যে ৬টি হাসপাতাল ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতাল ও টংগী হাসপাতাল ৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হবে। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

(ছ) নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণঃ

নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার মেরুদন্ড। মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশে বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরির জন্য নতুন নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এইচইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে ২টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ৭টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হবে। এছাড়া বিদ্যমান ৬টি নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হবে।

(জ) ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণঃ

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইতোমধ্যে HNPSP কর্মসূচির আওতায় হাতে নেওয়া ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪টি IHT নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১১টি IHT নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(ঝ) ২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণঃ

উপজেলা সদর থেকে দূরে অবস্থিত জনসাধারনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং যে সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সকল স্থানের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করে ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। HNPSP কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১৫টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ঞ) উপজেলা ষ্টোর নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে ১৯৯৮-২০০১ সময়কালে ২১০টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও ৭৮টি উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

(ট) ইপিআই জেলা ষ্টোর নির্মাণঃ

ইপিআই সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ১০০টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হবে। চলতি অর্থ বছরে গেভী-এইচএস অর্থায়নে ৯টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

(ঠ) স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণঃ

ঢাকার মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ৩টি বেজমেন্টসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ৩,৩৯২.১১ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজটি চলমান রয়েছে।

(ড) ডিপিপিভূক্ত কাজঃ

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিপিপি) এর আওতায় (১) গোপালগঞ্জ জেলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ (২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। বর্ণিত প্রকল্প ২টির পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নরূপঃ

(১)	গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	:	৩৩,৯০৪.৮৯ লক্ষ টাকা।
(২)	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	:	১৯,৭২৩.৩২ লক্ষ টাকা।
	মোট	:	৫৩,৬২৮.৮১ লক্ষ টাকা।

(ঢ) ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজঃ

ঢাকার মহাখালীস্থ আইপিএইচ কমপ্লেক্সে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

এইচইডি কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	হাতে নেয়া মোট কাজের সংখ্যা	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা	চলমান কাজের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৩০১	২৭০	৩১	
০২	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	১৩	৯	৪	
০৩	২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	২২	১৫	৭	
০৪	জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	১০	৬	৪	
০৫	নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ	৩	২	১	
০৬	উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ	৭৮	৭৮	-	
০৭	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৬০	৬০	-	
০৮	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	২	২	-	
০৯	মিরপুরস্থ হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল উন্নীতকরণ কাজ	১	১	-	
১০	মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলকে মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে রূপান্তরকরন কাজ	৪	৪	-	
১১	সিলেট জেলায় ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১২	ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ কাজ	৫	৪	১	
১৩	সিলেটে সরকারি তিব্বিয়া কলেজ নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৪	মানিকগঞ্জ জেলায় নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৫	ঢাকার মহাখালিস্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস্ ভবনের অধিকতর উন্নীতকরণ কাজ (১ম পর্ব)	১	১	-	
১৬	দিনাজপুর জেলার সদরে অরবিন্দু শিশু হাসপাতাল নির্মাণ কাজ	১	১	-	
১৭	ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২০ তলা স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ	১	-	১	
১৮	ঢাকাস্থ মহাখালী নিপসম ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন (৪র্থ তলা পর্যন্ত) কাজ	১	১	-	
১৯	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং আরডি উন্নীতকরণ	৬৪৪	৫৯৫	৪২	৭টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে স্থগিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

(ক) অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজঃ

Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) এর আওতায় (২০১১-২০১৬) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ ও সংস্কার কাজের জন্য ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ৪,৮১,৫২৫.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের (পিএ ফান্ড) আওতায় প্রথম ১৮ মাসের পরিকল্পায় ৳.১,০৪,৭৮৫.০০ লক্ষ টাকার কাজ অন্তর্ভুক্ত।

গৃহীত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	Carried over কাজ	নতুন কাজ	মোট
০১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ	৫৫	১০৯	১৬৪
০২	জেলা হাসপাতালকে ৫০-১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ (নড়াইল, নেত্রকোণা, গাজীপুর ও রাজবাড়ী)	৪ (৫০-১০০ শয্যা)	-	৪
০৩	আধুনিক সদর হাসপাতাল ১০০-২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ (৫০-২৫০= ৪টি এবং ১০০-২৫০= ২টি)	-	৬	৬
০৪	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ	৬৯	২০০	২৬৯
০৫	নার্সিং ইন্সটিটিউট নির্মাণ কাজ	১	-	১
০৬	নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরকরণ কাজ	-	৬	৬
০৭	৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ	৪	-	৪
০৮	নতুন ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	৮	-	৮
০৯	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা হাসপাতাল	-	৪৮	৪৮
১০	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	১৪	১৪
১১	ঢাকা মহাখালীতে স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ কাজ	১	-	১
১২	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ কাজ	-	১	১
১৩	বিভাগীয় ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা ভবন নির্মাণ কাজ	-	৬১	৬১
১৪	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ কাজ	১৫	-	১৫
১৫	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ	-	৮০০	৮০০
১৬	এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ কাজ	১	৮	৯
১৭	আরটিসি নির্মাণ কাজ	১	-	১
১৮	মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ কাজ	-	৫	৫
১৯	নার্সিং ও মিডওয়াইফারী ভবন নির্মাণ	-	১	১
২০	সেন্ট্রাল ইপিআই ভ্যাকসিন ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	-	১	১

খ) কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও ফাংশনাল করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হতে নেয়া হবে।

(গ) পার্টনারস ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণঃ

ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে আন্তর্জাতিক সংস্থা পার্টনারস ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) এর সেক্রেটারিয়েট ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(ঘ) অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত কাজঃ

বরাবরের ন্যায় আগামী অর্থ বছরেও রাজস্ব (অনুন্নয়ন) বাজেটের আওতায় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার দৈনন্দিন, রুটিন ও পিরিওডিক্যাল মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হবে, যার প্রাক্কলিত মূল্য হবে প্রায় ৳ ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

উপসংহারঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্প সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর নির্মাণ, উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারনের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে এইচইডি'র কর্মপরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচইডি'র কার্যক্ষমতা, গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে এইচইডি'র সম্প্রসারণ করে জনবল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারনের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সপ্তম অধ্যায়

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং):

১.০ HNPSP (Health, Nutrition & Population Sector Program) ভূক্ত ADP প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য মোট প্রায় ৩৯০৮.৮৭ কোটি টাকার নির্মাণ কাজের সংস্থান ছিল যার মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০২৭.৪৬ কোটি টাকার কাজ নির্বাহ করা হয়। এর মধ্যে ২০১০-২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত (১৫+৮) = ২৩টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

২.০ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫৩টি (৪০ + ১৩) প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২০১০-২০১১অর্থ বছরের গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষন করে থাকে।স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (HNPSP) এর আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩১টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বাকি প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(ক) <u>(HNPSP) এর আওতায় সমাপ্ত একক প্রকল্পসমূহঃ-</u>

(১) দেশের পুরাতন আটটি মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী ডাক্তার হোষ্টেল নির্মাণ। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও রংপুর মেডিকেল কলেজ)

(২) ঢাকার এনআইসিভিডিতে ৮ ইঞ্চি ডায়া ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প

(৩) ঢাকার এনআইসিভিডিতে সিসিইউ বর্ধিতকরণ ও উন্নীতকরণ

(৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডাক্তার কোয়ার্টার নির্মাণ

(৫) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে ১২০ আসন বিশিষ্ট ২টি ছাত্র হোষ্টেল নির্মাণ

(৬) খুলনা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ও ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ(১ম পর্যায়)

(৭) টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে মর্গ নির্মাণ

(৮) ১০তলা ভিত বিশিষ্ট বিএমআরসি ভবন নির্মাণ

৯) কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ

(১০) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা হইতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(১১) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

(১২) ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৮০০ কেভিএ জেনারেটর এবং লিফট স্থাপন

(১৩) ঢাকার এনআইসিভিডিতে ১৬০০ কেভি এ জেনারেটর এবং লিফট স্থাপন

(১৪) ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি পুরাতন লিফট পরিবর্তন এবং ১৫০০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন স্থাপন

(১৫) যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে করোনারী কেয়ার ইউনিট স্থাপন।

(খ) <u>এছাড়াও (HNPSP) এর আওতায় সমাপ্ত ক্লাষ্টার প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ-</u>

(১) আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ (রাজশাহী, বরিশাল,ও সিলেট)

(২) দেশের ৭টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সেস ফিমেল হোষ্টেলকে ৫০শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করণ (ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ)

(৩) দেশের ৭টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ)

(৪) ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট বর্ধিতকরণ ও উন্নীতকরণ (বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)

(৫) বিদ্যমান নার্সেস ট্রেনিং সেন্টারকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ

(৬) ২০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (ময়মনসিংহ, রংপুর)

(৭) সকল মেডিকেল কলেজে টিচিং মর্গ ও মরচুয়ারী স্থাপন (ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ)

(৮) ৭টি এনটিসিকে নার্সিং কলেজে রূপান্তকরণ (সিলেট মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ)।

(গ) <u>HNPSP এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহঃ-</u>

(১) ঢাকা খিলগাঁও এ ১৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ

(২) খুলনায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ

(৩) ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ১০ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা বিশিষ্ট ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতাল নির্মাণ

(৪) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা হইতে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৮ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ৮ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(৫) ঢাকায় বিএমএ লাইব্রেরী ও অডিটরিয়াম নির্মাণ

(৬) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিতসহ ৫ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ

(৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিতসহ ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ

(৮) বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিতসহ ৭ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ

(৯) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিতসহ ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(১০) সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিতসহ ৩ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(১১) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা হইতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ এর আওতায় ১০ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(১২) ৫টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ মৌলভীবাজার, বি-বাড়ীয়া, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ ও ফেনী)

(১৩) ১০০শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মান (খুলনা ও পঞ্চগড়)

(১৪) ট্রমা সেন্টার নির্মাণঃ শ্রীনগর (মুন্সিগঞ্জ), ধামরাই (ঢাকা), টাঙ্গাইল সদর, লোহাগড়া (চট্টগ্রাম), বাহুবল (হবিগঞ্জ)

(১৫) ৭টি এনটিসিকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরকরণ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ)

(১৬) ৩টি জেলায় সিসিইউ নির্মাণ (কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও পটুয়াখালী)

(১৭) ৪টি মেডিকেল কলেজ নির্মাণ (নোয়াখালী, পাবনা, যশোর ও কক্সবাজার)।

(১৮) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ

(১৯) ২টি ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ)।

<u>এডিপি ভুক্ত অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ</u>

(ক) (১) ৫টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন (চাঁদপুর,হবিগঞ্চ,জামালপুর,ঝিনাইদহ ও কিশোরগঞ্জ)
(২) ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট নির্মাণ।

(খ) <u>এডিপি ভুক্ত অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহঃ-</u>

(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এর আওতায় ১০ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ

(২) ঢাকার ফুলবাড়ীয়াতে ১৬ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ৪ তলা বিশিষ্ট ১৫০ শয্যার সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

(৩) ঢাকার তেজগাঁওতে ৮ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ৮ তলা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি নির্মাণ

(৪) ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ১৪ তলা ভিত ও ২টি বেইজমেন্টসহ ৫ তলা বিশিষ্ট ইএনটি এন্ড হেড, নেক, ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ইনষ্টিটিউট স্থাপন

(৫) ঢাকার মহাখালীতে ১০ তলা ভিত ও ১টি বেইজমেন্টসহ ১০ তলা বিশিষ্ট ৩০০ শয্যার জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল নির্মাণ

(৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ (২য় পর্যায়)।

(৭) ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন।

২০১১-২০১২অর্থ বছরের গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির HPNSDP এর আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫৩টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বাকি প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ক) HNPSP এর আওতায় সমাপ্ত একক প্রকল্পসমূহঃ-

(১) কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(২) পটুয়াখালী সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৩) নোয়াখালী সদর হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৪) চাঁদপুর সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা হইতে ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৫) টাংগাইল সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৬) পাবনা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৭) ফেনীতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ

(৮) ট্রমা সেন্টার ভাঙ্গা, ফরিদপুর

(৯) কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(১০) রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ

(১১) মহাখালীস্থ জাতীয় স্বাস্থ্য ও দলিল সংরক্ষণ কেন্দ্রের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(১২) জাতীয় এ্যাজমা সেন্টার (২য় পর্যায়), মহাখালী, ঢাকা

(১৩) যশোর জেলায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট করোনারী কেয়ার ইউনিট নির্মাণ

(১৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লিনিয়ার এক্সিলেটার ভবন নির্মাণ

(১৫) খুলনা মেডিকেল কলেজ এর অসম্পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ

(১৬) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর অডিটোরিয়ামকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা

(১৭) শেরেবাংলা নগরস্থ এনআইসিভিডি এর ৮ ইঞ্চি বিশিষ্ট গভীর টিউব ওয়েল স্থাপন

(১৮) শেরেবাংলা নগরস্থ এনআইসিভিডি এর সিসিইউ কে আধুনিকায়ন ও বর্ধিতকরণ

(১৯) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডক্টরস ডরমিটরি স্থাপন

(২০) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ এর ১২০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্র হোষ্টেল নির্মাণ

(২১) টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে মর্গ নির্মাণ

(২২) ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৮০০ কেভিএ জেনারেটর এবং লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন

(২৩) শেরে বাংলা নগরস্থ এনআইসিভিডি এর ১৬০০ কেভিএ জেনারেটর এবং লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন

(২৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি পুরাতন লিফট পরিবর্তন এবং ১৫০০ কেভিএ সাবষ্টেশন স্থাপন

(২৫) মহাখালী ১০-তলা ভিত বিশিষ্ট বিএমআরসি ভবন নির্মাণ

(২৬) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(২৭) কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ

(২৮) খুলনা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী ডক্টরস হোষ্টেল নির্মাণ

(২৯) দেশের পুরাতন ৮টি মেডিকেল কলেজে ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ ((সিলেট এম এ জি মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ, চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ)

(৩০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সেস ফিমেল হোষ্টেলকে ২০০ শয্যা থেকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৩১) মহাখালী নাসিং কলেজে অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ

(৩২) ঢাকার দুরারোগ্য ব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ

(৩৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমারজেন্সি ব্লক নির্মাণ

(৩৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্রের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(৩৫) ঝিনাইদহ ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ টেকনোলেজি স্থাপন

(৩৬) মিরপুর কিডনি ফাউন্ডেশন স্থাপন (১ম পর্যায়)

(৩৭) সচিবালয় ক্লিনিক ভবনে লিফট স্থাপন

(৩৮) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

(৩৯) সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রী হোষ্টেল ও লাইব্রেরী নিমার্ণের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(৪০) বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্র এবং ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ কাজের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ।

(খ) <u>এছাড়াও (HNPSP) এর আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ-</u>

(১) আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ (রাজশাহী, বরিশাল,ও সিলেট)

(২) ৩টি বিএমএ লাইব্রেরী এবং অডিটরিয়াম কেন্দ্র নির্মাণ (ঢাকা, কক্সবাজার এবং পটুয়াখালী)

(৩) দেশের ৮টি পুরাতন মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নী ডাক্তার হোষ্টেল নির্মাণ(ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ)

(৪) দেশের ৭টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সেস ফিমেল হোষ্টেলকে ৫০শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করণ (ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ)

(৫) ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট বর্ধিতকরণ ও উন্নীতকরণ (বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)

(৬) ৫টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ (বি-বাড়ীয়া হাসপাতাল, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল)

(৭) ৬টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণ (টাঙ্গাইল সদর)

(৮) ৭টি এনটিসিকে নার্সিং কলেজে রূপান্তরকরণ (ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ)

(৯) ৩টি জেলায় সিসিইউ নির্মাণ (কক্সবাজার, পটুয়াখালী)

(১০) ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ)

(১১) ২০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, রংপুর)

(১২) সকল মেডিকেল কলেজে টিচিং মর্গ ও মরচুয়ারী স্থাপন (ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিলেট মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ)

(১৩) টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন।

(গ) **HPNSDP এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহঃ-**

(১) ৪টি আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট স্থাপন (খুলনা মেডিকেল কলেজ)

(২) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী হোষ্টেল এবং একাডেমিক ভবন নির্মাণ

(৩) খুলনায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ

(৪) ঢাকার শ্যামলীস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল নির্মাণ (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যা)

(৫) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অডিটরিয়াম লেকচার গ্যালারী এবং লাইব্রেরী নির্মাণ সহ ৫০০ শয্যা হতে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৬) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট নির্মাণ

(৭) পটুয়াখালীস্থ ট্রেনিং সেন্টার ও ডরমিটরি ও বিএমএ লাইব্রেরী ও অডিটরিয়াম নির্মাণ

(৮) ঢাকা খিলগাঁওস্থ ৫০০শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ

(৯) দেশের ৮টি পুরাতন ইন্টার্নী ডক্টরস্ (পুরুষ ও মহিলা) হোষ্টেল নির্মাণ (ময়মনসিংহ)

(১০) দেশের ৭টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সেস ফিমেল হোষ্টেলকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, বরিশাল মেডিকেল কলেজ)

(১১) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট আধুনিকায়ন এবং উন্নীতকরণ

(১২) বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ

(১৩) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ

(১৪) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ

(১৫) স্যার সলিমূল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট আধুনিকায়ন ও উন্নীতকরণ

(১৬) ৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট আধুনিকায়ন এবং উন্নীত করণ (কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর)

(১৭) সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ

(১৮) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(১৯) ৫টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হইতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করণ (মৌলভীবাজার ও ফেনী)

(২০) ঢাকাস্থ এনআইসিভিডি এর ডক্টরস কোয়ার্টার নার্স ডরমিটরি এর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(২১) ১০০শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (খুলনা ও পঞ্চগড়)

(২২) বগুড়া এ্যাজমা সেন্টার নির্মাণ

(২৩) মহাখালীস্থ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ

(২৪) ৬টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণ (মাওয়া-মুন্সিগঞ্জ, ধামরাই-ঢাকা, লোহাগড়া-চট্টগ্রাম ও বাহুবল- হবিগঞ্জ)

(২৫) শেরে বাংলা নগরস্থ পঙ্গু হাসপাতালের ডক্টরস কোয়ার্টার নির্মাণ

(২৬) ঢাকাস্থ শেরে বাংলা জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউট এন্ড ইউরোলজি এর ডক্টর ডরমিটরি, নার্সেস ডরমিটরি, ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন বিল্ডিং এবং ইনসিনেটর ইত্যাদি নির্মাণ

(২৭) দেশের ৭টি পুরাতন মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর ও (বরিশাল ও ঢাকা)

(২৮) ঢাকাস্থ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ডক্টরস ডরমিটরি, নার্সেস ডরমিটরি নির্মাণ

(২৯) ঢাকাস্থ আইডিসিএইচ এর ডক্টরস কোয়ার্টার, কর্মচারী কোয়ার্টার এবং নার্সেস ডরমিটরি নির্মাণ

(৩০) ৩টি জেলা হাসপাতালে সিসিইউ নির্মাণ (রাঙ্গামাটি)

(৩১) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এ ছাত্র ও ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ

(৩২) ২টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল কলেজ এ ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (চট্টগ্রাম)

(৩৩) ২০ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি ডেন্টাল ইউনিট নির্মাণ (সিলেট)

(৩৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজে সেন্ট্রাল ডিএনএ ল্যাব নির্মাণ

(৩৫) দেশের সকল মেডিকেল কলেজে (৬টি) টিচিং মর্গ ও মরচুয়ারী নির্মাণ (বরিশাল)

(৩৬) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ

(৩৭) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এর নতুন সাইটে একাডেমিক ভবন স্থাপন

(৩৮) জেলা পর্যায়ে সকল হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন (জামালপুর)

(৩৯) খুলনা মেডিকেল কলেজ এর একাডেমিক বিল্ডিং এর বর্ধিতকরণ

(৪০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর নিউ ফ্যাসালিটিজ এন্ড মর্ডানাইজেশন অফ এক্সিসটিং ইনফ্রাষ্ট্রাকচার নির্মাণ

(৪১) ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন (নোয়াখালী, পাবনা, যশোর ও কক্সবাজার)

(৪২) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ এ সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, অডিটরিয়াম, মসজিদ, বয়েজ ও গার্লস হোষ্টেল এবং একাডেমিক বিল্ডিং এর নতুন লিফট স্থাপনসহ উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)

(৪৩) খূলনা মেডিকেল কলেজ এর অডিটরিয়াম বিল্ডিং নির্মাণ (১ম পর্ব)

(৪৪) ঢাকায় ফিজিওথেরাপী কলেজ স্থাপন (১ম পর্ব)

(৪৫) খুলনায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ

(৪৬) ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোষ্টেলের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(৪৭) রংপুর মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবন, এনাটমি মাইক্রোবায়োলজি ব্লক এর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ (২য় তলার উপর ৩য় তলা)

(৪৮) মহাখালীস্থ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি এর মহিলা হোস্টেলকে ৩য় তলা হতে ৫ম তলার বর্ধিতকরণ

(৪৯) মহাখালীস্থ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি এর একাডেমিক ভবন ২য় তলা থেকে ৩য় তলা বর্ধিতকরণ

(৫০) মহাখালীস্থ NEMEU and TC এর ওয়ার্কশপ ভবন এর ৩য় তলা থেকে ৪র্থ তলা এবং ২য় তলা থেকে ৩য় তলা এবং একাডেমিক ভবন ২য় তলা থেকে ৩য় তলা বর্ধিতকরণ।

(ক) <u>এডিপি ভুক্ত অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ</u>-

(১) ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস

(২) ঢাকার ফুলবাড়ীয়াস্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন।

(খ) <u>এডিপি ভুক্ত অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহঃ-</u>

(১) ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট নির্মাণ

(২) ঢাকার মহাখালীস্থ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

(৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ

(৪) ঢাকার তেজগাঁওস্থ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি স্থাপন

(৫) শেরে বাংল নগরস্থ ইএনটি এন্ড হেড নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ইনষ্টিটিউট স্থাপন

(৬) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ (২য় পর্যায়)

(৭) গোপালগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন

(৮) ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ।

অষ্টম অধ্যায়

সেবা পরিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে ১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়। দেশে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নতুন নতুন হাসপাতাল স্থাপন এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নতির জন্য সেবা পরিদপ্তরের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেবা পরিদপ্তর সৃষ্টির পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৭,৭৮৮টি নার্সিং এবং ১২৪৭টি নন-নার্সিং পদ সৃজন করা হয়েছে। ১৭,৭৮৮টি নার্সিং পদের মধ্যে ১৬৬টি প্রথম শ্রেণীর, ১৬,২৪৭টি ২য় শ্রেণীর, ১৩৭৫টি ৩য় শ্রেণীর পদ এবং ১২৪৭টি নন-নার্সিং পদের মধ্যে ০৬টি প্রথম শ্রেণীর, ২০টি ২য় শ্রেণীর, ৩৫৮টি ৩য় শ্রেণীর এবং ৮৬৩টি চতূর্থ শ্রেণীর পদ বিদ্যমান। বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে নার্সের সংখ্যা ২৮,৭৯৩ জন। মোট ১৫০৭৪ জন নার্স সরকারি প্রতিষ্ঠানে, প্রায় ১০,০০০ জন নার্স দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে এবং ১১০০ নার্স বিদেশে কর্মরত আছে। তন্মধ্যে সরকারিভাবে ১২০ জন নার্স বিদেশে লিয়েনে কর্মরত আছে। অতি সম্প্রতি দেশে বিদ্যমান নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউটের জন্য ১০৫টি প্রথম শ্রেণীর, ৬৫৬টি ২য় শ্রেণীর পদ সৃজিত হয়েছে, তন্মধ্যে ১০১জন নার্সকে ২য় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেনীর পদে এবং ৬০ জন নার্সকে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়নসহ ১৭১ জন সহকারী নার্সকে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

দেশে সরকারি পর্যায়ে ৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (০১টি আর্মড ফোর্সেসসহ) এবং ৩৯টি বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট বিদ্যমান আছে। এ ইনস্টিটিউটসমূহে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিংসায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স চালু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১১টি সরকারি নার্সিং কলেজ (০৭টি বেসিক এবং ০৪টি পোস্ট বেসিক) এবং ২১টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ (১২টি বেসিক এবং ০৯টি পোস্ট বেসিক) বিদ্যমান, যার মধ্যে বেসরকারি ০৬টি নার্সিং কলেজ বর্তমানে বন্ধ আছে। বিদ্যমান এ সকল নার্সিং কলেজের মধ্যে ১৫টি (০৭টি সরকারি এবং ০৮টি বেসরকারি) নার্সিং কলেজে ০৪ বছর মেয়াদি বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু আছে । দেশে নার্সিং শিক্ষক, নার্সিং প্রশাসক এবং নার্সিং ব্যবস্থাপক এর চাহিদা মেটাতে ১১ টি (সরকারি ০৪টি এবং বেসরকারি ০৭টি) পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজে ০২ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং এবং বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ্ কোর্স চালু রয়েছে।

জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং শিশু-মাতৃ মৃত্যু হার কমানোর জন্য সেবা পরিদপ্তর কাজ করছে, যা MDG 4 এবং 5 অর্জনে সরাসরি সহায়তা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক ৩০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ এবং দেশে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুসারে দেশে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত হওয়া উচিৎ ৩ : ১। কিন্তু দেশে বর্তমানে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ২ : ১ এবং জনসংখ্যা ও নার্সের অনুপাত ৫২৯১ : ১। বর্তমানে নার্স ও শয্যা সংখ্যার অনুপাত ১ : ১৩, মর্নিং শিফটে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ২ : ১। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে প্রতি শিফটে সাধারণ

বেডে নার্স ও রোগীর অনুপাত ১ : ৪ এবং স্পেশালাইজড বেডে নার্স রোগীর অনুপাত ১ : ১ হওয়া উচিৎ। হেলথ্ ওয়াচ রিপোর্ট, ২০০৭ অনুসারে দেশে এখনও ১ লক্ষ ৮৭ হাজার নার্সের ঘাটতি রয়েছে।

২০১৬ খ্রিঃ নাগাদ দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত করার জন্য নতুন ১১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ১৫টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের ঘাটতি মেটানোর জন্য বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালাইজেশন কোর্সসহ প্রতি বছর ৫০ জন নার্সের এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স এবং প্রতি বছর ০৫ জন নার্সের পিএইচডি ইন নার্সিং কোর্সের সংস্থান রাখা হয়েছে। দেশে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করার জন্য ঢাকার শেরেবাংলা নগরে একটি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে রোগীর অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এভিডেন্স বেজড নার্সিং প্র্যাকটিস চালু করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষ মানব-সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কর্মপরিধিঃ

সেবা পরিদপ্তর এর মূল লক্ষ্যঃ

সকল সরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং জনবলের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাসপাতালে রোগীর সেবার মান নিশ্চিত করা।

সেবা পরিদপ্তরের মূল কার্যাবলীঃ

১) স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ/সহযোগিতা প্রদান ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

২) জনসংখ্যার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স তৈরির জন্য নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা

৩) সকল সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, সকল সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন ক্যাটাগরির নার্স ও অন্যান্য শ্রেণীর পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ ও সৃজনকৃত পদে নার্স নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করা

৪) সরকারি হাসপাতালের সেবার মান এবং সকল সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মরত জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা

৫) সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দ প্রদান; নিয়োগবিধির সংশোধন/প্রণয়ন, কর্মরত সকল জনবলের বদলি, বেতনভাতা, ছুটি, অবসর, পেনশন ইত্যাদি নিশ্চিত করা

৬) শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কারিকুলাম সংশোধন/প্রণয়ন, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নার্সিং ইনস্টিটিউটসমূহ কলেজে উন্নতীকরণ এবং শিক্ষকদের জন্য উন্নতমানের দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে উন্নত মানব সম্পদে পরিণত করা

৭) সকল সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন করা

৮) সেবক/সেবিকাদের উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক ও সনদপত্র প্রদান করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা			কর্মরত পদের সংখ্যা			শূন্য পদের সংখ্যা		
	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট
১ম শ্রেণী	১৬৬	০৬	১৭২	৮৫	০২	৮৭	৮১	০৪	৮৫
২য় শ্রেণী	১৬,২৪৭	২০	১৬,২৬৭	১৪,১৫২	০৭	১৪,১৫৯	২,০৯৫	১৩	২,১০৮
৩য় শ্রেণী	১,৩৭৫	৩৫৮	১,৭৩৩	৮৩৭	২০২	১,০৩৯	৫৩৮	১৫৬	৬৯৪
৪র্থ শ্রেণী	-	৮৬৩	৮৬৩	-	৬২০	৬২০	-	২৪৩	২৪৩
সর্বমোট	১৭,৭৮৮	১,২৪৭	১৯,০৩৫	১৫,০৭৪	৮৩১	১৫,৯০৫	২,৭১৪	৪১৬	৩,১৩০

সেবা পরিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমুহঃ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রমসমূহ (Key Activities)
১	২
১. সরকারি হাসপাতালের সেবার মান উন্নত করার জন্য জনসংখ্যা অনুপাতে নার্সের পদ বৃদ্ধি করা।	▪ বিভিন্ন হাসপাতালে ০৯ টি সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৭টি উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ৪৮টি নার্সিং সুপারভাইজার ও ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজন করা হয়েছে। ▪ তিনটি নার্সিং কলেজে (খুলনা, বগুড়া ও ফৌজদারহাট-চট্টগ্রাম) মোট ৯৬টি ১ম শ্রেণীর শিক্ষকের পদ এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ৬০টি ২য় শ্রেণীর শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে। ▪ বিভিন্ন হাসপাতালে ৮০০ নার্সিং সুপারভাইজারের পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। ▪ স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৫০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উক্ত সম্মতির আলোকে বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রমসমূহ (Key Activities)
১	২
২. নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য শিক্ষকদের পদ সৃজন ও শিক্ষামূলক আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।	▪ সম্প্রতি ১০৫টি প্রথম শ্রেণী, ৬৫৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃজিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১০১ জন নার্সকে প্রথম শ্রেণীর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে। ৬০ জন নার্সকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে। ১৭১ জন সহকারী নার্সকে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ▪ ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ১১টি নার্সিং কলেজের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪০০ কম্পিউটার, ৫০টি মাইক্রোসকোপ, ০৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৪৪টি রেফ্রিজারেটর, ১৪টি মাইক্রোবাস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং উন্নত বিশ্বের বই সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ১১টি নার্সিং কলেজের জন্য ৪০টি ফটোকপিয়ার, ২০টি স্ক্যানার, ৪০টি ইলেকট্রিক মিটার, ১০০টি সাকার, ৭০টি এয়ার কন্ডিশনার, ১২৭টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১০৭টি ওভারহেড প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়েছে।
৩. বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের পদায়নের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান করা।	▪ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ এবং সৃজনকৃত পদে ২০১১ সালে ২য় শ্রেনী হতে ১ম শ্রেণীতে ১০১ জনকে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়, তার মধ্যে ৯৭% মহিলা কর্মকর্তা।
৪. দক্ষ নার্স তৈরী করতঃ বিদেশে কর্মসংস্থান করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করা।	▪ নার্সদের বিদেশি ভাষার (ইংরেজী) উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে, যা জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলবে। ▪ নার্সদের দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৫ জনকে পিএইচডি, ২০০ জনকে এমএসসি এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্পেশালাইজেশন কোর্স করার জন্য ২১০ জন নার্সকে ওভারসিস প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরে প্রেরণ করা হচ্ছে। ▪ চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৭ জন নার্সকে উন্নত দেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৫. নতুন নার্সিং কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা।	▪ ২০১৬ নাগাদ দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে নতুন করে ১১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ০৬টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করাসহ বিদ্যমান ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজ রূপান্তর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বছর	বরাদ্দ			ব্যয়		
	রাজস্ব	উন্নয়ন	মোট	রাজস্ব	উন্নয়ন	মোট
২০১০-২০১১	৩,৪১৩.০০	২,১১৬.০০	৫,৫২৯.০০	৩,২৭৩.২১	১,৬৯৫.০২	৪,৯৬৮.২৩
২০১১-২০১২	৩,৭০৯.৮০	৫,০০০.০০	৮,৭০৯.৮০	৩,৫৫০.০০	২,৮৫২.১৭	৬,৪০২.১৭
মোট	৭,১২২.৮০	৭,১১৬.০০	১,৪২৩.৮০	৬,৮২৩.২১	৪,৫৪৭.১৯	১১,৩৭০.৪০

কর্ম সম্পাদন প্রতিবেদনঃ

ক) ২০১০-১১ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

- ❖ ২০১০-১১ অর্থ বৎসর হতে নব নির্মিত ১২টি ইনষ্টিটিউটে (নীলফামারী, নওগাঁ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, হবিগঞ্জ, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, জামালপুর, চাঁদপুর, পঞ্চগড় ও কিশোরগঞ্জ) এ ৩০ জন করে মোট ৩৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি করা শুরু হয়েছে। ফলে সেবা পরিদপ্তরের অধীনে বিদ্যমান ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর সর্বমোট ১৫৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
- ❖ সেবার মান অধিকতর উন্নয়নে স্নাতকধারী নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে নার্সিং কলেজে উন্নীত ০৪টি নার্সিং কলেজে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ) ২০০৭-০৮ শিক্ষা বছর থেকে এবং পরবর্তীতে নার্সিং কলেজে উন্নীত ০৩টি নার্সিং কলেজে (রংপুর, সিলেট ও বরিশাল) এ গত ২০১০-১১ শিক্ষা বছর হতে প্রতি কলেজে ১০০ জন করে মোট ৭০০ জন ০৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।
- ❖ দেশে নার্স ব্যবস্থাপক, নার্স প্রশাসক এবং নার্স শিক্ষক এর চাহিদা মোটানোর জন্য ০৩টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজ (খুলনা, বগুড়া ও ফৌজদারহাট-চট্টগ্রাম) নির্মাণ শেষে ২০১০-১১ শিক্ষা বর্ষ হতে প্রতি বছর বগুড়া ও ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজে ০২বছর মেয়াদি পোস্ট বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ্ নার্সিং কোর্সে ২৫০ সিটে নার্স ভর্তি শুরু করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মহাখালীস্থ কলেজ অব নার্সিং এর ১২৫ সিট মিলিয়ে ৩৭৫ সিটে পোস্ট বিএসসি ইন নার্সিং ও বিএসসি ইন পাবলিক হেলথ্ নার্সিং কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ❖ ০৩টি নার্সিং কলেজে এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের ৯৬টি প্রথম শ্রেণীর পদ এবং ৬০টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃজন করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন হাসপাতালের শুণ্য পদে ১৭৪৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ❖ ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত ৪০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ রাজস্বখাতে স্থায়ী করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন হাসপাতালে ০৯ টি সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৭টি উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৪টি পাবলিক হেলথ্ নার্স, ৪৮টি নার্সিং সুপারভাইজার, ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদসহ মোট ৬০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

- ❖ ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ১১টি নার্সিং কলেজের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪০০ কম্পিউটার, ৫০টি মাইক্রোসকোপ, ০৫টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৪৪টি রেফ্রিজারেটর, ১৪টি মাইক্রোবাস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং উন্নত বিশ্বের বই সরবরাহ করা হয়েছে।
- ❖ ১০ জন নার্সকে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ ২২ জন কর্মকর্তাকে স্টাডি ভিজিটে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ ৬২ জন নার্সকে উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করে নগদ অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে এবং স্বর্ণপদক প্রদানের জন্য মেডেল তৈরী করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

খ) ২০১১-১২ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

- ❖ সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীনে কর্মরত ডিপ্লোমা নার্সদের ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।
- ❖ ইভিডেন্স বেইজড নার্সিং বিষয়ে ২৩ ব্যাচে ৬৯০ জন নার্সকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ০৪ ব্যাচে ১৬০ জন নার্সকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ০৮ ব্যাচে ২৪০ জন নার্সকে বিসিসি, Code of Conduct এবং Nursing Ethics এর উপর স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ০৬ মাস মেয়াদি Certified course on midwifery এর উপর ৬০ জন নার্সিং শিক্ষককে TOT প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ১৭৪ জন নার্সকে ০৬ মাস মেয়াদি Certified course on midwifery এর উপর স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ করা হয়েছে এবং ২৫৯ জনের স্থানীয় প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে।
- ❖ ১৩ জন নার্সকে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ ০৫ জন নার্সকে পিএইচডি ইন নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ ১২০ জন নার্সকে স্পেশালাইজেশন কোর্সে (আইসিইউ-৮০, অনকোলোজি নার্সিং-২০, কার্ডিয়াক নার্সিং-১০, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট-১০, ক্যাথ ল্যাব-১০, কার্ডিয়াক ল্যাব নার্সিং-১০, জেরিয়াট্রিক নার্সিং-১০ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-১০) বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ ০৫ ডিভিশনে ০৫টি এডুকেশনাল এন্ড প্রাকটিস নেটওয়ার্কিং মিটিং করা হয়েছে।
- ❖ ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ১১টি নার্সিং কলেজের জন্য ৪০টি ফটোকপিয়ার, ২০টি স্ক্যানার, ৪০টি ইলেকট্রিক মিটার, ১০০টি সাকার, ৭০টি এয়ার কন্ডিশনার, ১২৭টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১০৭টি ওভারহেড প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়েছে।
- ❖ ৬২ জন নার্সকে উত্তম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করে নগদ অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে এবং স্বর্ণপদক প্রদানের জন্য মেডেল তৈরী করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

ক) স্বল্প মেয়াদি কার্যাবলীঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য	সম্ভাব্য ফলাফল
১	২	৩	৪
১.	প্রতি বছর ২০০ জন নার্সকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষন প্রদান	নার্সদের ইংরেজী ভাষায় অধিক দক্ষ করে তোলা	বিদেশে নার্সদের কর্মসংস্থান করা সহজ হবে
২.	নব নিয়োগকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	সঠিকভাবে রোগীর পরিচর্যা করা	হাসপাতালে রোগীর পরিচর্যার মান উন্নীত হবে
৩.	প্রতি বছর ১৫০ জন নার্সকে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালাইজেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা	বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে রোগীদের উন্নত সেবা প্রদান করা	বিশেষায়িত হাসপাতালে রোগীরা উন্নত সেবা পাবে
৪.	প্রতি বছর ১০০ জন নার্স শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা	নার্সদের কম্পিউটার-এ অভিজ্ঞ করা	ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে
৫.	প্রতি বছর ২৫০ জন নার্সকে ধাত্রীবিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	অভিজ্ঞ ধাত্রী শিক্ষক তৈরি	দেশে অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষক তৈরি হবে
৬.	উন্নত দেশের নার্সিং কারিকুলাম ও সেবা কার্যক্রম দেখার জন্য ৩৩ জন কর্মকর্তাকে স্টাডি ভিজিটে উন্নত দেশে প্রেরণ করা	উন্নত শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলন করা	উন্নত কারিকুলাম ও উন্নত সেবা কার্যক্রম প্রচলন করা সম্ভব হবে
খ) দীর্ঘমেয়াদে (০১ বছরের মধ্যে) সমাপ্য			
৭.	০৭ টি হাসপাতালে মডেল ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা	হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন করা	হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি পাবে
৮.	বাংলাদেশে নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরির জন্য বিদেশ থেকে ২০ জন নার্সকে এমএসসি করানো হবে	নার্সিং এ অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরি করা	অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে
০৯.	দেশে অভিজ্ঞ নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	দেশে নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অবকাঠামো বৃদ্ধি	দেশে অভিজ্ঞ নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

ক্রমিক নং	বিষয়	উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য	সম্ভাব্য ফলাফল
১	২	৩	৪
১০.	দেশে সরকারি নার্সিং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	দেশে গ্রাজুয়েট নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো বৃদ্ধি পাবে	দেশে অভিজ্ঞ বিএসসি নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে
১১.	দেশে রেজিস্টার্ড নাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	দেশে ও বিদেশের চাহিদা মেটানো	দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশ ও বিদেশে নার্সদের চাহিদা পূরণ করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে
গ) আগামী তিন বছরের পরিকল্পনা			
১২.	৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ১২টি নার্সিং কলেজে কম্পিউটার ল্যাব ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা	নার্সদের ইংরেজী ভাষায় ও কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা	সংশ্লিষ্ট নার্সগণ উন্নত বিশ্বের ন্যায় সেবা কার্যক্রমে অভিজ্ঞ হবে
১৩.	আগামী ০৩ বছরের মধ্যে (পরবর্তী হেলথ্ সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে) ১৫টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট (মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, মেহেরপুর, নরসিংদি, শরিয়তপুর, নাটোর, গাইবান্ধা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, নড়াইল, সুনামগঞ্জ ও ঝালকাঠি) নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে	দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	নার্স সংকট হ্রাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি পাবে
১৪.	আগামী ০৫ বছরের মধ্যে (পরবর্তী হেলথ্ সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে) ১৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট (টাংগাইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, কুমিল্লা, রাঙামাটি, নোয়াখালী, কক্সবাজার, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ ও	দেশে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	নার্স সংকট হ্রাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি পাবে

ক্রমিক নং	বিষয়	উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য	সম্ভাব্য ফলাফল
১	২	৩	৪
	পটুয়াখালী) কে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হবে		
১৫.	শেরেবাংলাগর, ঢাকা ও সিলেটে ০১টি করে মোট ০২টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা এবং ২০১৪ সালে দেশে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করা	দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দেশে নার্সিং এ এমএসসি কোর্স চালু করা।	নার্স সংকট হ্রাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি পাবে
১৬.	আগামী ০৪ বছরে প্রতি বছর ৫০ জন করে মোট মোট ২০০ জন নার্সকে এমএসসি ইন নার্সিং কোর্সে এবং প্রতি বছর ০৫ জন করে মোট ২০ জন নার্সকে পিএইচডি ইন নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিদেশ প্রেরণ করা হবে	দেশে অভিজ্ঞ নার্সের শূন্যতা লাঘব করা	বিশেষায়িত নার্সিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে
১৭.	রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করা	গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করা	স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হবে।

নবম অধ্যায়

ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)

১. ভূমিকাঃ ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারি হাসপাতালের মৌলিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরি, গুণগতমান নির্ণয় এর লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনে ঢাকাস্থ, মহাখালীতে অত্র প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্থায়ী রাজস্বখাতভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান ।

২. কর্মপরিধিঃ সমগ্র বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান । নতুন মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন তৈরি, গুণগতমান নির্ণয়।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং কর্মবন্টনঃ

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

১ম শ্রেণী	১৩টি
২য় শ্রেণী	১৪টি
৩য় শ্রেণী	৪৭টি
৪র্থ শ্রেণী	২১টি
মোট পদ সংখ্যা	৯৫টি

কর্মবন্টনঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পদের কর্মবন্টন
১।	চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার	০১	চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার পদটি নিমিউ এন্ড টিসি এর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার পদ। এই পদে কর্মরত কর্মকর্তার দায়িত্ব সমুহ নিম্মে প্রদত্ত হলঃ- ক) নিমিউ এন্ড টিসি এর অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ পালন খ) নিমিউ এন্ড টিসি এবং ১৮টি জেলা ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ওয়ার্কশপকে কারিগরি নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা গ) হাসপাতাল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নিমিউ এন্ড টিসি কর্তৃক হাসপাতাল যন্ত্রপাতি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন হাসপাতাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কারিগরি

			সহযোগিতা প্রদান করা । মেরামত অযোগ্য হাসপাতাল যন্ত্রপাতিকে অকেজো / কনডেম ঘোষণার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা।
২।	টেকনিক্যাল ম্যানেজার (মেরামত)	০১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতালসমূহের যন্ত্রপাতি জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা । এই পদে কর্মরত কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ- ক) নিমিউ এন্ড টিসি এর অভ্যন্তরে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা খ) মেরামত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ নিরূপণ গ) ঢাকা অথবা ঢাকার বাইরে হাসপাতালসমূহের যন্ত্রপাতিসমূহ জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের লক্ষ্যে কারিগরি দল প্রেরণ ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা ঘ) ব্যবহার অযোগ্য হাসপাতাল যন্ত্রপাতিসমূহ কনডেম ঘোষণার উদ্দেশ্যে ফেইস ভ্যালু নির্ধারণ করা। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ভান্ডারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, মেরামতসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা এবং অন্যান্য বিবিধ দায়িত্বসমূহ পালন।
৩।	টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ট্রেনিং)	০১	এই পদে কর্মরত কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ- ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা খ) নিমিউ এন্ড টিসি এবং জেলা ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ওয়ার্কশপ কারিগরি জনবল এবং হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যবান যন্ত্রপাতির ব্যবহারকারী জনবলকে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করা গ) নিমিউ এন্ড টিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কারিকুলাম প্রণয়ন করা।

৪. ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়
২০১০-২০১১	২,৯৭,৬৭,০০০/-	২,৯৫,৮৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,২৭,৩৪,০০০/-	৩,৩৮,৭৬,০০০/-

৫. কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ অত্র দপ্তরের বিদ্যমান ৬টি শাখার মাধ্যমে হাসপাতালের চাহিদা মোতাবেক (২০১০-২০১১) অর্থ বছরে ৪৫৬ (চারশত ছাপ্পান্ন) টি এবং (২০১১-২০১২) অর্থ বছরে ৪৩০ (চারশত ত্রিশ) টি অকেজো মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করে সচল করা হয়েছে।

৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

১। ১৮ টি জেলা মেডিকেল ওয়ার্কশপকে নিমিউ এর সাংগাঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনরায় মেরামত কাজে নিয়োজিত করা।

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হাসপাতাল সংখ্যা এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের ব্যবধানে অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছে। বর্তমানে নিমিউ এন্ড টিসিতে জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । ফলশ্রুতিতে অত্র দপ্তরের জনবলের অবকাঠামো দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের হাসপাতাল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কর্মপরিধি অনুযায়ী কারিগরি জনবল বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতির উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা সম্ভব হবে। হাসপাতাল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে নিমিউ এন্ড টিসি-কে আপগ্রেড করার প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দশম অধ্যায়

যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)

ভুমিকাঃ

যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে টেমোর কার্যক্রম শুরু হয় । এতে সমগ্র বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহন মেরামত কাজ সম্পাদন করা হত ।

(১) ১৯৮০ সালে টেমোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ।

(২) ১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক এই ওয়ার্কশপের কিছু কারিগরি জনবল অবলুপ্ত করতঃ টেমোর সাংগঠনিক কাঠামো ছোট করা হয় ।

(৩) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং প্রশা-২/যান-১/৯৭/১৯৫/৩২০ তাং ৮/৩/০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

(৪) এই অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক শুধুমাত্র ঢাকা ও ঢাকার নিকটস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ টি রাজস্ব খাত ভুক্ত যানবাহনের মেরামত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

(৫) এই সমস্ত যানবাহনের অধিকাংশই ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরাতন । ফলে বিভিন্ন সময় গাড়ীর বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ঘন ঘন গাড়ীগুলি মেরামতের জন্য টেমোতে প্রেরিত হয় । এতে গাড়ীসমূহের মেরামত ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং অনেক সময় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না বিধায়, পুরাতন যন্ত্রাংশের উপর নির্ভর করতে হয় । এমতাবস্থায় অতি পুরাতন গাড়ীগুলি পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ।

(৬) টেমোতে ৫টি কারিগরি শাখা রয়েছে । ৫টি শাখার মধ্যে ৪টি শাখা গাড়ীসমূহের হালকা ও ভারী মেরামত কাজ সম্পাদন করে । অন্য ১টি শাখা গাড়ীর ইলেকট্রিক কাজ সম্পাদন করে । প্রতিটি শাখায় সিনিয়র মেকানিক,জুনিয়র মেকানিক ও ক্লিনার রয়েছে।

(৭) টেমোর কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখা কর্তৃক অভ্যন্তরীণ ভাবে নিরীক্ষিত হচ্ছে । এ ছাড়া প্রতি বছর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কর্মসম্পাদনঃ

২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে মেরামতকৃত গাড়ীর বিবরণ :

বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
ইঞ্জিন ওভারহলিং	৯৪টি	৩৫ হাজার হতে ৪০ হাজার কি: মিটার অন্তর ইঞ্জিন ওভারহলিং করা হয় ।
ভারী মেরামত	৮০টি	
হালকা মেরামত	৪৮টি	
প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ	২১০টি	প্রতি দুই মাস অন্তর প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ।

(১) টেমো ওয়ার্কশপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে এক একর জায়গা অবৈধ দখলদারদের হাত হতে উদ্ধার করে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

(২) একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে গাড়ী মেরামতের রেকর্ড, ক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের হালনাগাদ তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন নং অফিস
	মন্ত্রীর দপ্তর	
১.	জনাব ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক মাননীয় মন্ত্রী	7168008 7168188
২.	জনাব মোঃ আবু মাসুদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	9514881
৩.	জনাব পরীক্ষিৎ চৌধুরী সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা	7165024
	প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর	
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	7165515
৫.	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	7167461
	সচিবের দপ্তর	
৬.	জনাব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির সিনিয়র সচিব	৭১৬৬৯৭৯ ৭১৬০৪৬৯
৭.	জনাব তানভীর আহমেদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	৭১৬৬৭০৮
	শৃংখলা অনুবিভাগ	
৮.	জনাব এ.এম. বদরুদ্দোজা অতিরিক্ত সচিব	৯৫৪০০৬৩
৯.	সৈয়দা আনোয়ারা বেগম উপ-সচিব (শৃংখলা)	৭১৬৮০৩৪
১০.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃংখলা-১)	৯৫৪০২৫২
১১.	বেগম হাসিনা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃংখলা-২)	৭১৭২০২৮
১২.	জনাব গৌতম আইচ সরকার উপসচিব (আইন অধিশাখা)	৯৫৪০৪৯৩
	প্রশাসন অনুবিভাগ	
১৩.	মোঃ জিল্লার রহমান অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন)	৭১৬৭২৮২
১৪.	বেগম মাহমুদা আকতার যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৭১৬০২০৪

১৫.	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম যুগ্মসচিব (পার)	৭১৬০২০৬
১৬.	ডাঃ মোঃ সাজেদুল হাসান উপসচিব (প্রশাসন-৫ অধিশাখা)	৭১৬০৩৬২
১৭.	জনাব রেজওয়ানুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১	৭১৬৭০৯৬
১৮.	জনাব এ, কে, এম, মুখলেছুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন -২)	৭১৬৪৭২১
১৯.	জনাব মোঃ মনজুর হোসেন উপাসচিব(পার-১ অধিশাখা)	৭১৬৭২৫০
২০.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির উপসচিব(পার-২ অধিশাখা)	৭১৬৯৭৪৮
২১.	বেগম খালেদা আক্তার উপসচিব(পার-৩ অধিশাখা)	৭১৭২১২৮
২২.	জনাব মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর চৌধুরী উপসচিব (পার-৪ অধিশাখা)	৭১৭৬১০১
২৩.	বেগম নুসরাত আইরিন সিনিয়র সহকারী সচিব(পার-৫ শাখা)	৯৫৫২৯৪৪
২৪.	জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন সিষ্টেম এনালিষ্ট	৯৫৫১৪৪২
২৫.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৫৬৯৮৬
	হাসপাতাল ও নার্সিং অনুবিভাগ	
২৬.	জনাব আবু তাহের যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং)	৭১৬২৯১৩
২৭.	জনাব মোঃ ইফতেখার উদ্দীন খান উপসচিব(হাসপাতাল)	৭১৬৯৩৩০
২৮.	জনাবা রাশিদা বেগম, উপসচিব (নার্সিং)	৭১৬৯৩২৯
২৯.	জনাব মোঃ রমজান আলী উপসচিব (হাসপাতাল-১ অধিশাখা)	৭১৬৯৬৬৯
৩০.	জনাব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান উপসচিব (হাসপাতাল-২ অধিশাখা)	৯৫৫৬৯৮৯
৩১.	বেগম নুরুন্নাহার, সিনিয়র সহকারী সচিব (হাসপাতাল-৩)	৭১৭১১৯২
৩২.	ডাঃ কাজী মোস্তফা সারোয়ার উপসচিব (হাসপাতাল-৪ অধিশাখা)	৯৫৬৭৬০০

৩৩.	জনাব গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং)	৭১৭২৭৭৯
	উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ	
৩৪.	আক্তারী মমতাজ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা)	৯৫১৪৭৪৪
৩৫.	জনাব মতিউর রহমান যুগ্মসচিব (চিশি)	৭১৬৬৯৭৮
৩৬.	বেগম বদরুন নেছা উপসচিব (উন্নয়ন)	৭১৬৪৯২৬
৩৭.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপসচিব (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা)	৭১৬৬৯২২
৩৮.	জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপসচিব (নির্মান অধিশাখা)	৭১৭১৯৩০
৩৯.	খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা)	৭১৬২৬৪৫
৪০.	মাসুমা পারভীন সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশি -১ শাখা)	৭১৬৯৭৩০
৪১.	বেগম মাহফুজা আকতার সিনিয়র সহকারী সচিব (চিশি-২)	৯৫৫৬৬৯০
	জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ	
৪২.	জনাব শফিকুল ইসলাম লস্কর অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)	৭১৬৯৬৩৭
৪৩.	জনাব সুভাষ চন্দ্র সরকার যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য)	৯৫১১০৭২
৪৪.	জনাব মোঃ আজম-ই-সাদত উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)	৯৫৪০৭৮৭
৪৫.	ড. আছমা আক্তার জাহান , উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১)	৯৫৬৭২৫২
৪৬.	বেগম ইফফাত আরা মাহমুদ উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা)	৯৫১৫৫৩১
৪৭.	জনাব মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-৩ অধিশাখা)	৯৫৫০৬৬৬
৪৮.	জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা)	৯৫৭০১২৯
৪৯.	বেগম নাঈমা হোসেন,সিনিয়র সহকারী সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২)	৭১৬০২৫৫

	পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম অনুবিভাগ	
৫০.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন যুগ্মসচিব (পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম)	৭১৬৬৬৯৫
৫১.	বেগম কুলসুম বেগম যুগ্মসচিব (পরিবার কল্যাণ)	৭১৬৯২৯০
৫২.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির উপসচিব (কার্যক্রম)	৭১৬৯২৮০
৫৩.	জনাব এ ইউ এস এম সাইফুল্লাহ উপসচিব (পরিবার কল্যাণ-১ অধিশাখা)	৭১৭০১০৯
৫৪.	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিবার কল্যাণ-২)	৭১৬৭৮৬৪
৫৫.	কার্যক্রম শাখা -----	৭১৭১৬১০
	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ	
৫৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)	৯৫৪৫৭০৬(অ) ৯৫৭০০৯১
৫৭.	জনাব মোঃ মুনিরুল ইসলাম উপসচিব(প্রবা)	৯৫৪০১৪০
৫৮.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপসচিব (এফএমইউ)	৯৫৪৫৭০৬
৫৯.	বেগম শাহনাজ সামাদ, উপসচিব (অডিট শাখা)	৯৫১১০২৭
৬০.	বেগম আবেদা আকতার উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)	৯৫১২২১২
৬১.	বেগম সালমা সিদ্দিকা মাহতাব সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-১)	৭১৬০৫৫৩
৬২.	বেগম ফাতেমা রহিম ভীনা উপসচিব (প্রবা-২)	৯৫৫৭১৪৪
৬৩.	বেগম হুমায়রা সুলতানা, উপসচিব (প্রবা-৩)	৭১৭১৫৪০
	পরিকল্পনা অনুবিভাগ	
৬৪.	নিরু শামছুন নাহার, যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা)	৭১৬৪৬৮৫
৬৫.	ডাঃ আ, এ, মোঃ মহিউদ্দিন ওসমানী, উপপ্রধান (স্বাস্থ্য)	৯৫৫৯১০৮
৬৬.	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন , উপপ্রধান(পক)	৭১৬৫৭৬৬
৬৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-১)	৯৫৬২০৫৭
৬৮.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-২)	৭১৬৭১০২
৬৯.	বেগম শায়লা শার্মিন জামান সিনিয়র সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৪)	৭১৬৫১৮২

৭০.	বেগম তাহমিনা তাছলীম, সিনিয়র সহকারী প্রধান(স্বাস্থ্য-৫)	৯৫৭০৬৬২
৭১.	বেগম সাবিনা ইয়াসমিন, সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৬)	৭১৬২২৩৫
৭২.	বেগম মরিয়ম বেগম, সহকারী প্রধান (স্বাস্থ্য-৮)	7166988
৭৩.	বেগম শিরিন আখতার,সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-২)	৭১৭৩৮৪৩
৭৪.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী প্রধান (পক-৩)	৯৬৬৫৩১৩
৭৫.	বেগম নার্গিস খানম,সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-৪)	৯৫৬২০৫৭
৭৬.	বেগম নাজমুন আরা সুলতানা,সহকারী প্রধান(পক-৫)	৯৫৭০৬৫২
৭৭.	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, সহকারী প্রধান (পক-৬)	৭১৬৫১৮২
৭৮.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান (পক-৮)	৯৫৫৮৬৬৭
	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি	
৭৯.	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম যুগ্মপ্রধান	৭১৬৯৮৩৫
৮০.	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান উপপ্রধান (উপসচিব)	৯৫১৪৫৬৪
৮১.	ড. মহিউদ্দীন আহমেদ সিনিয়র সহকারী প্রধান (উপসচিব)	৮১৪৩৭৬৭
৮২.	জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দীন আহমেদ সিনিয়র সহকারী প্রধান (উপসচিব)	৯৫৫৫০১৬
৮৩.	ডাঃ আহমেদ মোস্তফা, সিনিয়র সহকারী প্রধান-২	৭১৬৯৮৩৪
৮৪.	জনাব আব্দুল হামিদ মোড়ল, সহকারী প্রধান-৩	৭১৬৯৮৩৪